

উসতাজ হাসসান শামসি পাশা

# মোড়াত্যেয় হাওদানি



## লেখক পরিচিতি

ড. হাসসান শামসি পাশা সিরিয়ার একজন বিখ্যাত দায়ি। বিরল মেধা ও বহু প্রতিভার অধিকারী এই লেখক পেশায় একজন ডাক্তার। জন্মগ্রহণ করেছেন সিরিয়ার হিমস শহরে ১৯৫১ সালে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পড়াশোনা জন্মস্থান হিমস শহরেই শেষ করেন। তারপর তিনি হালব বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিন ফ্যাকাল্টিতে ভর্তি হন। ১৯৭৫ সালে অনার্স শেষ করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি দামেশক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইন্টারনাল মেডিসিন বিষয়ে মাস্টার্স করেন। তার থিসিসের বিষয়বস্তু ছিল 'কার্ডিওমায়োপ্যাথি।' এরপর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্রিটেনে যান। ব্রিটেন থেকে ফিরে তিনি সৌদি আরবের জিদ্দায় কিং ফাহাদ সামরিক হাসপাতালে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এই সময় তিনি পেশাগত দায়িত্বের পাশাপাশি লেখালেখিতে আত্মনিয়োগ করেন। আরবের বিখ্যাত পত্রিকা ও ম্যাগাজিনগুলোতে তার প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। হৃদরোগ, স্বাস্থ্যবিধি, নববি চিকিৎসা, ইতিহাস, সাহিত্য, আত্মশুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা অর্ধশতাতিক। কলমের দক্ষ কারিগরিতে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন জীবন গঠনের মূল্যবান সব দিকনির্দেশনা। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মনের মাধুরি মিশিয়ে তিনি লিখে গেছেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা। তার লেখার ভাঁজে ভাঁজে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে দ্বীনি ভাবধারা ও আখিরাতমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের প্রয়াস। তার উল্লেখযোগ্য কিছু গ্রন্থ হলো :

كيف تربي أبناءك في هذا الزمان), (أسعد نفسك وأسعد الآخرين), (همسة في أذن شاب), (همسة في أذن فتاة), (همسة في أذن زوجين) প্রভৃতি।

উসতাজ ড. পাশা এখনো তার দায়িসুলভ লেখালেখি অব্যাহত রেখেছেন। আমরা আল্লাহর দরবারে শাইখের দীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করি।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## প্রখ্যাত মিশরি লেখক ড. মুহাম্মদ মাহমুদের অভিমত

ড. হাসসান শামসি পাশা (أُسْعِدْ نَفْسَكَ وَأُسْعِدِ الْآخِرِينَ) শিরোনামের গুরুত্বপূর্ণ এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে আমাদের সুখসন্ধানী এক ভ্রমণে নিয়ে গেছেন। কোথায় খুঁজে পাব সুখের দিশা? কীভাবে নিজের এবং প্রিয়জনের জন্য একটুখানি সুখের পরশ বুলাব? আল্লাহ বলেন :

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ

‘এরপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না।’

মুমিন ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে কারিমায় নজর বুলালেই উত্তর পেয়ে যাবে; কেবল আল্লাহ তাআলার হিদায়াতের পথ অনুসরণই হচ্ছে সৌভাগ্যের একমাত্র পথ। খুব সামান্য কথা; অথচ কুরআনের অসংখ্য শব্দভান্ডার, সুরাসমূহ, কুরআনের শিক্ষাবলি এমনকি পুরো ইমানিয়াত এতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে। শুধু তা-ই নয়; বরং ইসলামপূর্ব যুগে আল্লাহ তাআলা তাওরাত বা ইনজিলে যেসব হিকমাহ ও হিদায়াতের বাণী অবতীর্ণ করেছেন, তারও পূর্বে দার্শনিক, গবেষক ও বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন বইয়ে যতসব প্রজ্ঞাবাণী ছিল ইত্যাদি সবই এই আয়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। ড. হাসসান সেসব ভান্ডার থেকেই কিছু সংগ্রহ করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।

এরপর তিনি অতি সংক্ষেপে কিন্তু অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিতে বলেন, সৌভাগ্য তো কর্মের মাঝে। আহতের সেবা করা, ক্ষুধার্তকে আহার দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান এবং অভাবীর প্রয়োজন মেটানো ইত্যাদির ভাঁজে ভাঁজে সৌভাগ্য লুকিয়ে



আছে। কিন্তু বর্তমানে সুখী মানুষ নিজেকে সুখী ভাবার মাঝেই সৌভাগ্যের সংজ্ঞাকে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে।

অনেকেই নানা ধরনের ড্রাগ, ট্যাবলেট ও নেশাকর দ্রব্যের মাঝে সুখ খোঁজে। ফলশ্রুতিতে দুনিয়ার সুখ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হয়, বিবেক লোপ পেতে থাকে এবং দুঃস্থপ্ন দেখে।

আবার কেউ কেউ কুপ্রবৃত্তি, ভোগবিলাস, ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্য-প্রতিপত্তির মাঝে সুখ খোঁজে।

কিন্তু ড. হাসসান বলছেন, 'অনেক কিছুর মালিক হওয়ার মাঝে প্রকৃত সৌভাগ্য নয়; বরং সেগুলোর সুন্দর ও সুষ্ঠু ব্যবহার করে উপকৃত হওয়ার মাঝেই প্রকৃত সুখ ও সৌভাগ্য। যা অর্জন করতে চাও, কেবল তা অর্জন করে ফেলার মাঝেই সুখ নয়; বরং উদ্দিষ্ট বস্তু থেকে কীভাবে উপকৃত হবে, তা জানার মাঝেই আসল সুখ। সুস্থতা, যৌবন, ধন-সম্পদ ইত্যাদি তো কেবলই কিছু মাধ্যম। তাই এগুলো দ্বারা সুখী হতে চাইলে প্রথমে তোমাকে জানতে হবে, কীভাবে এগুলো দ্বারা উপকৃত হতে হয় এবং কোনটির উপযুক্ত ও যথাযথ ব্যবহার কীভাবে করতে হয়।'

প্রকৃতপক্ষে মুমিন ব্যক্তির সৌভাগ্য তো সুখ-আনন্দে কৃতজ্ঞতা আদায় এবং বিপদ ও কষ্টের সময় ধৈর্যধারণের মাঝে। বরং এই উভয় অবস্থায় আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মুখ থাকার সৌভাগ্যের অন্যতম আলামত। আর এটি সবরের সর্বোচ্চ স্তরও বটে।

এই কিতাবের ভাঁজে ভাঁজে বর্ণিত হিকমাহ ও প্রজ্ঞাসমূহ, কুরআনের রত্নভান্ডারগুলো এবং নানাবিধ চিন্তার মুক্তামালার অলিতে গলিতে ড. হাসসানের সাথে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দেখবে তুমি তো সৌভাগ্যের শীর্ষ চূড়ায় অবস্থান করছ। অতঃপর যখন তার সাথে থাকতে শুরু করবে, তখন দেখবে, আরে এ তো সুখ-সৌভাগ্যের উৎপত্তিস্থল। তারপর তিনি যেখানেই যাক, প্রতিটি জায়গা থেকে সৌভাগ্যের নিষ্কলুষতা ও নুরের ঘ্রাণ পাবে। যা তোমার মাঝে বিচক্ষণতা, বিনয়, ভদ্রতা, লজ্জা, ন্যায়পরায়ণতা, প্রফুল্লতা, আশা, নিষ্কলুষতা, সাহায্য-সহায়তা এবং সাহস ও বীরত্ব সৃষ্টি করবে।

এটি তার কিতাবের একটি জীবন্ত অনুলিপি। এই কিতাবে তার নামের সাথে  
পাশা উপাধি যোগ করা হয়েছে। বাস্তবেই প্রতিটি বিষয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি  
ছিলেন প্রফুল্ল।

মুস্তফা মাহমুদ

কায়রো

১২-০২-২০০২ ইসাযি



## সৃষ্টিপত্র

অবতরণিকা

প্রথম অধ্যায় : কোথায় পাবে সৌভাগ্য? : ১৯

১. বাস্তবতা-বিবর্জিত জীবনধারণের মাঝে কি সৌভাগ্য আছে? : ২১
২. প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন ও ধনাঢ্যতার মধ্যেই কি সৌভাগ্য? : ২৩
৩. সৌভাগ্য কি সম্ভানসমৃদ্ধির মাঝে? : ২৬
৪. সৌভাগ্য, রুচিশীলতা ও ব্যক্তিত্ব : ২৬
৫. তোমার সৌভাগ্য তোমার চিন্তা থেকে : ২৭
৬. তোমার যা আছে, তা উপভোগ করার পদ্ধতি জানার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে : ২৮
৭. কাজের মধ্যে সৌভাগ্য রয়েছে; সম্পদের মধ্যে নয় : ৩০
৮. পেশার দাসে পরিণত হোয়ো না : ৩১
৯. তুমি কী করতে চাও, তা জানার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে : ৩১
১০. সুস্থতার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে : ৩৩
১১. নিজেকে ঠিক করো, সুখময় জীবনযাপন করতে পারবে : ৩৪
১২. সৌভাগ্য অর্জনের জন্য কি বস্তুগত উপাদান অর্জন করা আবশ্যিক? : ৩৬
১৩. অল্পের মাঝে সুখ ও সৌভাগ্য রয়েছে : ৩৭
১৪. মধ্যপন্থার মাঝে সুখ ও সৌভাগ্য রয়েছে : ৪১

## দ্বিতীয় অধ্যায় : ইমান সৌভাগ্যের উৎপত্তিস্থল : ৪২

১. আত্মার প্রশান্তির মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে : ৪৬
২. সমৃদ্ধির মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে : ৫৩
৩. পরিতুষ্টি ও আল্লাহভীরুতার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে : ৫৬
৪. নেক আমলের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে : ৬২
৫. আল্লাহর স্মরণের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে : ৬৩
৬. নিয়ামতদাতার কৃতজ্ঞতা আদায়ের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে : ৬৪
৭. হালাল রিজিকে সৌভাগ্য রয়েছে : ৬৬
৮. বিপদে ধৈর্যধারণের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে : ৬৭
৯. প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে : ৭০
১০. তাওবার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে : ৭১
১১. ইখলাসের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে : ৭২
১২. সত্যবাদিতার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে : ৭৩
১৩. লজ্জাবোধের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে : ৭৫
১৪. সহনশীলতার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে : ৭৬
১৫. বিনয়ের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে : ৭৭
১৬. মধ্যপন্থার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে : ৭৮
১৭. ন্যায়পরায়ণতার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে : ৭৯
১৮. সন্তানের ওপর দুটি বিষয়ে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দেওয়ার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে : ৮১
১৯. মেকাপের মাঝেই কি নারীর প্রকৃত সৌভাগ্য? : ৮২



### তৃতীয় অধ্যায় : অন্যকে সুখী করো : ৮৩

১. মুচকি হাসি সুখ ও সৌভাগ্যের মাধ্যম : ৮৫
২. সুন্দর ব্যবহারের মাঝে সুখ ও সৌভাগ্য রয়েছে : ৮৬
৩. দীন হচ্ছে মুআমলা : ৮৭
৪. ভালো কাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয় : ৮৯
৫. পিতামাতাকে সুখে রাখো : ৯১
৬. নিকটাত্মীদের সুখী করো : ৯২
৭. মানুষের প্রয়োজন পূরণের মাঝে সুখ ও সৌভাগ্য রয়েছে : ৯৪
৮. পরস্পর হাদিয়া দেওয়ার মাঝে সুখ ও সৌভাগ্য রয়েছে : ৯৭

### চতুর্থ অধ্যায় : দাম্পত্য জীবনের সুখ : ৯৮

১. কীভাবে পরিবারের সুখ বিনির্মাণ করবে? : ৯৯
২. নারী ও সৌভাগ্য : ১০২
৩. পুরুষ ও সৌভাগ্য : ১০২
৪. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পার্থক্য : ১০৩
৫. কীভাবে স্ত্রীকে সুখী রাখবে? : ১০৬
৬. স্ত্রী কীভাবে স্বামীকে খুশি করবে? : ১১৪
৭. স্বামী বদমেজাজি হলে করণীয় : ১২৩
৮. যাদের তাত্ক্ষণিক রাগ চলে আসে তাদের করণীয় : ১২৬
৯. বৈবাহিক জীবনে কিছু যৌথ দায়িত্ব : ১২৮



পঞ্চম অধ্যায় : হতাশা ও বিষণ্ণতা : ১৩৩

১. হতাশা ও বিষণ্ণতার উৎপত্তি : ১৩৩

২. বিষণ্ণতা থেকে মুক্তির উপায় : ১৩৪

৩. মজবুত ইমানের ভূমিকা : ১৩৭



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## অবতরনিকা

মানুষ যদি জীবনকে চিন্তা, জীবনের অর্থ বুঝত, তাহলে সৌভাগ্যলাভের বহু উপকরণ খুঁজে পেত। শুধু তা-ই নয়; বরং এমন সব উপকরণের সন্ধান পেত, যেগুলো পরকালের জান্নাতের আগে দুনিয়াতেই এক টুকরো জান্নাত হাতের মুঠোয় এনে দেয়।

মাঝে মাঝে জীবনটা থমকে দাঁড়ায়। তখন মানুষ নিজেকে প্রশ্ন করে, এ জীবনের লক্ষ্য কী আমার? সম্পদ উপার্জন করা? সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করা? ক্ষমতা অর্জন করা? নাকি এমন একটি সুখকর অবস্থায় উপনীত হওয়া, যে অবস্থায় সুখ-আনন্দ আর স্বাচ্ছন্দ্যের সকল উপকরণ ভোগ করতে পারব এবং সেগুলোর মধ্য দিয়ে সফলতার সত্য বাণীর স্বাদ আনন্দন করতে পারব? অথবা এমন ইলম অর্জন করা, প্রতিনিয়ত যার গোপন ভেদগুলো আমার কাছে প্রকাশিত হতে থাকবে? নাকি জীবনের লক্ষ্য হলো তাকওয়া অর্জন করা, যা আমাকে আমার স্রষ্টার কাছাকাছি নিয়ে যাবে এবং আমার হৃদয় প্রশান্ত হবে?

অধিকাংশ মানুষের কল্পনাটা এমন—(سَعَادَة) বা 'সৌভাগ্য' শুধু আক্ষরিক অর্থেই সীমাবদ্ধ। বাস্তবতায় এর কোনো অস্তিত্ব নেই। তাদের ধারণামতে 'সৌভাগ্য' কেবলই মানুষের চিন্তার মধ্যে ঘুরপাক খায়। বাস্তবতার ময়দানে তার কোনো পদচারণা নেই।

এসব ধারণা পোষণকারীরা নিশ্চিত মূর্খ এবং ধোঁকাগ্রস্ত। কারণ তারা জানে না, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই বিস্তীর্ণ এবং কল্যাণ, নানাবিধ নিয়ামত ও বরকতের জনপদে দুর্ভাগ্য দিয়ে সৃষ্টি করেননি। আমাদের হতভাগ্য হতে এখানে পাঠাননি। কীভাবে তারা এমন ধারণা করে! অথচ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা রাসূল ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলেন :

طه - مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى

‘ত-হা। আপনাকে ক্লেশ দেওয়ার জন্য আমি আপনার প্রতি কুরআন নাজিল করিনি।’<sup>২</sup>

فَأَمَّا يَا تَبِيتُكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ

‘এরপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হিদায়াত আসবে, তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কষ্টে পতিত হবে না।’<sup>৩</sup>

অতঃপর আল্লাহ তাআলা হতভাগ্যদের জাহান্নামি ঘোষণা করে ইরশাদ করেন :

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ

‘অতএব যারা হতভাগ্য, তারা জাহান্নামে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে।’<sup>৪</sup>

এরপর সৌভাগ্যবানদের জন্য জান্নাতের ঘোষণা দিয়ে তিনি ইরশাদ করেন :

وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ

‘আর যারা সৌভাগ্যবান, তারা থাকবে জান্নাতে, তাতে তারা চিরদিন থাকবে, যতদিন আসমানমণ্ডলী ও জমিন বর্তমান থাকবে।’<sup>৫</sup>

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা যাদের কথা বলেছেন, তারাই প্রকৃত সৌভাগ্যবান। অথচ ওরা তা অনুভবও করতে পারে না।

বিশিষ্ট দার্শনিক এপিকটেটাস বলেন, ‘যার জীবনটা দুর্ভাগ্যময় হয়, সে যেন এর জন্য অন্য কাউকে দোষারোপ না করে। তার দুর্ভাগ্যের জন্য সে নিজেই দায়ী।’ কেননা, আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৌভাগ্যবান হওয়ার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। সকল কল্যাণ আল্লাহ তাআলার কাছ থেকেই আসে। আর অকল্যাণ

২. সূরা তহা, ২০ : ১-২।

৩. সূরা তহা, ২০ : ১২৩।

৪. সূরা হুদ, ১১ : ১০৬।

৫. সূরা হুদ, ১১ : ১০৮।



ও মন্দ আমাদের নিজেরদের কারণেই আসে। মূলত স্বভাব আমাদেরকে সৌভাগ্যবান বা দুর্ভাগ্যবান করে। অবস্থা নয়।

দুনিয়াতে কি শুধু কল্যাণই কিংবা শুধু অকল্যাণই বিরাজমান?! কেবল সৌভাগ্যের নাম মুখে জপতে থাকলেই দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে, নাকি এর জন্য চেষ্টাও করতে হবে? কেবল মনের ভেতরে লালন করলেই আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলো বাস্তবতা লাভ করবে, নাকি বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ কষ্ট করতে হবে? এটাই দুনিয়ার নীতি। জগতের পদ্ধতি এমনই। সবকিছুকে বিপরীত জিনিসের মাধ্যমে চেনা যায়। যদি দুর্ভাগ্য না থাকত, তাহলে সৌভাগ্য চেনা যেত না। যদি রাত না থাকত, তাহলে দিন থাকত না। যদি অন্ধকার না থাকত, তাহলে আলোর কোনো গুরুত্ব থাকত না।

সৌভাগ্যবান তো সে, যে নিজের অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার কৌশল জানে। কেবল ধন-সম্পদ, ভোগবিলাস, ঐশ্বর্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি, প্রেম-ভালোবাসা, জ্ঞানার্জন বা জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হওয়া, অজ্ঞতা বা অজ্ঞতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং সাজসজ্জা বা সৌন্দর্যমণ্ডিত হওয়া সৌভাগ্য নয়। এগুলোর কোনোটিই প্রকৃত সৌভাগ্য নয়। কেউ যদি এই সবগুলো বিষয়ের অধিকারীও হয়, তবুও সে সৌভাগ্যবান নয়। বরং সৌভাগ্য তো হলো, ব্যক্তি নিজেকে সৌভাগ্যবান ভাবতে পারার মাঝে।

উক্ত বিষয়গুলোতে সৌভাগ্যের কিছু ছিটেফোঁটা অবশ্যই রয়েছে। কারও পক্ষে তা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। যা একেকজন একেকভাবে অনুভব করে। যেমন : একত্রিংশে ইবাদতকারী ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দাঁড়ালে সৌভাগ্য অনুভব করে। একজন জ্ঞানী ব্যক্তি নতুন কিছুর রহস্য উন্মোচনের সূচনায় অনুভব করে। তেমনিভাবে কোনো কিছুর অন্বেষণকারী লক্ষ্যে উপনীত হলে, ডাক্তার রোগীকে সুস্থ করতে পারলে, প্রচেষ্টাকারী আপন প্রচেষ্টায় সফল হলে, মা সন্তানের আওয়াজ শুনলে এবং বাবা সন্তানদের পরিপূর্ণ সুস্থ ও হাস্যোজ্জ্বল দেখতে পেলে অনুভব করে। এভাবেই একেকজন একেকভাবে সৌভাগ্যের ছোঁয়া অনুভব করে।



বাস্তবতা হলো, আমরা সকলেই আমাদের প্রতি আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতে টইটমুর এক দিগন্তে বসবাস করছি। তাই আমাদের উচিত, নিয়ামতগুলো সম্পর্কে যথাযথভাবে জানা। অধিকাংশ মানুষ তার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কে জানেই না। অতঃপর যখন অনুগ্রহ ছিনিয়ে নেওয়া হয়, তখন বুঝতে পারে! কিন্তু সেই বুঝ আর কোনো কাজে আসে না।

ড. মুস্তফা আস-সিবায়ি ﷺ বলেন :

‘বছরে একবার হলেও আদালতে ঘুরে আসো। তাহলে তোমার উত্তম আখলাকে তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বুঝতে পারবে।

কমপক্ষে মাসে একবার হাসপাতাল পরিদর্শন করে আসো। তাহলে তোমার প্রতি আল্লাহর সুস্থতার নিয়ামত ও অসুস্থতার কষ্ট অনুভব করতে সক্ষম হবে!

সপ্তাহে একবার হলেও বাগান থেকে ঘুরে আসো। তাহলে বুঝতে পারবে সৌন্দর্যের নিয়ামত দ্বারা আল্লাহ তাআলা তোমাকে কতখানি অনুগ্রহ করেছেন!

দিনে একবার লাইব্রেরিতে যাও। তাহলে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞান ও বিবেকের নিয়ামতের শ্রেষ্ঠত্ব অনুমান করতে সক্ষম হবে।

আর প্রতিটি মুহূর্তে তোমার মহান প্রতিপালককে স্মরণ করো। তাহলে জীবনের সবগুলো নিয়ামতের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুধাবন করতে পারবে।’

হে মানুষ, অল্পতে তুষ্ট থাকো। তাহলে সুখী হতে পারবে। নিজেকে নিজে মূল্যায়ন করতে শিখো এবং মানুষের কাছে সম্মানিত হতে সচেষ্ট হও।

সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্য থাকার চেষ্টা করো। অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য দিয়ে নয়। জীবনে কোনো খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে প্রফুল্ল চিত্তে বীরের বেশে সবর করতে থাকো। কখনো পরাজয় আসলে এমনভাবে স্বাগত জানাও, যেন তুমি পরাজয়কে খুব পছন্দ করো এবং বিজয়কে হারানোর কারণে মনে কোনো ব্যথা নেই। চিন্তা করবে তো ভালো ও সুন্দর বিষয় নিয়েই চিন্তা করো। কথা বলার সময় ভালো এবং প্রয়োজনীয় কথা বলো। কারও সাথে হিংসা করবে না। কেননা, যে বিষয়ে

তার সাথে হিংসা করবে, হয়তো সে বিষয়ের বাস্তবতা জানতে পারলে তার প্রতি সহানুভূতি আসবে এবং নিজের প্রতিই তোমার হিংসা জাগবে।

নিজের প্রতি সমুদ্র হওয়া ছাড়া কিছুতেই সুখী হতে পারবে না। যদি নিজের যেকোনো ভালো-খারাপ অবস্থার প্রতি সমুদ্র থাকতে পারো, তবেই হৃদয় প্রশান্ত থাকবে এবং নিজে প্রফুল্ল থাকতে পারবে। তবে এ কথা সত্য যে, সর্বদা মনের মতো পরিস্থিতি ও অনুকূল পরিবেশ পাবে না। অনেক কিছুই মনে হবে এটা করা উচিত। অথচ সামান্যই করা হয়েছে। নিজের মধ্যে কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য দেখতে পাবে। অবশ্যই সেগুলোকে যত্ন সহকারে লালনপালন করে আরও বৃদ্ধি করবে। তাহলে তুমি তোমার প্রতি সমুদ্র হতে সক্ষম হবে।

প্রকৃত মুমিন জানে, দুনিয়ার ভোগবিলাস ক্ষণস্থায়ী এবং ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সাজ-সৌন্দর্যের কোনো স্থায়িত্ব নেই। ফলে এসব বাস্তবতা অনুধাবন করার পর সে রবের সমুদ্রি অর্জনের লক্ষ্যেই প্রাণপণ চেষ্টা শুরু করে; ইহকালে আল্লাহ যা কিছু দিয়েছেন, তাতেই পরিতুষ্ট থাকে এবং পরকালের জন্য এমনভাবে আমল করে, যেন কালই মৃত্যুবরণ করবে।

অতএব, প্রকৃত সৌভাগ্য হলো, আল্লাহর আনুগত্য, মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা, দরিদ্রের সহায়তা, অসুস্থের সেবা করা, অধঃপতিত ও নিম্নগামী মানুষকে ওপরে তুলে আনা, ক্ষুধার্তকে আহার দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান এবং অভাবীদের প্রতি দয়া করার মাঝে।

সারকথা হচ্ছে, কেউ পরিপূর্ণ সৌভাগ্যবান হতে হলে শারীরিকভাবে সুস্থ হতে হবে, জীবনযাপনে স্বাভাবিক হতে হবে, নিজের প্রতি সমুদ্র হতে হবে এবং পরকালের উন্নতির জন্য সচেষ্ট ও আত্মমর্যাদাশীল হতে হবে। যদি এমন হতে পারে, তবে সে সৌভাগ্যবান। নচেৎ তার কপালে সৌভাগ্য নেই।

জনৈক ব্যক্তি খুবই সুন্দর বলেছেন, 'হে বনি আদম, দিনে কিংবা রাতে এমন একটি সময় নির্ধারণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ও সৃষ্টিকর্তার কাছে ফিরে যাবে একান্তে, চিন্তা করবে নিজের সূচনা ও সমাপ্তি নিয়ে এবং হিসাব করবে জীবনের অতিবাহিত দিনগুলো নিয়ে। অতঃপর যদি ফেলে আসা দিনগুলোকে সুন্দর ও কল্যাণময় দেখতে পাও, তাহলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে।



আর যদি দেখো সেই দিনগুলোতে ভুলত্রুটি আর অসম্পূর্ণতায় ভরপুর, তাহলে এখন থেকে ভালো কাজের দ্বারা সেগুলোকে পরিবর্তন করার চেষ্টা শুরু করবে।

অবশ্যই তোমাকে দিনের অধিকাংশ সময় আল্লাহর জিকিরে অতিবাহিত করতে হবে। তিনি তো বলেছেন :

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

‘আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো; যাতে তোমরা সফলকাম হও।’<sup>৬</sup>

এই কিতাবটিকে আমি পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম হচ্ছে (أَيْنَ السَّعَادَةُ?) বা কোথায় পাবে সৌভাগ্য? ধন-সম্পদে? ঐশ্বর্য-প্রতিপত্তিতে? কাজেকর্মে? নাকি অন্য কিছুতে?

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি ইমান সম্পর্কে। যা সৌভাগ্যের প্রকৃত উৎপত্তিস্থল।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি, কীভাবে অন্যকে সুখী করতে হয় সে বিষয়ে।

চতুর্থ অধ্যায়ে বৈবাহিক জীবনের সুখ-শান্তি নিয়ে আলোকপাত করেছি। কীভাবে স্ত্রীকে সুখী করা যায় এবং স্ত্রী কীভাবে স্বামীকে সুখী করবে?

আর পঞ্চম অধ্যায়ে বিষণ্ণতা ও হতাশাগ্রস্ত হওয়া এবং নিজেকে অশুভ মনে করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেছি।

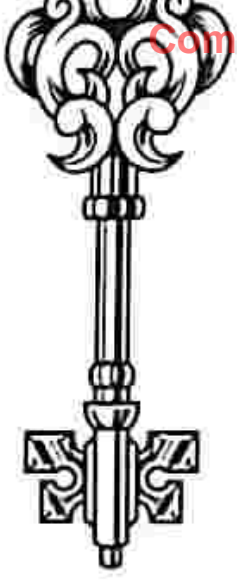
আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন এই কিতাবের মাধ্যমে পাঠক, লেখক ও প্রকাশক সকলকে উভয় জাহানে সফলতা ও সুখ দান করেন। আল্লাহ তাআলাই তো সঠিক পথের দিশা-দানকারী।

ড. হাসসান শামসি পাশা

জিদদা

১৯ মে ২০০০ ইসাযি

১৫ সফর ১৪২১ হিজরি



প্রথম অধ্যায়

## কোথায় পাবে সৌভাগ্য?

সৌভাগ্য মানবজীবনের কাক্ষিত উদ্দেশ্য। জীবনভর প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ সৌভাগ্য লাভের চেষ্টায় বিভোর থাকে। সম্ভাব্য ও সাধ্যের ভেতরে সবখানে তা খোঁজাখুঁজি করে। মানুষের স্বভাব, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার কারণে অন্বেষণের পদ্ধতি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

এই সুখ বা সৌভাগ্যকে খুব সহজভাবে পাওয়ার জন্য আমরা কতই না আশা করি! কোনোরূপ কষ্ট ছাড়াই অর্জন করতে আগ্রহবোধ করি এবং কেবল একটি মাত্র প্রেসক্রিপশনের মাধ্যমে অনায়াসে পেতে চাই! কিন্তু তা কিছুতেই সম্ভব নয়!

তাই এমনভাবে সুখ ও সৌভাগ্যের তালাশ করো না, যেন তা একটি পয়সার মতো। হঠাৎ পকেট থেকে পড়ে খড়কুটোর আড়ালে লুকিয়ে গেছে। এতটা সহজলভ্যও ভেবো না যে, তা বাজারের বিক্রিত ব্যবসায়ীর পণ্যের মতো। যা খুব যত্ন সহকারে মনোহর মখমল বস্ত্রে রাখা আছে এবং যেকোনো কিছুর বিনিময়ে তা অর্জন করা সম্ভব!

(السَّعَادَةُ) বা 'সৌভাগ্য' নিয়ে মানুষের মাঝে যতটা বৈপরীত্য বিরাজমান, মনে হয় না আর অন্য কোনো বিষয়ে এতটা বৈপরীত্য বিরাজমান। একেকজন একেকটাকে সৌভাগ্য ভেবে বসে থাকে। কারণ, এটি একটি আপেক্ষিক বিষয়। কারও কোনোটা সৌভাগ্য মনে হলেও একই জিনিস অন্যের কাছে দুর্ভাগ্যের





কারণও মনে হয়। যেমন : জাইদের কাছে একটি বিগয়া ভালো লাগায় সে এটিকে সৌভাগ্য ভেবে নিয়েছে এবং এ পথের অন্যান্য পথিককেও জাইদ সৌভাগ্যবান মনে করে। কিন্তু একই বিগয়া আমারের কাছে ভালো লাগে না। বরং তার কাছে এটি দুর্ভাগ্যের লক্ষণ মনে হয় এবং যারা এ পথের পথিক, তাদেরকেও হতভাগ্য মনে হয় তার।

অনেকের কাছে মনে হয়, পানাহার, ভোগসামগ্রী, খেলাধুলা ও পোশাক-পরিচ্ছদের প্রাচুর্য এবং বিনোদনে সময় পার করার মাঝেই সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে!

কারও কাছে অধ্যয়ন, গবেষণা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের লুক্কায়িত মুক্তামালা আহরণের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে বলে মনে হয়।

আবার কেউ কেউ এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া এবং তার সমস্ত ভোগবিলাস থেকে বিমুক্ততার মাঝে সুখ ও সৌভাগ্য খোঁজে।

কিছু মানুষ কর্তৃত্ব, প্রভাব বিস্তার, সাধারণ জনগণকে অধীন করে রাখা এবং তাদের ওপর যথেষ্ট ছড়ি ঘুরানোর মাঝে সুখ-আনন্দ খুঁজে বেড়ায়।

অনেকে দৈহিক প্রমোদকে সৌভাগ্য মনে করে। ফলে তারা মনের খেয়াল-খুশি পূরণ করার মাঝে নিজেকে আনন্দিত মনে করে, খারাপ বন্ধুদের সাথে সখ্যতা গড়ে এবং নির্বোধদের সাথে চলাফেরা করতে আনন্দ পায়। অনেক সময় তো এরা হারাম পন্থায় অর্থ উপার্জনের ভ্রষ্ট পথে নেমে পড়ে। এমনকি নিকৃষ্ট ও নিষিদ্ধ কাজসমূহকে পর্যন্ত খুবই স্বাভাবিক মনে করে।

কিছু মানুষ ভাবে, সম্পদ জমা করার মধ্যে প্রকৃত সুখ রয়েছে। তাই দেখবে, এরা জমা করতে করতে অটল সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। কিন্তু কার্পণ্য তাদের পিছু ছাড়ে না কিছুতেই। কার্পণ্যের চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করে ফেলে তারা। ফলশ্রুতিতে নিজের এবং পরিবারের কারোরই অধিকারগুলো ঠিকমতো আদায় করে না। শুধু তা-ই নয়, এরা যদি কখনো রোগাক্রান্তও হয়, তখন কার্পণ্যের আতিশায্যে ওষুধ পর্যন্ত সেবন করে না। অপরদিকে পরিবারের

সদস্যরা ছেঁড়া-ফাটা ও পুরাতন পোশাকে, খালি পেটে এবং নিকৃষ্ট অবস্থার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করতে থাকে।

কিছু মানুষ গর্ব ও অহমিকাগ্রিয়া। তাই এরা অহংকার এবং মানুষের ওপর বড়ত্ব দেখানোর মধ্যে আনন্দ পায়। এতেই সুখ ও সৌভাগ্য রয়েছে বলে তাদের ধারণা। মানুষের কাছ থেকে তোয়ামোদ ও একটুখানি প্রশংসা পাওয়ার জন্য কাঙাল হয়ে থাকে।

অপরদিকে কিছু লোক আছে এমন, যাদের আশা খুবই কম, জীবনধারণের জন্য খুব সহজ ও সাধারণ কিছু উপকরণের মাঝেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে পছন্দ করে এবং অল্প কাজকর্ম করেই তুষ্ট থাকে। ফলে অলসতা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। তাদের অবস্থা অবনতির দিকে যেতে যেতে অধিকাংশ কর্মই হয় বিফল।

## ১. বাস্তবতা-বিবর্জিত জীবনধারণের মাঝে কি সৌভাগ্য আছে?!

কিছু মানুষ বিভিন্নভাবে বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সৌভাগ্য খোঁজ করে। এদের কাছে জীবনটা বহনের অযোগ্য অসাধ্য একটি বোঝা এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য কষ্ট করা হচ্ছে শরীর ধ্বংসের নামান্তর। ভালোবাসা, মায়ামমতা, অঙ্গীকার পূরণ, সততা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ গুণগুলো তাদের বিশ্বাসমতে কল্পকাহিনি বৈ কিছু নয়। চিন্তাজগৎ ছাড়া বাস্তবজগতে যেগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই! বাস্তব জীবন থেকে দূরে থাকতে এবং ভুলে যেতে এরা কিছু মাধ্যম অবলম্বন করে। কখনো জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে এবং কল্পনায় প্রাসাদ বুনে ভুলে থাকতে চায়। কখনো মদের বোতলে চুমুক দিয়ে শেষ ফোঁটাটুকুও চুষে নিয়ে এবং নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করার মাধ্যমে ভুলতে চায়।

দুটো পদ্ধতিই মানুষকে খুব জঘন্য ও সর্বনিম্ন স্তরে নিয়ে পৌঁছায়।

কেউ কেউ কষ্ট লাঘবকারী ট্যাবলেট সেবন করে। তাদের ধারণা, হয়তো এর মাধ্যমে ক্লান্ত দেহে একটুখানি শান্তির পরশ পাবে এবং পরিশ্রান্ত শিরাতুলো কিছুটা সুখ অনুভব করবে।



কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, এই ট্যাবলেটগুলোকে কিছু বিশেষ মুহূর্তে নির্দিষ্ট চিকিৎসার জন্য ব্যবহারের কথা থাকলেও বর্তমানে এগুলোর অপব্যবহার হচ্ছে।

যারা কোনো ডাক্তারি পরামর্শ ছাড়া এগুলো সেবন করছে, তারা নিজেদের আসক্তির অতল গহ্বরে নিষ্কেপ করছে এবং নিজেরাই নিজেদের শরীরকে ক্ষতির সম্মুখীন করছে।

১৯৫৭ সালে প্রকাশিত (حجۃ الاسلام)-এর একটি প্রবন্ধে কাতারের ড. আমির বলেছেন, 'অদ্ভুত ব্যাপার হলো, যেসব ধনীরা আমেরিকার ফ্লোরিডা ও ফ্রান্সের রিভেরার মতো দুনিয়ার স্বর্গতুল্য জায়গাগুলোতে ঘুরতে যায়, সেখানে তারা কেবল সাজসজ্জা, চাকচিক্য ও উপভোগ করতেই যায় না; বরং একটুখানি শান্তিও পেতে চায়। তাই সেখানে গিয়েও ফার্মেসি খোঁজে দুঃখ ও কষ্ট দূর করার ট্যাবলেট ক্রয় করার জন্য। যদি এতে একটুখানি সুখের পরশ পাওয়া যায়!

কিন্তু আমি বলব, অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এদের কাছে তো সুখ ও সৌভাগ্যের সবগুলো উপকরণই পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যমান। টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ, স্বভাব, প্রকৃতি, বিনোদনসামগ্রী ইত্যাদি সবই রয়েছে তাদের। এতকিছু সত্ত্বেও তারা একটুখানি সুখ অনুভব করার জন্য কৃত্রিম উপকরণাদির শরণাপন্ন হয়। কিন্তু সেখানেও কি সুখ মিলে?! কেবল স্বপ্নের বেড়াজালে আর অনুভবের ভাঁজে ভাঁজেই আটকে থাকে তাদের সুখগুলো!

বাস্তবতা হলো, তারা হইচইপূর্ণ এবং আয়েশি জীবন থেকে কিছুটা দূরে থাকতে চায়। বরং এভাবে সুখ তাদের থেকে অনেক দূরে পালিয়ে যায়। তারা টেরই পায় না।

তাদের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো, যে তার খুব কাছেই আগুন জ্বলতে দেখে। অতঃপর আগুন না নিভিয়ে অথবা সেখান থেকে দূরে না সরে অজ্ঞতাবশত আগুনের কাছেই কাউকে থাকতে বলল!''

## ২. প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন ও ধনাঢ্যতার মধ্যেই কি সৌভাগ্য?

কিছু মানুষ এমনটি ভেবে ধনাঢ্যতা ও প্রাচুর্যকে প্রকৃত সৌভাগ্য ভেবে বসে আছে। তাদের কাছে অচেনা সম্পদ, প্রাচুর্যময় জীবনই আসল সুখ। অথচ যেসব দেশে জীবনযাত্রার মান যান্ত্রিক স্তর পেরিয়ে সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়েছে এবং সকল সুবিধা হাতের নাগালে চলে এসেছে, তারাও প্রতিনিয়ত দুঃখ-কষ্ট, দুর্ভাগ্য ও অশান্তিপূর্ণ জীবন পার করেছে বলে অভিযোগ করে যাচ্ছে। তাই সুখ ও সৌভাগ্য লাভের জন্য ভিন্ন কোনো পথের অনুসন্ধান করছে।

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট, সম্পদের আধিক্য প্রকৃত সৌভাগ্য নয়। বরং অনেক সময় সম্পদের আধিক্য পরকালের পূর্বে ইহকালেই কারও কারও ক্ষতি ও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই তো আল্লাহ তাআলা এক শ্রেণির মুনাফিকদের সম্পর্কে ইরশাদ করেন :

فَلَا تُغْنِيكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا

‘সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততি যেন আপনাকে বিম্বিত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা হলো এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আজাবে নিপতিত রাখা।’<sup>৮</sup>

কষ্ট, কঠিনতা, দুশ্চিন্তা, রোগব্যাধি ইত্যাদিই তাদের জন্য আজাব। যারা ধন-সম্পদ ও দুনিয়া অর্জনকে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, তাদের অধিকাংশের অবস্থা এমনই দেখা যায়। এরা সব সময় মানসিক কষ্টে থাকে। তাদের অন্তর সর্বদা ক্লান্ত থাকে। প্রতিটি মুহূর্তে তাদের দুশ্চিন্তায় ডুবে থাকতে হয়। একটি মুহূর্তের জন্যও তারা প্রশান্ত এবং দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে পারে না।

মানবতার নবি মুহাম্মাদ ﷺ এ ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ব্যাপারে ইরশাদ করেন :



مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا  
وَهِيَ رَاغِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ  
عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ

‘যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হয় আখিরাত, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে ধনাঢ্যতা দিয়ে দেন এবং তার যাবতীয় বিচ্ছিন্ন কাজ একত্রিত করে সুসংযত করে দেন, তখন তার নিকট দুনিয়াটা নগণ্য হয়ে দেখা দেয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির একমাত্র চিন্তার বিষয় হয় দুনিয়া, আল্লাহ তাআলা তার দারিদ্র্যকে তার চোখের সামনেই লাগিয়ে রাখেন এবং তার কাজগুলো এলোমেলো ও ছিন্নভিন্ন করে দেন; আর দুনিয়াতে তার জন্য যতটুকু নির্ধারণ করা হয়েছে, কেবল ততটুকুই সে পায়।’<sup>৯</sup>

কিছু কিছু মানুষকে সম্পদ দাসে পরিণত করে। ফলে তারা সম্পদের তালাশে কষ্ট অনুভব করে, সম্পদ হারানোর ভয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগে। রাসুল ﷺ সত্যই বলেছেন। তিনি বলেন :

تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالذَّرْهَمِ، وَالْقَطِيفَةِ، وَالْحَبِيبَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رِزْقِي، وَإِنْ  
لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ

‘ধ্বংস হোক দিনার ও দিরহামের গোলাম এবং চাদর ও শালের গোলাম! তাকে দেওয়া হলে সন্তুষ্ট হয়, আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়।’<sup>১০</sup>

স্যার আর্নস্ট বলেন, ‘অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাস হলো, “ধনাঢ্যতা সৌভাগ্যের মাধ্যম।” কিন্তু আমি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ধনাঢ্যতা ও প্রাচুর্যের সুখের চেয়েও জীবনে আরও বেশি আনন্দ ও সুখ রয়েছে। আর্থিক সফলতা কোনোদিন প্রেমময়ী ও একনিষ্ঠ একজন স্ত্রীর ভালোবাসার সমান হতে পারে না। অর্থবিশ্বের প্রাচুর্যের সুখ কখনো সন্তানসন্ততি নিয়ে সুখে থাকার আনন্দের সমতুল্য হয় না।

৯. সুনানুত তিরমিজি : ২৪৬৫।

১০. সহিহুল বুখারি : ২৮৮৬।

কিছু কিছু ধনী দরিদ্রদের চেয়েও বেশি দুর্দশাগ্রস্ত। এদের সবচেয়ে বেশি অগ্রহ ও উদ্বিগ্ন থাকে আড়ম্বরপূর্ণ খানাপিনা, যৌনাচার, দামি দামি আসবাবপত্র ক্রয়, আপডেট মডেলের গাড়ি ও বিলাসবহুল জিনিসপত্র সংগ্রহ করার প্রতি। অথচ যখন এরা এসব জাঁকজমকপূর্ণ আয়েশি জীবনের স্বাদ আন্বাদনে মরিয়া হয়ে থাকে, তখন ঠিকই অনুধাবন করে যে, তাদের এসব ভোগবিলাস চিরস্থায়ী নয়। কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একঘেয়েমি বা বিরক্তি কিছুই তাদের দমিয়ে রাখতে পারে না।<sup>১১</sup>

প্রাচীন কালের জনৈক রাজার সম্পর্কে কথিত আছে যে, তিনি সবচেয়ে বেশি দুর্দশাগ্রস্ত ছিলেন। সে সময়ে তার চেয়ে বেশি দুঃখী আর কেউ ছিল না। অথচ তার সহায়-সম্পত্তি, খাবারদাবার ইত্যাদি কিছুতেই কমতি ছিল না। তথাপি সে-ই ছিল সবচেয়ে বড় দুঃখী। একদিন তার সামনে সবচেয়ে দামি এবং অত্যন্ত সুস্বাদু সকল খাবার উপস্থিত করা হলো। কিন্তু তার বদহজম থাকায় আর খেতে পারেনি।

একদিন তার এক ঘনিষ্ঠভাজন তাকে পরামর্শ দিল, 'যদি এক রাতের জন্য হলেও রাজ্যের সবচেয়ে সুখী ব্যক্তির পোশাক পরে থাকতে পারেন, তাহলে আপনি সুখী হয়ে যাবেন।' যে-ই কথা সে-ই কাজ। সাথে সাথে রাজ্যভূড়ে সবচেয়ে সুখী মানুষটিকে খোঁজা শুরু হলো। অবশেষে পেয়েও গেল। লোকটির পুরো চেহারাভূড়ে ছিল সবর ও সৌভাগ্যের ছাপ। অতঃপর তারা লোকটিকে রাজার সামনে হাজির করল। রাজা দেখে খুবই বিস্মিত হলো। কারণ, সবচেয়ে সুখী লোকটির গায়ে পরনের মতো ভালো কোনো জামা ছিল না!

কিছু মানুষ সম্পদকে সৌভাগ্যের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে চায়। অতঃপর এই নীতির আলোকেই সামনে এগুতে থাকে। কিন্তু খুব কমই সম্পদ উপার্জন হতে দেখে সেই মূলনীতির কথা ভুলে যায়, যেই নীতিকে সামনে রেখে সম্পদ অর্জন করতে শুরু করেছিল। এ কথাও ভুলে যায় যে, সে সম্পদকে কেবলই মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এভাবে দিন যেতে যেতে একসময় সম্পদই তার প্রকৃত লক্ষ্যে পরিণত হয়। রাতদিন তার পিছেই লেগে থাকে। কখনো হালাল

১১. মাজাপ্লাতুল হিলাল; জানুয়ারি, ১৯৫৪ ইস্যু।





পন্থায় আবার কখনো হারাম পন্থায় উপার্জন করতে থাকে। কিন্তু আশানুরূপ ফল পায় না। মাঝে মাঝে অন্যকে লাথি মেরে নিজে ওপরে উঠতে চায়। উসতাজ আদুল্লাহ আল-জুআইসান বলেন, ‘অবশেষে সে হার্ট অ্যাটাক করে বসে। এভাবে মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত লড়ে যেতে থাকে!

সম্পদ দ্বারা সৌভাগ্য লাভ করার দুটো শর্ত রয়েছে।

এক. সম্পদ হালাল হতে হবে। যা ব্যক্তি নিজের শ্রম ও প্রচেষ্টা দ্বারা উপার্জন করে থাকে।

দুই. অনৈতিক ও অযথা সম্পদ ব্যয় করা যাবে না। তাহলে সম্পদ তার জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।<sup>১২</sup>

### ৩. সৌভাগ্য কি সন্তানসন্ততির মাঝে?

এ কথা সত্য যে, সন্তানসন্ততি দুনিয়ার সৌন্দর্য। আল্লাহ তাআলা বলেন :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

‘ধনৈশ্বর্য ও সন্তানসন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য।’<sup>১৩</sup>

বর্তমানে অনেক সন্তানই বাবা-মায়ের অবাধ্য। সম্পদের প্রতি সন্তানের লালসার কারণে অনেক বাবা-মা দুর্ভাগ্যবশত নিজ সন্তানের হাতেই খুন হয়! বড়ই আফসোসের বিষয়, এমন সন্তানের মধ্যে কি সুখ রয়েছে?!

### ৪. সৌভাগ্য, রুচিশীলতা ও ব্যক্তিত্ব

ব্যক্তিজীবনে সুখী হওয়ার প্রধান উপাদান হলো, সৃষ্টিগত স্বভাব তথা মেজাজ ও ব্যক্তিত্ব। এই দুটি দ্বারাই সব সময় ব্যক্তির সমৃদ্ধি-খুশি এবং ক্রোধ নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই চিন্তাগ্রস্ত ও বিষণ্ণতায় আক্রান্ত ব্যক্তি যদি হঠাৎ কোনো বিপদ বা ট্রাজেডির সম্মুখীন হয়, তখন খুবই ভেঙে পড়ে এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

১২. তাজারিবুহম ফিস সাআদাহ, উসতাজ আদুল্লাহ আল-জুআইসান।

১৩. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ৪৬।



পক্ষান্তরে যখন কোনো সরল মেজাজের অধিকারী ব্যক্তি একই সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন সে বিষয়টিকে খুব স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে এবং দিনগতি নিয়ে হা-হুতাশ না করে ভালোভাবে ও যথাযথ পদ্ধতিতে চিন্তা করতে শুরু করে। অথচ এই বিষয়টিতেই অন্য কেউ কোনো যথার্থতাই খুঁজে পাবে না।

ইমাম আজম আবু হানিফা নুমান রাঃ প্রায় সময় তাঁর ছাত্রদের বলতেন, “ইলমের কী পরিমাণ স্বাদ আমরা উপভোগ করছি, যদি রাজা-বাদশাহরা দেখত, তাহলে এর জন্য প্রয়োজনে আমাদের সাথে রীতিমতো যুদ্ধ করত!”

এরা চাইলে ক্ষমতাবলে পৃথিবীর সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুস্তিকাদির নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবে এবং পড়েও শেষ করতে পারবে। কিন্তু আবু হানিফা ও তাঁর শাগরেদগণের অধ্যয়ন ও পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার স্বাদ কখনো আবাদন করতে পারবে না!

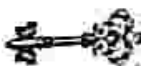
## ৫. তোমার সৌভাগ্য তোমার চিন্তা থেকে

মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য, প্রশান্তি ও উৎকণ্ঠা সবকিছুর উদ্ভব একমাত্র তার নিজের ভেতর থেকেই হয়। নিজেই জীবনকে উজ্জ্বল ও প্রফুল্লতার রঙে রাঙিয়ে তোলে আবার নিজেই সুন্দর জীবনকে দুর্বিষহ ও অতিষ্ঠ করে তোলে। যেমনিভাবে তরল কিছুর ওপর রঙ ঢেলে দিলে সেটি যেমন তেমনই রঙিন হয়ে ওঠে।

ইবনে আক্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ عَلَيْكَ ظَهُورُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، قَالَ: قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: ظَهُورٌ بَلْ هِيَ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ تُزِيرُهُ الْقُبُورَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَتَنَعَمْ إِذَا»

রাসুলুল্লাহ সঃ এক বেদুইনের কাছে প্রবেশ করলেন তার অসুস্থতা সম্পর্কে জানার জন্য। তখন তিনি বললেন, “তোমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। ইনশাআল্লাহ তুমি গুনাহ থেকে পবিত্রতা লাভ করবে।” বেদুইন বলল, “এটি গুনাহ থেকে পবিত্র করে দেবে? না; বরং এটি



এমন জ্বর, যা একজন বৃদ্ধকে সিদ্ধ করেছে; যেন তাকে কবরে নিয়ে ছাড়বে।" নবিজি ﷺ বললেন, "হ্যাঁ, তবে তা-ই।"<sup>১৪</sup>

অর্থাৎ বেদুইন লোকটির অসুস্থতা তার ব্যক্তিগত বিবেচনার ওপর নির্ভরশীল। চাইলে অসুস্থতাকে পাপ মোচনকারী হিসেবে মেনে নিয়ে সমুদ্র থাকতে পারে, আবার চাইলে এটিকে বিপদ ও ধ্বংসের কারণও মনে করতে পারে। তাই তো রাসুল ﷺ বলেন :

فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ

'যে ব্যক্তি (বিপদাপদে) সমুদ্র থাকে, তার জন্য সমুদ্রটি বিদ্যমান আর যে ব্যক্তি (বিপদাপদে) অসমুদ্র থাকে, তার জন্য অসমুদ্রটি বিদ্যমান।'<sup>১৫</sup>

ডেল কার্নেগি বলেন, 'যখন আমাদের মাথায় সুখকর চিন্তা আসে, তখন নিজেদের সুখী অনুভব করি। আর যখন খারাপ চিন্তা ঘুরতে থাকে, তখন অজান্তেই আমরা অশান্ত ও অসুখী হয়ে পড়ি। আবার যখন কোনো বিরক্তিকর বা অস্বস্তিকর চিন্তায় পড়ে যাই, তখন ভীত-সম্রস্ত হয়ে পড়ি। যখন অসুস্থতা ও রোগবলাই চেপে ধরে, তখন আমরা অসুস্থাবস্থাতেই দিনাতিপাত করি। এভাবেই আমাদের চিন্তা ও অবস্থার দ্বারা আমরা পরিবর্তিত হতে থাকি।'<sup>১৬</sup>

## ৬. তোমার যা আছে, তা উপভোগ করার পদ্ধতি জানার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে

হৃদয়ের গভীর থেকে, মন-মেজাজ এবং চিন্তা-চেতনা থেকে সুখ ও সৌভাগ্যের উৎপত্তি ঘটে। জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি তোমার মনোভাব, নানান ঘটনাপ্রবাহের মুখোমুখি হওয়ার পর সমাধানের পদ্ধতির মাঝে এবং জীবনের সকল পাওয়া না-পাওয়ার ভাগ্যের ওপর সমুদ্র থাকার মাঝে শান্তি রয়েছে। তোমার মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা ইত্যাদিই তোমার সুখ ও দুঃখের কারণ।

১৪. সহিহুল বুখারি : ৭৪৭০।

১৫. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৯৬।

১৬. জাদ্বিদ হায়াতাকা, শাইখ মুহাম্মাদ আল-গাজালি।



দুই ব্যক্তি বাগানে প্রবেশ করল। গাছের ডালে খুব সুন্দর একটি গোলাপ দেখতে পেয়ে তারা গোলাপটি পাড়তে গেল। একজন গোলাপটি পাড়তে গিয়ে হাতে কাঁটা বিধে গেল। অতঃপর সে বলল, 'ওহহহ! জীবনটা কত কঠিন! কত হতভাগা আমরা! এত সুন্দর একটি গোলাপ পাড়তে গেলাম, তাতেও কাঁটার আঘাত! একটু শান্তিও কি পাব না জীবনে?!' অথচ পাশের ব্যক্তি গোলাপটি পাড়তে গিয়ে একই পরিস্থিতির শিকার হয়ে বলল, 'সুবহানাল্লাহ, তিনি কত মহান! গোলাপটি কতই না সুন্দর ও চমৎকার! সুন্দর গোলাপটির মাঝে কাঁটা পর্যন্ত দিয়ে রেখেছেন তিনি। তাঁর সৃষ্টি কতই না কারুকার্যময়!' একই বিষয়। কিন্তু দুজনের দুরকম ভাবনা।

দুজন ব্যক্তির হাতে আধা গ্রাস করে পানি দেওয়া হলো। অতঃপর সুখী লোকটি বলল, 'আমার গ্রাস অর্ধেকটা পূর্ণ আছে।' আর হতভাগা ও বক্র মানসিকতার লোকটি বলল, 'আহ! আমার গ্রাস অর্ধেকটা খালি।' একটি বিষয়কে দুজন দুভাবে নিয়েছে। এভাবেই জীবনের প্রতিটি বিষয়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে।

জীবনের সবকিছুতেই দুটো দিক রয়েছে। একটি সুন্দর আরেকটি অসুন্দর। তাই দুনিয়ার সুন্দর দিকটাই গ্রহণ করো। খারাপ দিকটা এড়িয়ে চলো।

সুতরাং এ কথা বলা চলে যে, প্রকৃত সুখ-শান্তি হলো, তোমার যা আছে, তা উপভোগ করার শিল্পের মাঝে, সুন্দর দিক দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার মাঝে, অসুন্দর দিক দ্বারা নয় এবং জীবনের যেকোনো বিষয়ে সুন্দর দিকটি উন্মোচন করতে পারার মাঝে। কেবল কোনো কিছুর মালিক হওয়ার মাঝেই সুখ নেই; বরং তার সুন্দর ব্যবহারের মাঝে সুখ রয়েছে।

যদি জীবন থেকে দুর্ভাগ্য দূর হয়ে যায়, তাহলে বলো না, 'আমি হতভাগ্য নই।' বরং বলো, 'আমি সুখী।' এ কথা বলো না, 'আমার জীবনের অর্ধেকটা জুড়ে অশান্তি রয়েছে।' বরং এ কথা বলো, 'আমার জীবনের অর্ধেকটা জুড়ে সুখ আর শান্তি রয়েছে।' ১৭



## ৭. কাজের মধ্যে সৌভাগ্য রয়েছে; সম্পদের মধ্যে নয়

কাজে মনোনিবেশ করা সৌভাগ্যের অন্যতম মাধ্যম। ফলপ্রসূ আমল ব্যক্তিকে অবসরতার ভয়াল থাবা এবং ভ্রষ্টতার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে। যে লোক ইচ্ছাকৃতভাবে নিজ থেকে কাজকে ভালোবাসে, সে বাস্তবিকভাবেই সুখী হতে পারে। আর অনিচ্ছায় কাজ করলে কষ্ট ও বোঝা মনে হয়।

(অবসর থাকতে থাকতে) যারা মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে, অধিকাংশই কাজকে বোঝা ও কষ্টদায়ক মনে করার কারণে এমন হয়েছে। তাই অবসরতা শরীরের ওপর যেমন প্রভাব ফেলে, তেমনই মানসিকতার ওপরও অনেক খারাপ প্রভাব ফেলে। তবে মানসিকতায় প্রভাবের মাত্রাটাই বেশি হয়ে থাকে।

কর্মের দ্বারা মানুষের সুখ-শান্তি বৃদ্ধি পায়, যদি না কর্মকে কেবলই অর্থ উপার্জনের লক্ষ্যে পরিণত করে। কিন্তু যদি অর্থই তার লক্ষ্য হয়, তবে নিজেকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিল এবং সময়ের সাথে সাথে সম্পদের গোলামে পরিণত হলো! সুতরাং সম্পদের আধিক্য বা স্বল্পতার বিবেচনা করে সৌভাগ্য লাভ করা যায় না; বরং সম্পদ দ্বারা কী ধরনের কাজ করা হয়, তদনুযায়ী সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে থাকে।

সুখী হতে হলে সম্পদ থাকা জরুরি নয়; বরং সম্পদ জমা করার দ্বারা তুমি দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে যেতে পারো, এগুলো খরচ করতে কষ্ট সহ্য করতে হবে, রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধি করার চিন্তায় সংকীর্ণতায় পড়ে যাবে। সুতরাং সম্পদ জমা করতে হবে জীবন বাঁচানোর জন্য এবং জীবন বাঁচাতে হবে সুখ উপভোগ করার জন্য। অতএব, সম্পদের লালসায় জীবনের প্রকৃত স্বাদ হারিয়ে ফেলো না।

দার্শনিকদের গবেষণা অনুযায়ী দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ হচ্ছে অবসরতা। এর ব্যাধি থেকে উত্তরণের মাধ্যম হচ্ছে পরিশ্রম বা ব্যস্ততা। শুধু তা-ই নয়; বরং কঠিন পরিশ্রম করতে করতে যেন ক্লান্তি পেয়ে বসে। কেননা, সৌভাগ্য অর্জনের পূর্বশর্ত হচ্ছে ক্লান্তি।

## ৮. পেশার দাসে পরিণত হোয়ো না

ব্যক্তিগত পেশায় আত্মনিয়োগ করার মানোই কেবল সৌভাগ্য নিহিত রয়েছে— এমনটি যেন কেউ না ভাবে। সৌভাগ্য লাভের অন্য কিছু মাধ্যম রয়েছে। সেগুলো অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। নচেৎ তার দৃষ্টান্ত এমন অবিবাহিত ব্যক্তির মতো হবে, যে জীবনভর পেশার গোলামি করেছে, দোকানে বসে বসে ব্যবসা করা ছাড়া জীবনের আর কোনো অর্থই তার বুঝে আসেনি। প্রতিদিন সকালে দোকানে গমন করে, আর গভীর রাতে ঘরে ফিরেই বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। অতঃপর যখন নতুন করে সকাল আসে, দৈনন্দিনের মতো কোনো দিকে ভ্রক্ষেপ না করে সোজা দোকানের দিকে হাঁটা শুরু করে। এভাবেই জীবনের প্রতিটি দিন সে পার করতে থাকে। অবশেষে যখন (বেশ কিছু সম্পদ জমা করার পর) মৃত্যুর ডাক আসে, তখন প্রতিবেশী কেউ কবরের ওপর একটি স্মারক ফলক ঝুলিয়ে দেয়। যেখানে লেখা থাকে ‘জন্মেছিল মানুষ হয়ে... মারা গেল দোকানি হয়ে।’

এমন বহু মানুষ আছে। একেকজন একেক পেশার দাসত্ব বরণ করে মারা যায়। জন্মে মানুষ হয়ে, মারা যায় ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী ইত্যাদি পেশাদারিত্বের লকব নিয়ে। খুব কম মানুষই আছে, যারা পেশার দাসত্ব না করে মারা যায়।

## ৯. ভূমি কী করতে চাও, তা জানার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে

বিজ্ঞদের মতে, দুনিয়াতে ভূমি কী করতে চাও এবং দুনিয়া থেকে কী কী পেতে চাও, তা জেনে অর্জন করে নেওয়ার মধ্যে সুখ রয়েছে। কেননা, বহু মানুষ জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে উদাসীন। জীবনকে কী কাজে ব্যয় করতে চায়, নিজেও জানে না। এ ধরনের মানুষগুলোকে ছোট বাচ্চাদের সাথেই তুলনা করতে হয়। বাচ্চারা খেলনার দোকানে ঢুকার পর হরেক রকম খেলনা দেখে হঠাৎ একটা খেলনা হাতে নিয়ে নেয়। একটু পর হাতের খেলনার চেয়েও উজ্জ্বল ও সুন্দর আরেকটি খেলনা দেখতে পেয়ে হাতেরটি ফেলে সেটি ধরে। এভাবে একের পর এক খেলনা পালটাপালটি করতেই থাকে। অবশেষে কখনো খালি হাতেই



বের হতে হয় আবার কখনো খুবই নিম্নমানের কোনো খেলনা হাতে নিয়ে বের হতে হয়। এমনই বাচ্চাদের অবস্থা।

১৯২৮ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ইন্ডান্দার মাকারিউস বলেন, 'অস্থির ও উৎকর্ষ চিন্তের মানুষগুলোর মাঝে এমনই পরিলক্ষিত হয়। প্রবৃত্তির হাজারো চাহিদা এসে তাদের মাথায় ভিড় করে। খেয়ালিপনার তীব্র বাতাসে এবং ভোগবিলাসের গোপনগর্তে তাদের বুদ্ধি হারিয়ে যায়। কখনো এরা গাড়ির নেশায় প্রলুদ্ধ হয়। কখনো জুয়ার টেবিলে সময় কাটায়। মাঝে মাঝে কামনাবাসনা আর লালসা মেটাতে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে বেড়ায়। এ ধরনের মানুষগুলো রাত জেগে কামনাবাসনা পূরণ ও দিনের বেলায় ঘুমের প্রতি অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

এরা একেকবার একেক পেশা ধরে। আজ এই কাজ কাল ওই কাজ। এভাবেই পালটাপালটি করতে থাকে। অন্য নারীকে বিয়ে করার জন্য স্ত্রীকে তালাক দেয়, আবার কাউকে তালাক দেওয়ার জন্য বিয়ে করে। পুরোনো ভালোবাসা পেছনে ফেলে নতুন ভালোবাসা খোঁজে। তবুও তাদের আরও চাই... আরও চাই...! তাদের ধারণামতে প্রবৃত্তির চাহিদা মেটানোর মাঝে প্রকৃত স্বাদ এবং সুখ।

অথচ প্রবৃত্তির তাড়নায় বারবার পালটাপালটি খাওয়া এবং অমনোযোগীদের উদাসীনতার মাঝে শান্তি ও সৌভাগ্য নেই। এরা কোনো দিন তুষ্টও হতে পারে না, সুখীও হতে পারে না। কেননা, তারা নিজেরাই জানে না, নিজেরা কী চায়! কোনো কিছু চাইলেও তাতে স্থির থাকতে পারে না।

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, সর্বপ্রথম তোমাকে নির্ধারণ করতে হবে, তুমি কী চাও। অতঃপর যা চাও, তা গ্রহণ করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে এবং অন্তরে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, অবশ্যই আমি সুখী হব। তবেই তুমি সুখী হতে পারবে। অতএব, দুনিয়ার বিপদাপদকে কিছুতেই তোমার ওপর বিজয়ী হতে দেবে না। তবে কখনো বিপদে পড়ে গেলেও অশ্রুসাগরে ভাসা যাবে না। বরং বিপদ-প্রতিবন্ধকতার সাথে ময়দানে লড়াই করে যাও, যতক্ষণ না বিজয়ীবেশে ফিরে আসো।<sup>১৮</sup>



গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাস মানবসমাজ থেকে দূরে গিয়ে সুখী হতে চেয়েছিল। তার এমনও দিন কেটেছে যে, তাদের উৎসবের দিনেও সামান্য পনির দিয়ে দুই টুকরো শুকনো রুটি খেয়ে সময় পার করেছে। কথিত আছে, সে এ পথে তার লক্ষ্যে পৌছতে পেরেছে। সে সফল হলেও অন্যরা এ পথে সফল হবে বলে কোনো নিশ্চয়তা নেই।

কিছু মানুষের জীবনে সুখী হওয়ার জন্য বস্তুগত উপকরণের কোনো কমতি নেই। সম্পদ, সম্মান, সুস্থতা ইত্যাদি সবই আছে তাদের। তথাপি হৃদয়ে কোনো সুখ নেই। শান্তির পরশ তারা অনুভব করতে পারে না। তারাও দুর্দশার মধ্যে সময় পার করে। কারণ, এরা জানে না, কীভাবে জীবনকে সুন্দরভাবে যাপন করতে হয়। তা ছাড়া এরা সুখে জীবনযাপন করার জন্য কুরআনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে না।

## ১০. সুস্থতার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে

সুস্থতা সৌভাগ্যের অন্যতম অংশ। সম্পদ, সম্মান, দাপট, রাজত্ব কিছুতেই সুখ নেই, যদি সুস্থতা না থাকে। সবকিছুর পূর্বে পূর্ণ সুস্থতা থাকতে হবে। সবকিছু থেকেও যদি সব সময় অসুস্থতা ও বিপদের মোকাবিলা করে যেতে হয়, তবে এসবের মাঝে সুখ কীসের?!

কথিত আছে, জনৈক দরবেশ হজের উদ্দেশ্যে বাইতুল্লাহর পথে রওয়ানা করল। পথিমধ্যে তার জুতো ক্ষয় হয়ে যায়। তাই মরুপথে হাঁটতে হাঁটতে প্রচণ্ড উত্তাপে তার পাদুটো আগারপ্রায়। অবশেষে বাকি পথ মনের মধ্যে এই দুঃখ লালন করেই অতিক্রম করল যে, মরুর উত্তপ্ত বালি থেকে বাঁচতে বাহনে আরোহণ করার মতো সম্পদও নেই আমার কাছে! অতঃপর ভাবতে ভাবতে যখন মক্কায় গিয়ে পৌছল, তখন এক জায়গায় এক অসুস্থ ভিক্ষুককে দেখে চমকে গেল। তার দুটো পা নেই। এই অবস্থা দেখে সে কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইল এবং বুঝতে পারল যে, সে জুতো ছাড়া পা-বিহীন ওই অসুস্থ ব্যক্তির চেয়ে অনেক সুখে আছে। অথচ কিছু মানুষ পরিপূর্ণ সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও তাদের অভিযোগ আর অসম্বস্তির শেষ নেই। এদের এত এত অনুযোগ দেখে অসুস্থ এবং দরিদ্ররা পর্যন্ত বিস্মিত হয়।



পরিপূর্ণ সুস্থতা ও পর্যাপ্ত সম্পদ কখনো সৌভাগ্যের মূল উপাদান নয়। বরং এগুলো সৌভাগ্যের দুটি শর্ত। অন্যভাবে বললে, এই দুটি সৌভাগ্য নিশ্চিত করে না এবং কেউ সৌভাগ্য অর্জন করতে হলে এই দুটির মুখাপেক্ষীও নয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মুমিনের চূড়ান্ত আশা হচ্ছে দুনিয়াতে সুস্থতার সাথে জীবনযাপন এবং পরকালে ক্ষমা লাভ।

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

إِلَيْكَ انْتَهَتْ الْأُمَانِي، يَا صَاحِبَ الْعَافِيَةِ

‘হে সুস্থতার মালিক, আপনার নিকটই আমার আশা শেষ হয়।’<sup>১৯</sup>

তিনি আরও বলেন :

اسْأَلُوا اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْظَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ

‘তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও সুস্থতা কামনা করো। কেননা, দৃঢ় বিশ্বাসের পর তোমাদের কাউকে সুস্থতার চেয়ে বেশি উত্তম আর কিছুই দেওয়া হয়নি।’<sup>২০</sup>

আলি বিন আবু তালিব ﷺ বলেছেন, ‘কঠিন বিপদে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য দুআ করা যতখানি প্রয়োজন, তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন এমন সুস্থ ব্যক্তির জন্য যে যেকোনো সময় বিপদে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।’

## ১১. নিজেকে ঠিক করো, সুখময় জীবনযাপন করতে পারবে

মার্কিন পরিসংখ্যান সংস্থা গ্যালাপের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী আমেরিকার ৫০% মানুষ বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ হওয়ার পর আর একটিও

ওয়াশিংটন বুশ পত্রিকায় প্রকাশ করেছে, ১৯৯৬ সালে জাতিসংঘের লাইব্রেরির সংখ্যা উনিশ শতাব্দীর সংখ্যার চেয়ে বেশি ছিল না। আমেরিকার সরকারি

১৯. আল-মুজাম্মুল আওসাত : ৬৬৯৪।

২০. সুনানুত তিরমিজি : ৩৫৫৮।



ফুলগুলোর নিম্নমানের পড়ালেখার প্রতি ইঙ্গিত করে পত্রিকাটি বারবার অভিযোগ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভর্তি হওয়া ছাত্রদের প্রায় অর্ধেক বিশ্ব মানচিত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নাম চিহ্নিত করতে পারে না। অন্যান্য রাষ্ট্রের কথা বাদই দিলাম।<sup>২১</sup>

এই যদি হয় বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবস্থা, তাহলে আমাদের আরব যুবকদের পড়াশুনার ও বই থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ব্যাপারে আর কী বলার আছে! যে জাতির গুরুটাই ছিল (أُفْرَا) অর্থাৎ 'পড়ো' দিয়ে, সে জাতি আজ খুব সামান্যই পড়ালেখা করে!

মনোযোগবিহীন এবং চিন্তা-গবেষণা না করে কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে যাওয়াই অল্প লোকদের জন্য যথেষ্ট। যা থেকে যৎসামান্যই অনুধাবন করা যায়।

পক্ষান্তরে জ্ঞানী লোক বইয়ের পর বই শেষ করে ফেলে। বিবেক দিয়ে চিন্তা করে আর অধ্যয়ন করে। প্রতিটি পৃষ্ঠার ভাঁজে ভাঁজে জ্ঞান অন্বেষণ করে, বিবেকের খোরাক তাল্লাশ করে, যুগযুগ ধরে মানুষের রেখে যাওয়া জ্ঞান থেকে কিছু আহরণ করার চেষ্টা করে। তারপর অর্জিত সকল জ্ঞানকে নিজের জ্ঞানের ঝুলিতে পুরে নেয়। অতঃপর যখন সে কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করে অথবা কোনো কিছুকে বিচার করার চেষ্টা করে, তখন নিজের জ্ঞান ও অতীত-বর্তমানের হাজারো মানুষের জ্ঞান থেকে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা তাকায় এবং বিচার করে।

প্রকৃত শিক্ষিত সে, যার অনুভূতি, বিবেক ও অন্তর সবই শিক্ষার আলোয় আলোকিত। যার মাঝে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমন্বয় রয়েছে। এই জগতে কেউ সুখী থাকলে এ ধরনের লোকেরাই আছে। আহারে-অনাহারে, পেয়ে না-পেয়ে, বস্ত্রাবৃত ও বস্ত্রহীন অবস্থায় সর্বাবস্থায় সুখী। বিবেকের আলোকরশ্মি, অন্তরের উষ্ণতা ও দৃষ্টির প্রসারতা এদেরকে জীবনভর সুখী করে রাখে।<sup>২২</sup>

তাই তো জগতের কিছু মানুষ কিতাবের ভাঁজে ভাঁজে, বইয়ের পাতায় পাতায়, কলম আর কালির রেখায় রেখায় সুখ ও সৌভাগ্য খুঁজে পায়। বহু আলিম, লেখক, গবেষক ও সাহিত্যিক আছেন, যারা বইয়ের প্রতিটি পাতায় পাতায় গবেষণা ছাড়া, প্রতিটি গ্রন্থের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা মুক্তামালার সন্ধান পাওয়া

২১. কিমিয়াউস সাআদাহ, উসতাজ্জ হুসাইন আহমাদ আমিন। নভেম্বর, ১৯৯৮ ইস্যু।

২২. আসাক্কাত নাফসাকা তায়িশ সায়িদান, ড. আহমাদ জাকি। আল-হিলাল, ১৯৫৪ ইস্যু।



ছাড়া এবং প্রকৃতি ও গবেষণাগারে মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচন করা ছাড়া প্রশাস্তি অনুভব করে না।

## ১২. সৌভাগ্য অর্জনের জন্য কি বস্তুগত উপাদান অর্জন করা আবশ্যিক?

এ কথা সত্য যে, সৌভাগ্য অর্জন করতে হলে বস্তুগত উপাদানগুলোর অনেক বেশি গুরুত্ব রয়েছে। রাসুল ﷺ বলেছেন :

«أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ،  
وَالْمَرْكَبُ الْهَيَّيْءُ، وَأَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ: الْجَارُ السُّوءُ، وَالْمَرْأَةُ السُّوءُ،  
وَالْمَسْكَنُ الضَّيِّقُ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ»

চারটি বিষয় সৌভাগ্যের : সতী নারী, প্রশস্ত বাসস্থান, ভালো প্রতিবেশী ও আরামদায়ক বাহন। পক্ষান্তরে চারটি বিষয় দুর্ভাগ্যের : খারাপ প্রতিবেশী, খারাপ মহিলা, সংকীর্ণ বাসস্থান ও খারাপ বাহন।<sup>২৩</sup>

তাই সুখী হতে হলে মানুষের জন্য বস্তুগত অসুবিধা থেকে মুক্ত হওয়াই যথেষ্ট। যেগুলো হৃদয়কে সংকীর্ণ করে ফেলে। যেমন : খারাপ মহিলা, খারাপ বাসস্থান ও খারাপ বাহন। শুধু তা-ই নয়; বরং কোনো ধরনের কষ্ট ও বাধা ছাড়া সহজেই খাদ্য আহরণ করতে পারাও সুখী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। রাসুল ﷺ অত্যন্ত চমৎকার বলেছেন। তিনি বলেন :

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتٌ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا  
جِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ঘরে অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে সকালে উপনীত হয় এবং তার নিকট একদিনের খাবার আছে, তবে তার জন্য যেন গোটা দুনিয়াটাই একত্র করা হলো।'<sup>২৪</sup>

২৩. সহিহ ইবন হিব্বান : ৪০৩২।

২৪. সুনানুত তিরমিযি : ২৩৪৬।

## ১৩. অল্পের মাঝে সুখ ও সৌভাগ্য রয়েছে

প্রসিদ্ধ ইসলামি ডাক্তার সাবিত বিন কুররা সুখী হওয়ার উপায় নিয়ে চিন্তা করেছেন। অতঃপর তিনি অতি সংক্ষেপে খুবই চমৎকার উপস্থাপনায় তাঁর চিন্তা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, 'দেহের শান্তি অল্প খাবারের মধ্যে। নফসের প্রশান্তি অল্প গুনাহের মধ্যে। অন্তরের প্রশান্তি অল্প আত্মহের মধ্যে। জ্বানের প্রশান্তি অল্প কথা বলার মাঝে।'

ফজ্রিয়াতুশ শাইখ আহমাদ আশ-শারাবাসি رحمته বলেন, বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ লোকটি সত্যই বলেছেন, 'নিশ্চয়ই দেহের প্রশান্তি অল্প খাবারের মধ্যে।' কারণ, শরীর হচ্ছে একটি যন্ত্রের মতো। খাবার যার জ্বালানির মতো। আর জ্বালানি অবশ্যই নির্দিষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করতে হয়। যদি পরিমাণ বেশি হয়ে যায়, তাহলে তা আগুনের চেয়েও মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। অতঃপর অধিক জ্বালানি পেয়ে যখন শরীর তার চাহিদা পূরণ করার জন্য লাগামহীন ছুটেতে থাকে, তখনই ব্যক্তির জন্য তা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাকে মানুষের কাতার থেকে বের করে পত্ততে পরিণত করে। প্রায় সময় তো তাকে ধ্বংসই করে দেয়।

বুদ্ধিমান তারা, যারা বেঁচে থাকার জন্য আহ্বার করে। আর নির্বোধ তারা, যারা আহ্বারের জন্য বেঁচে থাকে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

'তোমরা খাও এবং পান করো; কিন্তু অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না।'<sup>২৫</sup>

কথিত আছে, আমরা এমন জাতি, ক্ষুধার্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত খাই না। আর খাওয়া শুরু করলে তৃপ্ত হই না।

'নফসের প্রশান্তি অল্প গুনাহের মধ্যে।' কারণ, নফস খারাপ কাজের নির্দেশ দেবেই। যখন সে নিয়ন্ত্রণহারা হয়ে যায় এবং শিকলমুক্ত হয়ে যায়, তখন শয়তানের সাথে লাগামহীন ছুটেতে থাকে। ফলে শয়তান নফসকে অপহরণ

২৫. সূরা আল-আরাক, ৭ : ৩১।





করে, নষ্ট করে ফেলে এবং পুরো নফসজুড়ে পাপে ছেয়ে যায়, ধোঁকাখন্ত হয়, জুলুম করে, অপচয় করে।

তাই তো মানুষের সবচেয়ে বড় দুশমন হচ্ছে নফস। যদি নফস প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দেয়, তাহলে ব্যক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। আর যদি প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া না দিয়ে প্রবৃত্তি ও ব্যক্তির মাঝে আড়াল হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সে সঠিক পথের ওপর অটল থাকতে পারে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে কারিমে ইরশাদ করেন :

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا - فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا - قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا - وَقَدْ  
حَابَّ مَنْ دَسَّاهَا

‘শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সে-ই সফলকাম হয়। এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।’<sup>২৬</sup>

‘অন্তরের প্রশান্তি অল্প আত্মহের মধ্যে।’ অর্থাৎ অল্প দুশ্চিন্তা, সামান্য ভয় এবং কম দুঃখ করার মধ্যে। কেননা, দুর্বল ও ভীত হৃদয় সর্বদা ব্যক্তির জন্য অস্থিরতা, উৎকণ্ঠা ও অক্ষমতার দুয়ার খুলে দেয়। ফলে সে সব সময় দুশ্চিন্তায় পড়ে থাকে, অতীতের জন্য পরিতাপ করতে থাকে, বর্তমান নিয়ে সংকীর্ণতা অনুভব করে এবং প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে মানুষের মধ্য থেকে একটি শ্রেণি তার শত্রুতে পরিণত হয়। ফলে তাদের সাথে কথা বলতে হাজার বার হিসাব করে: যা অর্জন করতে সক্ষম নয়, তা প্রত্যাশা করে এবং তার স্বপ্নগুলো কল্পনার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে দৃঢ় হৃদয়ের মানুষগুলো আল্লাহর সিদ্ধান্তকে মেনে নেয় এবং রাসুলের হাদিস অনুযায়ী আমল করে। তিনি ইরশাদ করেন :

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

‘মুমিনের বিষয়টাই আশ্চর্যজনক! তার প্রতিটি বিষয়ই কল্যাণকর। এটা মুমিন ব্যতীত আর কারও জন্য নয়। তার সুখ এলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে; ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আবার বিপদের সম্মুখীন হলে সে ধৈর্যধারণ করে; ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।’<sup>২৭</sup>

এটি এমন এক নিয়ামত, যা কেবল আল্লাহর প্রতি সমুদ্র হৃদয়ের অধিকারীরাই অর্জন করতে পারে। তাই তো রাসূল ﷺ বেশি বেশি এই দু’আটি পাঠ করতেন :

اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

‘হে আল্লাহ, হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর অটল রাখুন।’<sup>২৮</sup>

যদি অন্তর সঠিক আকিদার ওপর অটল থাকে, আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরে এবং আল্লাহর কাছে আশ্রিত হয়, তবেই সে সত্য পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত হনো।

ইসলাম মুসলিমদেরকে আত্মার নিরাপত্তা, অন্তরের প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতার সবক দেয়। আল্লাহ তাআলা মুমিনের সিফাত বর্ণনায় বলেন :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

‘যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।’<sup>২৯</sup>

২৭. সহিহ মুসলিম : ২৯৯৯।

২৮. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৬৮৩, মুসনাদু আহমাদ : ২৬৬৭৯, সুনানুত তিরমিযি : ৩৫২২।

২৯. সূরা আর-রাদ, ১৩ : ২৮।



দুশ্চিন্তা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

‘আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।’<sup>৩০</sup>

যারা সঠিক পথের ওপর অটল রয়েছে, তাদের প্রশংসায় আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا  
وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ - نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا  
تَدْعُونَ - نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ

‘নিশ্চয় যারা বলে, “আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ”, অতঃপর তাতেই  
অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে,  
“তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত  
জান্নাতের সুসংবাদ শোনো। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের  
বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য আছে, যা তোমাদের মন চায় এবং  
সেখানে তোমাদের জন্য আছে, যা তোমরা দাবি করো। এটা  
ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন।”<sup>৩১</sup>

‘জবানের প্রশান্তি অল্প কথার মধ্যে।’ কারণ, যারা বেশি কথা বলে, তারা স্থলিত  
হয়। জবান যখন নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কথা বলতে থাকে, তখন ব্যক্তির জন্য  
যেকোনো বিপদ ডেকে আনে। তাই তো রাসূল ﷺ বলেছেন, (أَمْسِكْ عَلَيْكَ  
لِسَانَكَ) ‘তোমার জবানকে নিয়ন্ত্রণ করো।’<sup>৩২</sup>

ইবনে আক্বাস রহিম الله عليه নিজে জিহ্বা ধরে জিহ্বাকে লক্ষ্য করে বলতেন, ‘তোমার  
জন্য আফসোস! ভালো কথা বলো, তাহলে পুরস্কার পাবে। খারাপ কথা

৩০. সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৩৯।

৩১. সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩০-৩২।

৩২. আল-মুজাম্মুল কবির লিখিত তাবারানি : ৭৪১, আবুল ইমান : ৭৮৪।

থেকে বিরত থাকো, তাহলে নিরাপদ থাকবে। নচেৎ মনে রেখো, অবশ্যই নজ্জিত হবে।'

জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তিকে বলা হলো, 'মানুষ কখন শক্তিশালী হয়?' উত্তরে তিনি বললেন, 'জবান বিবেচনাহীন অপরিণামদর্শী কোনো কথা বলতে গেলে যদি সে খুব কঠোরভাবে শক্তি দিয়ে জবানকে বিরত রাখতে পারে, তাহলে সে শক্তিশালী।'

শাইখ আহমাদ আশ-শারাবাসি বলেন, 'দ্বীনের মাপকাঠিতে এটাই সুখী হওয়ার পদ্ধতি। সুতরাং যদি শরীর খাবার অপচয় থেকে বিরত থাকে, নফস পাপ থেকে মুক্ত থাকে, অন্তর যদি দুশ্চিন্তা না করে এবং জবান যদি অযথা কথা বলা ছেড়ে দেয়, তবেই যেকোনো মানুষ সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে এবং সুখী জীবনযাপন করতে সক্ষম হবে।'<sup>৩৩</sup>

## ১৪. মধ্যপন্থার মাঝে সুখ ও সৌভাগ্য রয়েছে

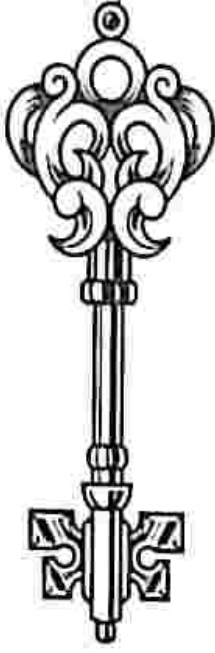
যে ব্যক্তি বিবেকের চক্ষু দিয়ে তাকিয়ে নিজের জন্য মধ্যপন্থা বেছে নেয়, সে-ই প্রকৃত সুখী। যেকোনো কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলে তাতে সুখ আসে।

আহারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করার ফলে রোগমুক্ত থাকা যায়। অযথা কাজ থেকে বিরত থাকার দ্বারা আত্মার প্রশান্তি এবং দেহের উদ্যম তৈরি হয়। সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলে ব্যয়ের ক্ষেত্রে কল্যাণকর বিভিন্ন দিকের সন্ধান পাওয়া যায়। অধ্যয়নে মধ্যপন্থা অবলম্বন করার দ্বারা অন্তরে প্রফুল্লতা আসে এবং ক্রান্তি দূর হয়। দ্বীন ও দুনিয়ার যাবতীয় সকল বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলে উভয় জগতেই সৌভাগ্য অর্জন করা যায়।'<sup>৩৪</sup>

৩৩. হাদীস: ৬ষ্ঠ সংখ্যা, শাইখ আহমাদ আশ-শারাবাসি।

৩৪. হাদীস: ৬ষ্ঠ সংখ্যা, শাইখ মুহাম্মদ আল-গালায়িনি।





দ্বিতীয় অধ্যায়

## ইমান সৌভাগ্যের উৎপত্তিস্থল

ধনৈশ্বর্য, ক্ষমতা-প্রতিপত্তি, অধিক সম্মানসম্পত্তি, নানান রকমের সুবিধা ও বহুগত বিদ্যার মাঝে সৌভাগ্য নয়। সুখ বা সৌভাগ্য কখনো চোখে দেখা যায় না। বরং এটি অনুভবের বিষয়। ওজনে মাপা যায় না। জমা করে কোথাও গচ্ছিতও রাখা যায় না। কাড়ি কাড়ি ডলার আর রিয়াল দিয়ে ক্রয় করাও যায় না।

সৌভাগ্য তো এমন এক অদৃশ্য বস্তু, যা মানুষ বিভিন্নভাবে অনুভব করে। যেমন : নফসের স্বচ্ছতায়, হৃদয়ের প্রশান্তিতে এবং সত্যের জন্য বন্ধ উন্মোচিত হওয়ার মাঝে।

সৌভাগ্য এমন একটি বিষয়, যা মানুষের ভেতর থেকে উৎপন্ন হয়। বাইর থেকে আমদানি করা যায় না। এটি মানুষের অন্তরাত্মায় মজবুতভাবে প্রোথিত একটি গাছের মতো। আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস তার জন্য পানি, খাদ্য ও আলো-বাতাস হয়ে শক্তি জোগায়।<sup>৩৫</sup>

মিশরীয় সাহিত্যিক মুস্তফা লুতফি আল-মানফুলুতি رحمته বলেন, 'দুনিয়াতে সুখী হওয়ার জন্য একটি স্বচ্ছ হৃদয়, প্রশান্ত আত্মা ও সুষ্ঠু অন্তরই যথেষ্ট।'

৩৫. আল-ইমানু ওয়াল হায়াত, ড. ইউসুফ কারজাবি।

কবি বলেন :

ولست أرى السعادة جمع مال \*\*\*\* ولكن التقي هو السعيد

‘আমি তো সম্পদ জমা করার মাঝে সৌভাগ্য দেখি না। বরং সৌভাগ্যবান তো সে, যে তাকওয়া অবলম্বন করে চলে।’

বর্ণিত আছে, এক স্বামী স্ত্রীকে রাগান্বিত হয়ে ধমকের সুরে বলল, ‘আমি অবশ্যই তোমাকে দুর্দশায় ও কষ্টে নিপতিত করব।’


এ কথা শুনে স্ত্রী প্রশান্তচিত্তে বলল, ‘যেমনভাবে তুমি আমাকে সুখী করতে পারবে না, তেমনই কষ্টেও ফেলতে পারবে না।’

স্বামী রাগান্বিত হয়ে বলল, ‘কেন পারব না?!’

স্ত্রী আশ্বাসের সাথে বলল, ‘যদি সৌভাগ্য মাসিক বেতনের মতো হতো, তাহলে তুমি আমার থেকে ছিনিয়ে নিতে। যদি কোনো সাজ-শোভা বা অলংকার হতো, তাহলে আমাকে তা থেকে বঞ্চিত করতে। কিন্তু তা এমন এক জায়গায় আছে, যেখানে হস্তক্ষেপ করার তোমার এবং কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়!’

স্বামী বেইশ হয়ে বলল, ‘সেটি আবার কী?’

স্ত্রী দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলল, ‘আমি সৌভাগ্য খুঁজে পাই আমার ইমানের মধ্যে, আমার ইমান আমার অন্তরে, আর আমার রব ছাড়া আমার অন্তরে ক্ষমতা বিস্তার করার সাধ্য কারও নেই!’

উমর বিন খাত্তাব  সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি আল্লাহর কাছে বৃদ্ধা মহিলাদের মতো ইমান প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি আলিমদের ইমানের মতো ইমান প্রার্থনা করেননি। কেননা, বৃদ্ধা মহিলাদের ইমান অনেক গভীর ও প্রশান্তচিত্তের হয়ে থাকে। যেখানে ধারণা ও সন্দেহ-সংশয় প্রবেশ করার কোনো সুযোগ নেই। এই ইমান সহজ-সরল ও অকৃত্রিম। তাদের কাছে আল্লাহর প্রতি ইমান বলতে—আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা এবং সকল কিছুর পরিচালক। যাকে তিনি ভালোবাসেন, তাকে কল্যাণের নিয়ামত দান করেন। যারা তাঁকে বিশ্বাস



করে না, তাদের থেকে প্রতিশোধ নেন। হয়তো তাৎক্ষণিক নয়তো কিছুটা বিলম্ব সহকারে।

যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে না, তাদেরও আশ্রয়স্থল আছে, নির্ভর করার মতো ভিত্তি আছে, বিপদে সাহায্য করার মতো সাহায্যকারীও আছে; কিন্তু সেসব এমন ঘরের ন্যায়, যার কোনো খুঁটি বা স্তম্ভ নেই।

তাই আমার দেখামতে জগতে সবচেয়ে বেশি হতভাগা সে, যে সবচেয়ে বেশি অবিশ্বাসী! এরা অটল সম্পদের মালিক হতে পারে, তাদের অফুরন্ত রিজিকের ব্যবস্থা থাকতে পারে; কিন্তু যখন তারা কোনো বিপদ-মুসিবতের সম্মুখীন হয়, সাথে সাথে ভয় পেয়ে বসে। কেননা, শূন্যতার ভয় মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে মুমিনরা সুখে-দুঃখে আল্লাহর প্রশংসা আদায় করে। যতই বিপদের সম্মুখীন হোক, প্রতিকূলতার ঝড়-ঝাপটা যতই তাদের আঘাত করুক, ততই তারা আল্লাহর মজবুত স্তম্ভকে আঁকড়ে ধরে এবং তাঁর সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রিত হয়। যদি দুনিয়ার কোনো কল্যাণ তাদের থেকে ছুটে যায়, তাহলে পরকালে পাওয়ার আশা রাখে। আজকের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি যদি তাদের সাহায্য না করে, তাহলে আগামী দিন আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্যের আশা করে।

জীবনের নানা অলিগলিতে চলার অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস সৌভাগ্যের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও সুমিষ্ট উৎসসমূহের মধ্যে অন্যতম। ড. আহমাদ আমিনও এমনই বলেছেন। দ্বীন অন্তরে প্রশান্তি, প্রবোধ ও শক্তি সঞ্চার করে। যদি দ্বীন না থাকত, তাহলে সুখ বা সৌভাগ্য বলে কিছু থাকত না। জীবনেরও কোনো মূল্য থাকত না।

বরং আমাদের পূর্বপুরুষরা ইমানের দিক থেকে আমাদের চেয়েও বেশি শক্তিশালী ও সৌভাগ্যবান ছিলেন। পক্ষান্তরে আজকের যুবকরা সন্দেহ-সংশয়ের কারণে ইমানের দিক থেকে তাদের চেয়েও অনেক দুর্বল ও হতভাগ্য।

চাইলে দুই ধরনের পরিবারের মাঝে তুলনা করে দেখতে পারো। একটি পরিবার দ্বীনের ওপর জীবনের ভিত স্থাপন করেছে এবং দ্বীনকে আঁকড়ে ধরেছে। আরেকটি পরিবার জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্বীনকে অবহেলা করেছে

এবং সেদিকে কোনো ভ্রক্ষেপই করে না। আচ্ছা বলো তো, দুই পরিবারের মধ্যে কোন পরিবারটি তোমার কাছে সুখী মনে হয়?!

ড. আহমাদ আমিনের সাথে সুর মিলিয়ে আমি বিশ্বাস করি, একটি পরিবার অনুখী হওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, এমন ছেলে-মেয়েরা, যারা নিজেদের যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহর বিধানের তোয়াক্কা করে না। বরং নিজেদের খেয়াল-খুশি ও প্রবৃত্তিকেই প্রাধান্য দেয়। তাদের চাহিদা, ইচ্ছা, আগ্রহ কিছুতেই দ্বীনি রূপরেখা থাকে না। সুতরাং কোনো পরিবারে যদি দ্বীন প্রকাশ পায়, সেখানে সুখেরও দেখা মিলে। বিশেষ করে যদি সেটি হয় সম্পূর্ণ বিদআত, খেয়ালিপনা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত।<sup>৩৬</sup>

ড. কামিল ইয়াকুব বলেন, 'আমি আমার জীবনে যেই বাস্তবতা অনুভব করেছি, তা হলো, যাদের ইমানি শক্তি সবচেয়ে বেশি এবং দ্বীনের সাথে সম্পর্ক অতি গভীর, তারাই সবচেয়ে বেশি প্রশান্ত আত্মার অধিকারী হয়।'

ইমান মানুষের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। জীবনের বিশাল দিগন্ত যখন ঝড়ঝাপটার শিকার হয় এবং আঁধারে ছেয়ে যায়, তখন মানুষ সেখানেই আশ্রয় নেয়। ইমানহীন মানুষ জীবনের প্রশস্ত পথে বিভ্রান্ত, বিপথগামী ও দিশেহারা পথিক ছাড়া কিছুই নয়। যার জীবনে কোনো লক্ষ্য নেই, নেই কোনো স্থায়িত্ব ও প্রশান্তি।

জৈনৈক উদীয়মান ডাক্তার তার উসতাজের সাথে এক মেডিকেল কলেজে রোগীদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। উসতাজ ছিলেন আয়ারল্যান্ডের বাসিন্দা। চিকিৎসাবিদ্যায় তার জ্ঞান ছিল ব্যাপক এবং বয়সেও ছিলেন বড়। হাঁটতে হাঁটতে এক রোগীর সামনে এল। তার রোগ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। তখন উদীয়মান ডাক্তার রোগীর ভর্তিফরমে লিখেছে, 'সে এখন সুস্থ। চাইলে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র নিতে পারে।' উসতাজ পুরো বিষয়টি লক্ষ্য করছিলেন। ছাত্রের চেহারায় কিছুটা অহংকারবোধ দেখতে পেয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হে বৎস, "সে এখন সুস্থ" কথাটি কেটে দাও; বরং এখানে "সে এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো আছে" কথাটি লিখো। কারণ,

৩৬. মাজলিসুল হিলাল; জানুয়ারি, ১৯৫৪ ইস্যায়।



আমরা তো সুস্থ করার মালিক নই। অহংকারের জন্য আমাদের এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তারা আমাদের চিকিৎসায় কিছুটা ভালো হয়। বহুত সুস্থতা দেওয়ার মালিক তো আল্লাহ তাআলাই।’

এ কথার সাথে ড. কামিল ইয়াকুব কিছুটা যুক্ত করে বলেন, ‘এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের ইমান অবশ্যই আত্মার প্রশান্তি এবং বাস্তবিক সৌভাগ্যের আলামত।’<sup>৩৭</sup>

## ১. আত্মার প্রশান্তির মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে

নিঃসন্দেহে আত্মার প্রশান্তি সুখী হওয়ার প্রথম উৎস। জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সবচেয়ে বেশি অস্থিরতা, উৎকর্ষ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তারা, যারা ইমান ও বিশ্বাসের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত।

এই প্রশান্তি আল্লাহর দেওয়া রহমত ও নুর। যেখানে মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হলে আশ্রয় নেয়, উদ্বেগ-উৎকর্ষার সময় প্রশান্তি পায়, দুঃখ-দুর্দশার সময় সাহুনা নেয়, ক্লান্ত ব্যক্তি আরামবোধ করে, দুর্বলরা শক্তি গ্রহণ করে এবং দিশেহারা পথভ্রষ্ট মানুষেরা পথের দিশা পায়।

ন্যায়সংগত দৃষ্টির অধিকারীরা জানে, আত্মার প্রশান্তি অর্জনের জন্য সর্বাধিক বিপুল, নিরাপদ, উপযোগী ও সঠিক পন্থা হচ্ছে নিম্নলিখিত ঐশী পথ। ধ্বংসাত্মক সন্দেহ, ভীতিকর দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ-উৎকর্ষা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এই পথে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَاسْتَنْبِكَ بِالَّذِي أُوجِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

‘অতএব, আপনার প্রতি যে ওহি নাজিল করা হয়, তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করুন। নিঃসন্দেহে আপনি সরল পথে রয়েছেন।’<sup>৩৮</sup>

৩৭. ড. কামিল ইয়াকুব। আল-হিলাল; জানুয়ারি, ১৯৫৪ ইসাযি।

৩৮. সূরা আজ-জুখরুফ, ৪৩ : ৪৩।

মানুষ বিশ্বাস করে, আমি স্পষ্ট সত্যের ওপর রয়েছে, সিরাতের মুসতাকিমের ওপর অটল রয়েছে। কেবল এই বিশ্বাস দ্বারা আল্লাহর ওহিকে অস্বীকারকারীদের ওপর বিজয়ী হওয়া যাবে না।

ইয়াকিন তথা বিশ্বাসের স্তরে পৌঁছার একমাত্র ও একক পথ হচ্ছে ওহি। ওহি ছাড়া কখনো ইয়াকিন অর্জিত হয় না। ইয়াকিন ছাড়া শান্তি আসে না এবং শান্তি অর্জন করা ছাড়া সৌভাগ্য অর্জিত হয় না।

জৈনৈক সালাফ বলেছেন, 'আমি বাস্তবে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছি!' অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'এটা কীভাবে সম্ভব? আপনি দুনিয়াতেই আছেন, তো দেখেছেন কীভাবে?!' তিনি বললেন, 'মূলত রাসূল ﷺ জান্নাত-জাহান্নাম সরাসরি দেখেছেন। আর আমি তাঁর চোখ দ্বারাই দেখেছি। আমার দৃষ্টি তো সীমালঙ্ঘন করতে পারে বা বিভ্রাট হওয়ার সুযোগ আছে; কিন্তু রাসূল ﷺ-এর দৃষ্টি তো কখনো সীমালঙ্ঘনও করেনি, বিভ্রাটও হয়নি।'

এমন সন্তোষজনক ইমান দ্বারা মুমিন ব্যক্তি বড় অস্তিত্বের রহস্য অনুধাবন করতে পারে। যখন সে নিজের সূচনা ও সমাপ্তি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারে, তখনই অন্তর থেকে সকল সন্দেহ-সংশয়ের গিট খুলে যায়। জীবন থেকে নানা প্রশ্ন দূর হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে বেইমানদের চিন্তাজগৎকে দুনিয়ার বহু চিন্তা ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়ে যায়, অসংখ্য লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তাদের মাথায় সব সময় ভিড় করে। নিজেকে এবং সমাজকে সমুদ্রের চেষ্টায় ঘুরপাক খেতে থাকে! কিন্তু মুমিন ব্যক্তি এ ধরনের ঝামেলা থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত। নানা ধরনের লক্ষ্য নিয়ে চিন্তা না করে একটি লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই চেষ্টা করে যায় তারা। তা হলো আল্লাহর সমুদ্র। আল্লাহর সমুদ্র অর্জন করতে গিয়ে মানুষের সমুদ্র কিংবা অসমুদ্রের প্রতি ভ্রক্ষেপ করার সময় তাদের নেই।

মুমিনদের চিন্তা একটাই। তা হলো আল্লাহর সমুদ্র অর্জনের সঠিক পথ খুঁজে বের করা। (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) বলে প্রত্যেক নামাজে মুমিন আল্লাহর

৩৯. 'আমাদেরকে সরল পথ দেখান।' (সূরা আল-ফাতিহা, ১ : ৬)





কাছে সেই দুআই করে যাচ্ছে। সঠিক পথ একটাই। যাতে কোনো বক্রতার  
স্থান নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ  
سَبِيلِهِ

‘তোমাদের এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।  
নিশ্চিত এটি আমার সরল পথ। অতএব এ পথে চলো এবং অন্যান্য  
পথে চলো না। তা হলে সেসব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে  
বিচ্ছিন্ন করে দেবে।’<sup>৪০</sup>

মুমিনের কাছে সুদৃঢ়, সঠিক ও সৃষ্টিগত মাপকাঠি একটাই। তা হলো প্রকৃত  
শান্তি হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর আনুগত্যের মাঝে। তাঁর নিষেধকৃত  
বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকার মধ্যে। মুমিন বিশ্বাস করে, এতেই রয়েছে  
দুনিয়া-আখিরাতের এমনকি গোটা মানবজাতির কল্যাণ।

মুমিনের হৃদয়ের চেয়ে প্রশস্ত হৃদয় আর কারও নেই। যেই মহান সত্তা দৃশ্য ও  
অদৃশ্যের সবকিছুকে প্রশস্ত করেছেন, তিনি মুমিনের হৃদয়কে প্রশস্ত করেছেন।  
আল্লাহর অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণকারী এবং অবিশ্বাসীর হৃদয়ের চেয়ে সংকীর্ণ  
আর কোনো হৃদয় নেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى - وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ  
مَعِيشَةً ضَنْكًا

‘তখন যে আমার বর্ণিত পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং  
কষ্টে পতিত হবে না। আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে,  
তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে।’<sup>৪১</sup>

সুতরাং আল্লাহর হিদায়াত থেকে বিমুখ মানুষগুলোকে যখন দেখবে, দুনিয়ার  
বস্তুগত ভোগবিলাসে ডুবে আছে, তখন তাদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে বেমানুম

৪০. সূরা আল-আনআম, ৬ : ১৫৩।

৪১. সূরা তাহা, ২০ : ১২৩-১২৪।

হয়ে ধোঁকায় পড়ো না। কেননা, তাদের অন্তরের মধ্যে সংকীর্ণতা ঘাপটি মেরে বসে আছে। আর অন্তর সংকীর্ণ হয়ে গেলে জীবনও সংকীর্ণ হয়ে যায়। অন্তর প্রশস্ত হলে জীবনও প্রশস্ত হয়।

বিপদ ও কষ্টের সময়ে, প্রতিকূলতার কঠিন মুহূর্তে যখন মুমিনরা রবের কাছে আশ্রয় চায় আর দুআ করতে থাকে, তখন মনের মধ্যে কীরূপ প্রশান্তি অনুভব করে! বিপদকালে রাসুল ﷺ যেভাবে দুআ করতেন, মুমিনরাও সেভাবেই দুআ করে। রাসুল ﷺ এই দুআ পড়তেন :

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

‘হে আল্লাহ, আপনি আসমানমণ্ডলীর রব, জমিনের রব, মহান আরশের রব। আমাদের পালনকর্তা এবং সবকিছুর পালনকর্তা। আপনি শস্য ও বীজের সৃষ্টিকর্তা; আপনি তাওরাত, ইনজিল ও কুরআন অবতরণকারী। আমি আপনার নিকট সকল বিষয়ের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই, আপনিই যার নিয়ন্ত্রক। হে আল্লাহ, আপনিই আদি, আপনার আগে আর কিছুই নেই; আপনিই অন্ত, আপনার পরে আর কিছুই নেই; আপনিই প্রকাশ্য, আপনার থেকে প্রকাশ্য আর কিছুই নেই; আপনিই অপ্রকাশ্য, আপনার চেয়ে গোপন আর কিছুই নেই। আমাদের ঋণকে আদায় করে দিন এবং অভাব থেকে আমাদের সচ্ছলতা দান করুন।’<sup>৪২</sup>

মহানবি মুহাম্মাদ ﷺ যেদিন রক্তাক্ত কদমে, তায়িফবাসীর আচরণে ব্যথিত ও ক্ষতবিক্ষত হৃদয় নিয়ে তায়িফ থেকে ফিরে এলেন, সেদিন কী এমন প্রশান্তি



তাঁর হৃদয়ে ঢেলে দেওয়া হয়েছে? ! হ্যাঁ, তিনি হাতদুটো আকাশের দিকে তুলে ধরেছিলেন। এমন কিছু আবেগাপ্ত কথামালা দ্বারা আল্লাহকে আহ্বান করছিলেন, যেগুলো আসমানের দুয়ারে কড়া নাড়ছিল। তাই তাঁর হৃদয় প্রশান্ত ও স্থির ছিল। তিনি বলেছেন :

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي، وَقِلَّةَ حِيلَتِي، وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ، أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، إِلَى مَنْ تَكِلْنِي، إِلَى عَذْوٍ يَتَجَهَّنِّي أَوْ إِلَى قَرِيبٍ مَلَكَتْهُ أُمْرِي، إِنْ لَمْ تَكُنْ غَضَبَانَ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، غَيْرَ أَنْ غَافِيَتَكَ أَوْسَعُ لِي، أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَنْ تُنْزِلَ بِي غَضَبَكَ أَوْ تُجِلَّ عَلَيَّ سَخَطَكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

‘হে আল্লাহ, আপনারই নিকট আমি নিজের দুর্বলতা, কৌশল অবলম্বনে অক্ষমতা ও লোকসমাজে অবহেলিত হওয়ার অভিযোগ পেশ করছি। ইয়া আরহামার রাহিমিন, আপনিই সর্বশেষ দয়ালু। আপনি আমাকে কার নিকট সোপর্দ করছেন? এমন শত্রুর নিকট—যে আমার প্রতি ক্রকুটি করে, নাকি এমন কাছের কারও নিকট—যাকে আপনি আমার ওপর আধিপত্য করার শক্তি দিয়েছেন! যদি আপনি আমার ওপর অসম্ভব না হয়ে থাকেন, তাহলে আমি কারও পরোয়া করি না। তবে যদি আপনার পক্ষ থেকে আমি নিরাপত্তা লাভ করি, তাহলে তা হবে আমার জন্য অধিকতর আনন্দদায়ক। আমি আপনার চেহারার নূর—যার কারণে সকল অন্ধকার আলোকিত হয়েছে এবং যার দ্বারা দুনিয়া-আখিরাতের সকল কার্য সমাধা হয়—সেই নূরের অসিলায় আপনার নিকট পানাহ চাচ্ছি, যেন আপনি আমার ওপর কোনো গজব পতিত না করেন কিংবা আপনি আমার ওপর আপনার ক্রোধ প্রয়োগ না করেন। আপনাকে সম্ভটি করা জরুরি, যতক্ষণ না আপনি সম্ভ হন। আপনার তাওফিক ব্যতীত না কেউ গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে, আর না নেক কাজে শক্তি অর্জন করতে পারে।’<sup>৪০</sup>

দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ও অস্থিরতার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, অতীত নিয়ে আফসোস করা, বর্তমানের প্রতি অসম্মত থাকা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত থাকা। এগুলো মানুষের মন থেকে শান্তি ও সুখ হরণ করার জন্য সবচেয়ে কার্যকর ও প্রধান মাধ্যম। কিছু কিছু মানুষ আছে, কখনো কয়েক মাস বা বছর ধরে বিপদে পড়ে থাকলে দুঃখ-কষ্টগুলোকে বা পুরোনো স্মৃতিগুলোকে বারবার স্মরণ করে আর বলে, 'হ্যাঁ, যদি এমনটা না করতাম! যদি অমুক কাজটা এভাবে করতাম!'

তাই মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ও মোটিভেশনাল স্পিকারদের পরামর্শ হলো, গতকালের কষ্টগুলো ভুলে যেতে হবে, আজকের বাস্তবতা নিয়ে চিন্তা করতে হবে। কারণ, অতিবাহিত সময়গুলো কিছুতেই ফিরে আসবে না।

আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এই বিষয়টি অত্যন্ত চমৎকারভাবে ছাত্রদের সামনে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের মধ্যে কতজন কাঠ কাটার চেষ্টা করেছ?' এ কথা বলায় অনেক ছাত্রই হাত তুলেছে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের মধ্যে কতজন কাঠের গুঁড়া কাটার চেষ্টা করেছ? উত্তরে কেউ আর হাত তুলল না। এবার প্রফেসর বললেন, 'স্বভাবতই কারও পক্ষে কাঠের গুঁড়া কাটা সম্ভব নয়। সেগুলো এমনিতেই করাত দ্বারা কর্তিত থাকে। অতীতের সাথে বর্তমানের সম্পর্ক এমনই। তাই যখন অতীতের কোনো ঘটনা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করবে, তখন মনে রেখো, তোমরা কাঠের গুঁড়াকে কাটার চেষ্টা করছ।

ডেল কার্নেগি তার 'দুশ্চিন্তা ছাড়া' নামক বইয়ে বিভিন্নজনের মতামত উল্লেখ করার পাশাপাশি এই কথাটি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি এটাই পেয়েছি যে, যেমনিভাবে চূর্ণ করা আটা-ময়দা চূর্ণ করলে এবং কাঠের গুঁড়িকে নতুন করে কর্তন করার দ্বারা কোনো লাভ হয় না। তেমনই অতীত নিয়ে দুশ্চিন্তা করার দ্বারা কোনো উপকারই হবে না। তবে দুশ্চিন্তা তোমাকে যা কিছু দেবে, তা হলো ভাঁজ পড়ে যাওয়া একটি চেহারা এবং খাওয়া-দাওয়ার প্রতি অনীহা।<sup>৪৪</sup>



মুমিনের জীবনে অনেকগুলো কারণে দুশ্চিন্তা স্থান পায় না। প্রধান কারণ হলো, আল্লাহর ওপর মুমিনের ভরসা ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে দেয় না। আল্লাহ তাআলা যতটুকু বণ্টন করে রেখেছেন এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য যা ফয়সালা করেছেন, তাতে মুমিন পুরোপুরি সন্তুষ্ট। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই ন্যায়বিচারক। এ জন্যই সৌভাগ্য, সুখ ও শান্তি হরণকারী দুশ্চিন্তা প্রবেশের কোনো সুযোগ নেই মুমিনের হৃদয়ে।

আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তাঁর প্রতি ভালোবাসা লালন করা এবং তাঁর যেকোনো সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট থাকা ইত্যাদি থেকেই মুমিনের সৌভাগ্যের উৎপত্তি হয়। এটি এমন এক ভালোবাসা, যা চোখে দেখার সাথে বা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং কেবল অন্তরেই অনুভব করা যায়। যার শুরু আছে—নেই কোনো শেষ।

আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা লালন করা এবং আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসার দ্বারা মুমিনের হৃদয়ে যেই সৌভাগ্যের সৃষ্টি হয়, তা খুব গভীরে প্রোথিত হয়। যার পরে আর কোনো গভীরতা থাকতে পারে না। সত্যবাদী মুমিনরা এই ভালোবাসা ও সৌভাগ্যের স্বাদ আনন্দন করতে পারে। এর বিনিময় হয় না।

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بَيْنَهُ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ

যার মাঝে তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে, সে ইমানের স্বাদ অনুভব করবে :  
 এক. আল্লাহ ও তাঁর রাসুল অন্য সবকিছু থেকে তার কাছে প্রিয় হওয়া।  
 দুই. কাউকে কেবল আল্লাহর জন্য ভালোবাসা। তিন. কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে সে এমনভাবে ঘৃণা করে, যেমনটা ঘৃণা করে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে।<sup>৪৫</sup>

উসতাজ নাশআত আল-মিশারি (النبي باسم) বইয়ে বলেন :

মুস্তাকিদেব ব্যাপারে যে কথাটি বহুল প্রচারিত তা হলো, (অনেকেই বলে থাকে) অমুকের চেহারায়া কেনন যেন নুর চমকনাচ্ছে। এই নুর আল্লাহর প্রতি সম্বন্ধিত অনুভূতির ও চেহারার ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকা মুচকি হাসির ফলাফল। যেসব দৃষ্টিয়া দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকা মানুষগুলোকে সত্য পথ থেকে দূরে রেখেছে, মুমিনরা সেসবের ঊর্ধ্বে। সেগুলো মুমিনদের আগাত করতে পারে না। আল্লাহর প্রতি অগাধ আস্থা ও বিশ্বাসের দ্বারা তারা যেকোনো সমস্যার মোকাবিলা করে। নিজের প্রতি বা অন্যের প্রতি জ্বলন করে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয় না। তাই তো মুমিনরা সব সময় নিজের প্রতি এবং অন্যদের প্রতি সম্বদ্ধ থাকে। আল্লাহর সম্বদ্ধি এবং তাঁর নৈকট্য লাভের প্রতি খুবই আগ্রহী থাকে।<sup>৪৬</sup>

## ২. সম্বদ্ধির মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে

সবরের চেয়েও সম্বদ্ধির স্তর ওপরে। কেবল তারা এই স্তরে উন্নীত হতে পারে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা পরিপূর্ণ ইমান ও সুন্দর ধৈর্যশক্তি দান করেছেন। দেখবে, যারা সর্বদা সম্বদ্ধ থাকে, তারা সব সময় খুশি থাকে এবং রোগব্যাদি, দারিদ্র্য বা বিপদে যেই অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তাতে সম্বদ্ধ থাকে। কারণ তারা পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করে, যা কিছুই ঘটুক না কেন, তা কেবলই আল্লাহর ইচ্ছায়। এই বিশ্বাসের ফলে তারা যেকোনো কিছুকে নিজেদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত বলে মেনে নেয়।

এ জন্যই রাসূল ﷺ সর্বদা এই দুআ করতেন : (أَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ) : 'আপনার কাছে আপনার ফয়সালার প্রতি সম্বদ্ধ থাকার নিয়ামত কামনা করছি।'<sup>৪৭</sup>

জাইনুল আবিদিন বলেছেন, 'আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি সম্বদ্ধ থাকা বিশ্বাসের সর্বোচ্চ স্তর।'

৪৬. আন-নাবিইয়ু বাসিমান, উসতাজ নাশআত আল-মিশারি।

৪৭. আল-আদাব লিল নাইহাকি : ৭৬৯।





وَلَا أَحَدَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِالْبَلَاءِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِالْعَطَاءِ

‘তোমাদের কেউ পুরস্কার পেয়ে যতটুকু সমুদ্র হয়, তাদের কেউ বিপদে পড়েও তার চেয়ে বেশি খুশি থাকে।’<sup>৪৮</sup>

ইতিহাসে বর্ণিত আছে, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাঃ-এর দৃষ্টিশক্তি ছিল না। তিনি ছিলেন মুসতাজাবুদ দাওয়া। অর্থাৎ দুআ করার সাথে সাথেই আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআ কবুল করতেন। মানুষজন তাঁর কাছে এসে দুআ করার ফরিয়াদ জানাত। অতঃপর তিনি তাদের জন্য দুআ করলে আল্লাহ তাআলা তা কবুল করতেন। একদা তাঁকে এক ব্যক্তি বলল, ‘হে চাচা, আপনি তো মানুষের জন্য দুআ করেন। সুতরাং যদি আপনার জন্য দুআ করতেন, তাহলে তো আল্লাহ তাআলা আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতেন!’ এ কথা শুনে তিনি বলেন, ‘হে বৎস, আমার দৃষ্টিশক্তির চেয়েও আমার ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্ত অধিক চমৎকার ও সুন্দর।’

‘একদা সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাঃ রাসুল সঃ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, “কারা সবচেয়ে বেশি বিপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়?” রাসুল সঃ বললেন :

الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ، فَلَا أَمْثَلُ، فَيَبْتَلِي الرَّجُلَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ رَفِيقَ الدِّينِ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ صُلْبَ الدِّينِ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ، قَالَ: فَمَا تَزَالُ الْبَلَايَا بِالرَّجُلِ حَتَّى يَمُوتَ فِي الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

“নবিগণ; তারপর যারা নেককার তারা, এরপর যারা নেককার তারা। মানুষকে তার দ্বীনদারির অনুপাতে পরীক্ষা করা হয়। যদি কেউ তার দ্বীনের ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে থাকে, তাহলে তাকে সে মোতাবিক পরীক্ষা করা হয়; আর যদি কেউ বেশি ধার্মিক হয়, তাহলে তার পরীক্ষাও সে অনুপাতে কঠিন হয়ে থাকে। বস্তুত বান্দার ওপর বিপদাপদ লেগেই

থাকে, অবশেষে সে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, সে জমিনে চলাফেরা করে; অথচ তার কোনো গুনাহই বাকি থাকে না।”<sup>৪৯</sup>

জনৈক বুজুর্গ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। দৃষ্টিশক্তিও চলে যায়। ব্যথার তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে, ওষুধেও কাজ হচ্ছিল না। এ সময় তারই এক ছাত্র আগমন করল। ছাত্র এসে দেখল, তিনি কান্না করছেন। তাই সে তাকে সাহুনা দিতে লাগল এবং ধৈর্য ধরতে বলছিল। ছাত্রের কথা শুনে বুজুর্গ বললেন, ‘আমি তো ব্যথার আঘাতে কান্না করছি না; বরং আমি এই খুশিতে কান্না করছি যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে পরীক্ষা করার যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করেছেন!’

রাসুল ﷺ বলেন :

مَنْ التَّمَسَّ رِضَاءَ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَّاهُ اللَّهُ مُؤَنَّةَ النَّاسِ، وَمَنْ التَّمَسَّ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَّهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্ভৃষ্টি কামনা করে—তা মানুষের অসম্ভৃষ্টি হলেও—মানুষের দুঃখ-কষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তাআলাই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি মানুষের সম্ভৃষ্টি কামনা করে—আল্লাহকে অসম্ভৃষ্টি করে হলেও—আল্লাহ তাআলা তাকে মানুষের দায়িত্বে ছেড়ে দেন।’<sup>৫০</sup>

অসম্ভৃষ্টি ও অভিযোগকারীরা কখনো সুখ ও আনন্দের স্বাদ আশ্বাদন করতে পারে না। তাদের পুরো জীবনজুড়ে ঘন কালো অন্ধকারের ছড়াছড়ি। ক্রুদ্ধ ও অসম্ভৃষ্টি ব্যক্তি সর্বদা বিষণ্ণতা, অবসাদ, সংকীর্ণতা ও দুঃখ-কষ্টের মাঝে ডুবে থাকে। নিজের প্রতি ও আশেপাশের মানুষের প্রতি সংকীর্ণতা অনুভব করে।

আর প্রকৃত মুমিনরা সব সময় নিজের প্রতি এবং মহান প্রতিপালকের প্রতি সম্ভৃষ্টি থাকে। সে বিশ্বাস করে, নিজেই নিজের দায়িত্ব নেওয়ার চেয়ে আল্লাহ তাআলা তাকে যেভাবে পরিচালনা করেন, সেটাই সর্বোত্তম এবং বাবা-মায়ের

৪৯. মুসনাদু আহমাদ : ১৪৯৪, সুনানুত তিরমিজি : ২৩৯৮।

৫০. সুনানুত তিরমিজি : ২৪১৪।



চেয়েও তার প্রতি আল্লাহ তাআলার রহমত অনেক বেশি। তিনি বলেন, (بَيْدِكَ) 'আপনারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল।'৫১

অসম্ভব ব্যক্তির সৃষ্টির স্বাদ আনন্দ থেকে বঞ্চিতই থেকে যায়। বরং তারা যে আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত নিয়ামতের মাঝে ডুবে আছে, সেই অনুভূতিই তাদের থাকে না। খুব সহজেই নিয়ামতগুলো পেয়ে যায় তারা। তাই নিয়ামত পেতে পেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তবুও সব সময় এ কথাই বলে, আমার এই এই জিনিস নেই, আমি এটা এটা করতে চাই। কিন্তু কখনো এটা বলে না, আমার এই এই জিনিস আছে!

পক্ষান্তরে মুমিন ব্যক্তি চতুর্পার্শ্বের সবকিছুর মাঝে আল্লাহর নিয়ামত খুঁজে পায়। আসমান-জমিনের প্রতিটি অণুর মাঝে রব্বের কারিমের অনুগ্রহ দেখতে পায়। প্রতিটি মুহূর্তে মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।

### ৩. পরিতৃষ্টি ও আল্লাহভীরুতার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে

মানুষের স্বভাবের সাথে দুনিয়া ও আসবাবের প্রেম জড়িয়ে আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

رُزِقَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

‘মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তানসন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি ও খেত-খামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্যবস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।’৫২

৫১. সূরা আলি ইমরান, ৩ : ২৬।

৫২. সূরা আলি ইমরান, ৩ : ১৪।

দুনিয়া কিছু মানুষের বিবেক বুদ্ধি চুষে খেয়ে ফেলেছে। ফলে তারা দুনিয়া অর্জনের লালসায় সর্বদা তৎপর। তাদের আগ্রহের সবটুকু শক্তি শুধু দুনিয়ারই জন্য। যেমনটি রাসূল ﷺ বলেছেন :

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَا يَبْتَغِي ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا  
الْتُّرَابُ، وَيَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

যদি আদম-সন্তানের সম্পদের দুটি উপত্যকা থাকে, তাহলে সে তৃতীয় আরেকটি কামনা করতে থাকবে। বস্তুত মাটি ছাড়া আদম-সন্তানের পেট কখনোই পরিপূর্ণ হবে না। আর যে তাওবা করবে, আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবুল করবেন।<sup>৫৩</sup>

আবার কিছু মানুষ দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টির জন্যই আমল করে। আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জীবনে যতখানি রিজিক দান করেছেন, ততটুকুই ভোগ করে এবং এতেই সন্তুষ্ট থাকে। একজন মুমিনের জীবন এমনই হওয়া উচিত। এটাই পরিতৃষ্টি ও প্রশংসনীয় জীবন।

কিছু মানুষ দুনিয়ার ভোগবিলাস ও চাকচিক্য পেয়েও এগুলোকে সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী মনে করে। তাই দুনিয়া থেকে কেবল ততটুকুই গ্রহণ করে, যা না হলে নয় এবং হালাল পন্থায় ততটুকু উপার্জন করে, যতটুকু জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট।

আর কিছু মানুষ আল্লাহভীরুতার এমন উচ্চ স্তরে উন্নীত হয়, যেখানে খুব কম মানুষই পৌঁছতে পারে। এটি হচ্ছে সর্বোচ্চ স্তর।

জনৈক আলিম তার স্ত্রীর হাতে বুনন করা জামা পরিধান করত। একদিন স্ত্রীর হাতে বানানো নতুন জামা পরিধান করল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর শরীরে খুব চুলকানি অনুভব করল। তাই জামা খুলে ফেলার জন্য স্ত্রীকে খুব পীড়াপীড়ি করল। অতঃপর জিজ্ঞাসা করল, 'এই জামাটি কীভাবে বানালে?' জবাবে স্ত্রী



বলল, 'এই জামার কিছু অংশ আমি সড়কের আলো দিয়ে বুনন করেছি।' এ কথা শুনে আলিম জামাটি সদাকা করে দিল।

এক মহিলা ইমাম আহমাদ বিন হাম্মল ৷-এর কাছে এসে জানতে চাইল, 'আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে মশাল নিয়ে রাতে টহল দেওয়া হয়। আমাদের বাড়ির সামনে দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়েও থাকে। তাই আমার জন্য তাদের আলো দ্বারা কাপড় বুনন করা ঠিক হবে কি?' ইমাম আহমাদ বললেন, 'কে তুমি?' মহিলা বলল, 'আমি বিশর আল-হাফির বোন।' ইমাম আহমাদ বললেন, 'তোমাদের বাড়ি থেকে তাকওয়া উঠে গেছে। এ কাজ কিছুতেই তোমার জন্য বৈধ হবে না।'

ইমাম আবু হানিফা ৷ বাগদাদের এক ব্যক্তির কাছে কিছু ঋণের অর্থ পাওনা ছিলেন। তাই তিনি কয়েকজন ছাত্রকে সাথে নিয়ে দ্বিপ্রহরে তার কাছে গেলেন। প্রচণ্ড গরম ছিল। আবু হানিফা ৷ ঋণগ্রহীতার দরজায় করাঘাত করে দরজা থেকে খানিক দূরে এসে দাঁড়ালেন। কারণ, দরজার সামনে গরমের উত্তাপ থেকে বাঁচার জন্য ওপরে ছাদ ছিল। এই অবস্থা দেখে এক ছাত্র জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কেন ছাদের ছায়া ছেড়ে রোদের মধ্যে এসে দাঁড়ালাম?' উত্তরে তিনি বললেন, 'এই ছাদের মালিক আমার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে; তাই তার ছাদের নিচে দাঁড়ানো ঋণ দিয়ে ফায়দা গ্রহণের সমতুল্য। এটি সুদের সাথে সাদৃশ্য রাখে!'

জনৈক ধনী ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন। তিনি তাসবিহ-পাঠে ব্যস্ত ছিলেন। এ সময় এক ভিক্ষুক তার কাছে এসে কিছু অর্থ চাইল। কিন্তু তিনি তাসবিহ-পাঠে মনোযোগী থাকায় ভিক্ষুকের প্রতি লক্ষ্য করেননি। কিছুক্ষণ পর তার মনে হলো, কেউ একজন তার কাছে কিছু চেয়েছিল। সাথে সাথে তার খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। অতঃপর দেখলেন, লোকটি বসে বসে রুটির টুকরো খাচ্ছে। অতঃপর ভিক্ষুকের কাছে ক্ষমা চেয়ে তাকে অর্থ দিতে চাইলে সে নিচ্ছিল না। সে বলল, 'এখন আমার প্রতিপালক আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে দিয়েছেন। আবার প্রয়োজন হলে তোমার কাছে চাইব।'

একদা কাবা-চত্বরে খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিক সালিম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমর <sup>রাঃ</sup>কে বললেন, 'আমার কাছে তোমার প্রয়োজনীয় জিনিস চাও।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমি তাঁর ঘরের পাশে বসে তিনি ছাড়া অন্য কারও কাছে চাইতে লজ্জাবোধ করি।' অতঃপর মসজিদে হারাম থেকে বের হওয়ার পর আবার বললেন, 'এখন তো বাইতুল্লাহ থেকে বেরিয়েছ, এবার চাও।' তিনি বললেন, 'দুনিয়ার প্রয়োজন চাইব নাকি আখিরাতের?' খলিফা বললেন, 'দুনিয়ার প্রয়োজনের কথা বলো।' এ কথা শুনে সালিম বললেন, 'যে সেগুলোর মালিক, কেবল তার কাছেই চাইব; কিন্তু যে এগুলোর মালিকই নয়, তার কাছে কীভাবে চাইব!'<sup>৫৪</sup>

হাতিম আল-আসাম্ম তার সন্তানদের বলল, 'আমি হজ করতে চাই।' সন্তানরা কান্না করতে করতে বলল, 'তাহলে আমাদের কার কাছে রেখে যাচ্ছেন?' তাদের এই অবস্থা দেখে বড় মেয়ে বলল, 'বাবাকে যেতে দাও। তিনি তো রিজিকদাতা নন।' অতঃপর হাতিম হজের সফরে বেরিয়ে পড়ল। ঘরে খাওয়ার কিছুই ছিল না। সকলেই ক্ষুধার জ্বালা নিয়ে রাত্রিয়াপন করছিল আর বড় মেয়েকে ভর্ৎসনা করছিল। তাই বড় মেয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করল, 'হে আল্লাহ, তাদের কাছে আমাকে অপমানিত করবেন না।'

সেদিন তাদের বাড়ির পাশ দিয়ে দেশের গভর্নর যাচ্ছিলেন। বাড়িতে ঢুকে পানি পান করতে চাইলেন। হাতিমের সন্তানরা একটি নতুন জগে করে তাকে ঠান্ডা পানি পান করালো। গভর্নর পান করে বললেন, 'এটা কার বাড়ি?' তারা বলল, 'এটা হাতিম আল-আসাম্মের বাড়ি।' অতঃপর তিনি বাড়ির দিকে একটি স্বর্ণের মালা ছুড়ে মারলেন এবং সঙ্গীদের বললেন, 'তোমাদের যারা আমাকে ভালোবাসে, তারা যেন আমার মতোই এই কাজটি করে।' এ কথা শুনে সকলেই স্বর্ণের মালা ছুড়তে শুরু করল। পরিস্থিতি দেখে বড় মেয়ে কান্না করতে করতে বেরিয়ে আসলো ঘর থেকে। তার মা বলল, 'তুমি কেন কান্না করছ? আল্লাহ তো আমাদের প্রশস্ততা দান করছেন।' উত্তরে মেয়ে বলল, 'একজন মাখলুক আমাদের প্রতি সুদৃষ্টি দেওয়ায় আমরা ধনী হয়ে গেছি। যদি খালিক আমাদের দিকে তাকাতেন, তাহলে কী অবস্থাই না হতো আমাদের?'

৫৪. মিন কুন্জিল ইসলাম, ড. মুহাম্মাদ ফায়িজ আল-মাত্ত।



ইমাম তাবারি   তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, উমর বিন আব্দুল আজিজ   খিলাফতের দায়িত্বে থাকাকালে এক ব্যক্তিকে আট দিরহাম দিয়ে একটি পোশাক কিনতে পাঠালেন। লোকটি পোশাক কিনে উমর বিন আব্দুল আজিজের নিকট নিয়ে এলো। তিনি পোশাকের ওপর হাত রেখে বললেন, 'কত সুন্দর ও নরম পোশাক এটি!' এ কথা শুনে লোকটি মুচকি হাসল। উমর বিন আব্দুল আজিজ   তাকে হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আমার হাসির কারণ হলো, আপনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার আগে একদিন আমাকে রেশম ও পশমের তৈরি এক ধরনের বিশেষ কাপড় ক্রয় করতে বলেছেন। অতঃপর আমি এক হাজার দিরহাম দিয়ে সেটি ক্রয় করে এনেছি। তখন আপনি কাপড়টির ওপর হাত রেখে বলেছেন, "এটি অনেক শক্ত!" অথচ আজ আপনি মাত্র আট দিরহাম দ্বারা কাপড় ক্রয় করছেন!' লোকটির কথা শুনে উমর বিন আব্দুল আজিজ বললেন, 'আমি মনে করি, যে লোক এক হাজার দিরহাম দিয়ে কাপড় ক্রয় করে, সে আল্লাহকে ভয় করতে পারে না। শোনো...! আমার একটি উচ্চকাক্তক্ষী হৃদয় আছে। যখন আমি কোনো অবস্থান অর্জন করি, তখন তার চেয়ে উন্নত অবস্থানের আশা করতে থাকি। একসময় আমি ইমারতের দায়িত্ব পেয়েছিলাম। তারপর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম। আবার খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার পর আমার হৃদয় সবচেয়ে বড় স্থানটি অর্জন করতে উদগ্রীব হয়ে আছে। তা হলো জান্নাত!'

কিছু মানুষ আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত কল্যাণের চেয়েও অল্পে তুষ্ট থাকতে চায়। কারণ, তারা অন্যদের জন্য কল্যাণের একটি অংশ রেখে যেতে চায়; যাতে তাদের মতো অন্যরাও কল্যাণ পায়।

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস   তাঁর ছেলেকে বলেছেন, 'হে বৎস, ধনাঢ্যতা চাইলে পরিতুষ্টি সহকারে চাও। কেননা, যদি আল্লাহ তাআলা তোমাকে পরিতুষ্টি না দেন, তাহলে কোনো সম্পদই তোমাকে ধনী করতে পারবে না।'

রাসুল   কতই না চমৎকার বলেছেন! তিনি ইরশাদ করেন :

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتٌ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا  
جِزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ঘরে অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে সকালে উপনীত হয় এবং তার নিকট একদিনের খাবার আছে, তবে তার জন্য যেন গোটা দুনিয়াটাই একত্র করা হলো।'<sup>১৭৭</sup>

সুতরাং যাদেরকে আল্লাহ তাআলা নিয়ামত দেন এবং নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার তাওফিক দেন, তারা কতই না সৌভাগ্যবান!

সুখী সে নয়, যে যা চায় তা-ই পায়। বরং সবচেয়ে বেশি সুখী সে, যে তার কাছে যা আছে, তাতে সন্তুষ্ট থাকে।

মানুষ (الْفَنَاءَةُ) তথা 'পরিতুষ্টি' কথাটির সাথে জুলুম করেছে। ড. ইউসুফ কারজাবি (مشكلة الفقر وكيف عالجه الإسلام) নামক গ্রন্থে এমনটিই বলেছেন। তারা (الْفَنَاءَةُ) দ্বারা না পাওয়া ও লাঞ্ছনার জীবনের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং সবকিছুতে সর্বোচ্চ অবস্থান অর্জনের প্রতি দুর্বল মানসিকতাকে বোঝায়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অধিকার বঞ্চিত হওয়া ও দারিদ্র্যের জাঁতাকলে পড়ে থাকাকে তারা (الْفَنَاءَةُ) মনে করে! এ সবই স্পষ্ট ভুল ধারণা। মানুষের মাঝে স্বভাবতই দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ ও লোভ-লালসা থাকে। দীন মানুষকে ধনাঢ্যতা অর্জনের পথে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে শেখায় এবং এমন সব বাড়াবাড়ি ও সীমানলঙ্ঘন থেকে বিরত রাখে, যেগুলো দেহ ও মন দুটোর জন্যই ক্ষতিকর।

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الظَّلَبِ، فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوِي  
رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الظَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ، وَدَعُوا  
مَا حَرَّمَ

'হে লোকসকল, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করো। কেননা, কোনো ব্যক্তিই তার জন্য নির্ধারিত রিজিক পূর্ণরূপে না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না; যদিও তার রিজিক প্রাপ্তিতে কিছু বিলম্ব হয়। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয়



করো এবং উত্তম পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ করো। যা হালাল, তা-ই গ্রহণ করো এবং যা হারাম, তা বর্জন করো।<sup>৫৬</sup>

(الْفَنَاءَة)-এর একটি অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা মানুষকে যা কিছু দান করেছেন এবং যেগুলো পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, তাতে সন্তুষ্ট থাকা। সুতরাং যা কিছু অর্জন করা সহজ ও সম্ভব নয়, তা পাওয়ার আশা নিয়ে যেন কেউ সময় না কাটায়। এমন কিছু যেন আশা না করে, যা অন্যকে দেওয়া হয়েছে; অথচ তাকে দেওয়া হয়নি। এমন আশা করা সেই বৃদ্ধের মতো, যে বুড়ো বয়সে যৌবনের শক্তি পেতে চায় এবং সেই ছোট যুবকের মতো, যে লম্বা মানুষকে দেখে নিজে খাটো হওয়ার কারণে আফসোস করে!

সালিহিনদের কেউ একজন বলেছিলেন, 'হে আদম-সন্তান, যতদিন আল্লাহর ধনভান্ডার থাকবে, ততদিন রিজিকের সংকীর্ণতার চিন্তা করো না। আর আল্লাহর ভান্ডার তো কখনো ফুরাবে না। আল্লাহ ছাড়া কারও কাছে আশ্রয় গ্রহণ করো না। যদি তিনি ছাড়া অন্য কারও কাছে আশ্রয় গ্রহণ করো, তাহলে পুরো কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলে। আল্লাহ তোমার ভাগে যা কিছু বন্টন করে রেখেছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকো। তাহলে দেহ-মনে শান্তি পাবে। আল্লাহর কাছে আগামী দিনের রিজিক চেয়ো না—যেমনিভাবে তিনি তোমার কাছে আগামী দিনের আমল কামনা করেন না। কেননা, তিনি তো ভুলে যান না, কে তাঁর অবাধ্যতা করেছে। সুতরাং যে তাঁর আনুগত্য করেছে, তার কথা কীভাবে ভুলবেন?! তা ছাড়া তিনি তো সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।'

## ৪. নেক আমলের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে

যাদের অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে এবং তারা নেক আমল করে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে উত্তম জীবনযাপনের ওয়াদা দিয়েছেন। আর পরকালে আমলের চমৎকার প্রতিদান দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

‘যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ইমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরস্কার দেবো, যা তারা করত।’<sup>৫৭</sup>

উক্ত আয়াতে আল্লাহ কর্তৃক ঘোষিত (حَيَاةً طَيِّبَةً)-এর মধ্যে জীবনের সব ধরনের শান্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইবনে আক্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, (حَيَاةً طَيِّبَةً) দ্বারা উত্তম ও হালাল রিজিককে বোঝানো হয়েছে।

আলি রাঃ (حَيَاةً طَيِّبَةً)-এর দ্বারা (الْفَنَاءَةُ) বা পরিতুষ্টি বুঝিয়েছেন।

ইবনে আক্বাস রাঃ-এর মতে, এটি হলো (السَّعَادَةُ) বা সৌভাগ্য।

জাহহাক রাঃ-এর মতে (حَيَاةً طَيِّبَةً) হলো, দুনিয়াতে হালাল রিজিক অন্বেষণ করা এবং ইবাদত করা।

তবে সর্বাধিক বিস্তৃত মতামত হলো, (حَيَاةً طَيِّبَةً)-এর মধ্যে এই সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত আছে।<sup>৫৮</sup>

## ৫. আল্লাহর স্মরণের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে

ড. মুস্তফা আস-সিবায়ি রাঃ বলেন, ‘যদি নফস গুনাহ করতে চায়, তাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দাও। তাতে যদি ফিরে না আসে, তাহলে মানুষের চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দাও। যদি এতেও বিরত না থাকে, তাহলে মানুষের মাঝে জানাজানি হওয়ার পর লজ্জাজনক পরিস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দাও। যদি তাতেও বিরত না থাকে, তাহলে মনে রেখো, তুমি সেই মুহূর্তে হায়াওয়ানের কাতারে গিয়ে পৌঁছেছ।’<sup>৫৯</sup>

৫৭. সূরা আন-নাহল, ১৬ : ৯৭।

৫৮. হাফসিহ ইবনি কাসির।

৫৯. হাকীমা আদ্রামাতনিল হায়াত, ড. মুস্তফা আস-সিবায়ি।



## ৬. নিয়ামতদাতার কৃতজ্ঞতা আদায়ের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে

অধিকাংশ মানুষ ধারণা করে, আমাদের ওপর আল্লাহর সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত হলো সম্পদ। অথচ যদি আমরা চিন্তা করি, তাহলে অবশ্যই দেখতে পাব, ধনী-গরিব নির্বিশেষে আমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কোনো হিসেব নেই। অগণিত নিয়ামত তিনি আমাদের দিয়ে রেখেছেন। দৃষ্টি, শ্রবণশক্তি, বিবেক, পরিবার, সন্তানসন্ততি, সুস্থতা, আলো, বাতাস, পানি ইত্যাদি অসংখ্য নিয়ামত আমরা প্রতিনিয়ত ভোগ করে যাচ্ছি। এগুলো তো কিছু মাত্র। তিনি বলেন :

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

‘যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা করো, তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।’<sup>৬০</sup>

হাসান রাঃ বলেন, ‘যে ব্যক্তি খাবারদাবার ও পোশাক-পরিচ্ছদ ছাড়া তার প্রতি আল্লাহর আর কোনো নিয়ামত চোখে দেখে না, তার জ্ঞানে সীমাবদ্ধতা আছে এবং সে উপস্থিত শান্তির মধ্যে আছে।’

নিয়ামত হারিয়ে যাওয়ার আগে নিয়ামতের অনুভূতি না থাকা আমাদের জঘন্য উদাসীনতা। অথচ আমরা ঠিকই জানি, কৃতজ্ঞতার দ্বারা নিয়ামত দীর্ঘস্থায়ী হয়। আর অকৃতজ্ঞতার দ্বারা নিয়ামত দূর হয়ে যায়। তিনি ইরশাদ করেন :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

‘যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, “যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করো, তবে তোমাদের আরও দেবো; আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয় আমার শাস্তি হবে কঠোর।”’<sup>৬১</sup>

আবু হাজিম রাঃ বলেন, ‘যেসব নিয়ামত বান্দাকে আল্লাহর নিকটে পৌঁছায় না, সেগুলো তার জন্য পরীক্ষা।’

৬০. সূরা আন-নাহল, ১৬ : ১৮।

৬১. সূরা ইবরাহিম, ১৪ : ৭।

তিনি আরও বলেন, 'যখন দেখবে, তোমার অবাধ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ নিয়ামত দিয়েই যাচ্ছেন, তখন তার প্রতি সতর্ক থেকে।'

(سَنَنْتَذِرُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সুফইয়ান রাঃ বলেন, 'এর উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাদের ভরপুর নিয়ামত দান করেন; অথচ কৃতজ্ঞতা আদায়ের তাওফিক দেন না।'

অবাধ্যতা কল্যাণ ছিনিয়ে নেয় এবং নিয়ামত দূর করে দেয়। আলি রাঃ বলেছেন, 'কোনো বিপদ আসলে কোনো না কোনো গুনাহের কারণেই আসে। আর কেবল তাওবার মাধ্যমেই তা উঠিয়ে নেওয়া হয়।' আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

'তোমাদের ওপর যেসব বিপদাপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেন।'<sup>৬২</sup>

তিনি আরও বলেন :

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ  
وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'তার কারণ এই যে, আল্লাহ কখনো পরিবর্তন করেন না, সেসব নিয়ামত, যা তিনি কোনো জাতিকে দান করেছিলেন, যতক্ষণ না সে জাতি নিজেই পরিবর্তিত করে দেয় নিজের জন্য নির্ধারিত বিষয়। বহুত আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'<sup>৬৩</sup>

৬২. 'আমি তাদের ক্রমাধিকার পাকড়াও করব এমন জায়গা থেকে, যার সম্পর্কে তাদের ধারণাও হবে না।' (সূরা আল-আরাফ, ৭ : ১৮২)

৬৩. সূরা আশ-শুরা, ৪২ : ৩০।

৬৪. সূরা আল-আনফাল, ৮ : ৫৩।



## ৭. হালাল রিজিকে সৌভাগ্য রয়েছে

নিজের প্রচেষ্টায় শ্রম-ঘাম ব্যয় করে হালাল উপার্জন করে বাড়িতে ফেরার দৃশ্য কতই না চমৎকার! যে উপার্জনে নেই কোনো সুদ, ঘুষ, মিথ্যা বা ধোঁকার মিশ্রণ। অতঃপর হালাল খাবারের মধ্যে ইমানের স্বাদ উপভোগ করে। বর্তমানে অনেক মানুষ হারাম পন্থায় উপার্জন করে বাড়ি ফিরে। সুদ, ঘুষ, ব্যবসা-বাণিজ্যে মিথ্যা শপথ করা, আদালতে মিথ্যা বিচার করা কিংবা সম্পদে হারামের মিশ্রণ থাকা ইত্যাদি মানুষের স্বাভাবিক উপার্জনে পরিণত হয়েছে।

যে হারাম সম্পদ দ্বারা আয়েশ করে এবং হারাম দ্বারা নিজের ও স্ত্রী-সন্তানকে লালনপালন করে, সে কীভাবে ঘুমাতে পারে?! কীভাবে সাক্ষাৎ করবে সেই মহান সত্তার সাথে, যিনি তাকে সম্পদ উপার্জনের পন্থা ও ব্যয়ের খাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন?! তাবারানি ﷺ বর্ণনা করেছেন, ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসুল সঃ-এর সামনে (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي (الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا) এই আয়াত তিলাওয়াত করলাম। তখন সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাঃ দাঁড়িয়ে বললেন, 'ইয়া রাসুলান্নাহ, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন, তিনি যেন আমাকে মুসতাজাবুদ দাওয়া হিসেবে কবুল করেন।' তখন নবিজি সঃ তাকে বললেন :

يَا سَعْدُ أَطِيبَ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ،  
إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْذِفُ اللَّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا،  
وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتْ لَحْمُهُ مِنَ السُّخْتِ وَالرَّبَا فَالْكَارُ أَوْلَى بِهِ

'হে সাদ, তুমি তোমার আহারকে হালাল করো, তাহলে তোমার দুআ কবুল করা হবে। শপথ সেই সত্তার—যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন, যদি কোনো বান্দা পেটে এক লোকমা হারাম খাবার ভক্ষণ করে, তার চল্লিশ দিনের আমল কবুল করা হবে না। কারও দেহ যদি

৬৫. 'হে মানবমণ্ডলী, ভূমণ্ডলে বিদ্যমান বস্তুগুলো থেকে হালাল উত্তম জিনিসগুলো খাও।' (সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ১৬৮)

হারাম সম্পদ দ্বারা লালিতপালিত হয়, তাহলে তার জন্য জাহান্নামই  
অধিক উপযুক্ত।<sup>৬৬</sup>

এক মুসলিম নারী প্রতিদিন দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে স্বামী ঘর থেকে বের  
হওয়ার সময় বলত, 'আপনি কিছুতেই আমাদের জন্য সামান্য হারাম সম্পদও  
আনবেন না। কেননা, আমরা ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে পারব; কিন্তু জাহান্নামের  
আগুন সহ্য করতে পারব না।'

## ৮. বিপদে ধৈর্যধারণের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে

দুনিয়াতে বিপদ, মুসিবত আর পরীক্ষার অভাব নেই। মুমিন ভালো করেই  
জানে, দুনিয়া হলো পরীক্ষার জায়গা। যেকোনো মুহূর্তে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে  
হয়। তবে যারা এসব বিপদ ও পরীক্ষায় আল্লাহর সমৃদ্ধিমূলক আচরণ করে,  
তরাই সফল হয়।

গুরাইহ রাঃ বলেন, 'আমি কোনো বিপদের সম্মুখীন হলে চারবার আল্লাহর  
প্রশংসা করি।

- এর চেয়েও আরও বড় কোনো বিপদের সম্মুখীন হতে হয়নি বলে একবার  
শুকরিয়া জ্ঞাপন করি।
- আল্লাহ তাআলা আমাকে বিপদে সবার করার শক্তি দিয়েছেন বলে দ্বিতীয়বার  
কৃতজ্ঞতা আদায় করি।
- বিপদে পড়ে (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)<sup>৬৭</sup> বলে আল্লাহর কাছে আশ্রিত হওয়ার  
তাওফিক দেওয়ায় তৃতীয়বার কৃতজ্ঞতা আদায় করি।
- আমার দ্বীনি কোনো বিষয়ে বিপদ দেননি বিধায় চতুর্থবার শুকরিয়া আদায়  
করি।'

৬৬. আল-মুজাম্মুল আওসাত : ৬৪৯৫।

৬৭. নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।' (সূরা আদ-  
বাক্বারা, ২ : ১৫৬)



মুমিন ব্যক্তি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাআলা ক্ষতি করার জন্য কোনো বিপদের সম্মুখীন করেন না এবং বিপদে ফেলার জন্য তার দ্বারা ভুল করান না। তিনি ইরশাদ করেন :

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ نُبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ - لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا  
بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

‘পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আসে, আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এ জন্য বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও, তজ্জন্যে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তজ্জন্যে উল্লসিত না হও। আল্লাহ কোনো উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।’<sup>৬৮</sup>

আমাদের চেয়েও কঠিন বিপদ ও পরীক্ষার শিকার হয়েছেন আশ্বিয়া ؑ এবং সালিহিনগণ। এমনকি সৃষ্টির সেরা মানব মুহাম্মাদ ﷺ-ও এর থেকে বাদ পড়েননি। সবকিছু সত্ত্বেও তারা ধৈর্যধারণ করেছেন এবং আল্লাহর কাছেই আশ্রয় খুঁজেছেন।

মুমিনরা যেন অন্তরে এ কথা গেঁথে নেয়, তার প্রতিটি বিষয় তার জন্য কল্যাণকর। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন :

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ  
أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

‘মুমিনের বিষয়টাই আশ্চর্যজনক! তার প্রতিটি বিষয়ই কল্যাণকর। এটা মুমিন ব্যতীত আর কারও জন্য নয়। তার সুখ এলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে; ফলে এটা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আবার

বিপদের সম্মুখীন হলে সে ধৈর্যধারণ করে; ফলে এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।<sup>৬৯</sup>

দ্বীনের মানদণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত মানবহৃদয় কখনো আল্লাহর কাছে আশ্রিত না হয়ে প্রশান্ত হয় না। তিনি ইরশাদ করেন :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয়; জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।<sup>৭০</sup>

দুআ, ইসতিগফার, সালাত ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিতে হয়। আমরা যেন সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত না হই, যারা কেবল দারিদ্র্য, অসুস্থতা বা পরীক্ষার সময়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় খোঁজে। অতঃপর বিপদ বা দারিদ্র্য কেটে গেলে কিংবা সুস্থ হয়ে গেলে নিয়ামতের কথা ভুলে যায়। এদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَاَ لِحُتْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ  
ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَّهِ كَذَلِكَ زَيْنٌ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ

‘আর যখন মানুষ কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন গুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকতে থাকে। তারপর আমি যখন তা থেকে মুক্ত করে দিই, সে কষ্ট যখন চলে যায়, তখন মনে হয় কখনো কোনো কষ্টেরই সম্মুখীন হয়ে যেন আমাকে ডাকেইনি। এমনভাবে মনঃপূত হয়েছে নির্ভয় লোকদের যা তারা করেছে।’<sup>৭১</sup>

৬৯. সহিহ মুসলিম : ২৯৯৯।

৭০. সূরা আর-রাদ, ১৩ : ২৮।

৭১. সূরা ইউনুস, ১০ : ১২।



## ৯. প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে

যে ব্যক্তি প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রবৃত্তি কখনো তার ওপর প্রভাব খাটাতে গেলে উলটো সে প্রবৃত্তির ওপর প্রভাব খাটায়, সে-ই প্রকৃত বুদ্ধিমান এবং প্রবৃত্তির ওপর প্রভাব বিস্তারকারী। দুনিয়া ও আখিরাতে সে সৌভাগ্যবান হতে পারবে।

এক শাসক তার সময়ের একজন দুনিয়াবিরাগী আলিমের কাছে গমন করল। তার গৃহে প্রবেশ করেই সালাম দিল। আলিম তার প্রতি কোনো মনোযোগ না দিয়ে বেখেয়ালিভাবেই সালামের উত্তর দিয়েছেন। এই দেখে বাদশাহ রেগে গিয়ে বলল, 'আপনি আমার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন না কেন? আমি তো এই রাজ্যের রাজা।' আলিম মৃদু হেসে বললেন, 'যেখানে আমার গোলামরা তোমার বাদশাহ হয়ে বসে আছে, সেখানে আবার তুমি আমার বাদশাহ হও কীভাবে?!' রাজা বলল, 'তারা কারা?' আলিম বললেন, 'তারা হলো কুপ্রবৃত্তি। কুপ্রবৃত্তি তোমার রাজা; কিন্তু আমার গোলাম।'।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে প্রবৃত্তির নিন্দা করেছেন এবং প্রবৃত্তির অনুসরণকে প্রবৃত্তির ইবাদত বলে ঘোষণা করেছেন। কেননা, কারও ওপর প্রবৃত্তি চেপে বসলে তা তার পুরো সময়কে নিয়ে নেয়, চিন্তা ও মস্তিষ্কে তার কাজেই ব্যস্ত করে রাখে; ফলে বান্দা আল্লাহকে ভুলে যায়, শরিয়তের কথা তার মনে থাকে না এবং প্রবৃত্তির কামনাবাসনা চরিতার্থ করার জন্য হালাল-হারাম যেকোনো কাজ করে বসে। তাই তো আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

‘আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার জিম্মাদার হবেন?’<sup>৭২</sup>

## ১০. তাওবার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে

যেকোনো গোলামের জন্য তার মালিকের দাসত্ব করা এবং অবাধ্যতা না করা প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য।

উমর বিন আব্দুল আজিজের এক গোলাম তার অবাধ্যতা করায় তিনি গোলামকে প্রহার করার জন্য বেঁধে রেখেছেন। গোলাম বলল, 'হে মনিব, কেন মারছেন আমাকে?' তিনি বললেন, 'কারণ, তুমি অমুক অপরাধ করেছ।' গোলাম বলল, 'আপনি কি কখনো এমন কোনো পাপ করেছেন; যার ফলে আপনার মনিবের রাগ চেপে বসতে পারে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ করেছি।' গোলাম বলল, 'তিনি কি আপনাকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দিয়েছেন?' তিনি বললেন, 'না।' গোলাম বলল, 'তাহলে আমাকে কেন দ্রুত শাস্তি দিচ্ছেন; অথচ তিনি আপনাকে দ্রুত শাস্তি দেননি?' উমর রা বললেন, 'দাঁড়াও, যাও তুমি আজ থেকে মুক্ত।' এরপর উমর বিন আব্দুল আজিজ রা তাওবা করে নিলেন।

বলা হয়ে থাকে, বিশর আল-হাফি এক রাতে তার প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন। দরজায় তার এক গোলাম নিয়োজিত ছিল। সে পাপী ছিল। রাতে তার দরজায় এক লোক এসে গোলামকে বলল, 'এই প্রাসাদের মালিক স্বাধীন নাকি গোলাম?' গোলাম বলল, 'আমার মনিব তো একজন স্বাধীন মানুষ।' লোকটি বলল, 'তুমি সত্য বলেছ। যদি গোলামই হতো, তাহলে দাসত্বের জায়গাটা রক্ষা করত। কিন্তু সে আল্লাহর অবাধ্যতা করে কেন?'

বিশর কথাটি শুনতে পেয়ে খালি পায়ে হেঁটে তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কী যেন বলেছিলে?' লোকটি পুনরায় কথাটি উপস্থাপন করল। অতঃপর বিশর তাওবা করতে করতে ফিরে গেল এবং ইলম অন্বেষণ ও ইবাদতে আত্মনিয়োগ করল এবং সততার সাথে পথ চলতে শুরু করল। এরপর সারা জীবন খালি পায়েই অতিবাহিত করল। তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আপনি জুতো পরিধান করেন না কেন?' তিনি বললেন, 'আমার রব আমাকে যখন সৎ বানিয়েছিলেন, তখন আমি খালি পায়ে ছিলাম। তাই সারা জীবন আমি খালি পায়েই কাটাব!'



হাসান ❷ বলেছেন, 'একটি জাতি ক্ষমা পাওয়ার আশায় উদাসীন চলাফেরা করত। এমনকি তারা তাওবা না করেই দুনিয়া ত্যাগ করল। তাদের একজন বলত, "আমি তো আমার রবের প্রতি সুধারণা রাখি।" কিন্তু সে মিথ্যা বলত। যদি সুধারণাই রাখত, তাহলে অবশ্যই নেক আমল করত।'

## ১১. ইখলাসের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে

ইখলাস ও রিয়া অর্থাৎ একনিষ্ঠতা ও লৌকিকতা দুটো ভিন্ন জিনিস। একটি আরেকটির সাথে কখনো মিলিত হয় না। মুখলিস বা একনিষ্ঠ ব্যক্তি সর্বদা তার প্রতিপালকের প্রতি আস্থা রাখে। নিজের কথা ও কাজে সত্যতার প্রমাণ দেয়। সে জানে, সবকিছুর চেয়ে শক্তিশালী হলেন মহান আল্লাহ তাআলা। তাই তার কাছে মানুষের প্রশংসা বা দুর্নাম এবং ক্ষতি ও উপকার দুটোই সমান। যতদিন বেঁচে থাকে, প্রতিপালককে খুশি করে এবং তাঁর আনুগত্য করেই বেঁচে থাকে।

ইখলাসের একটি দৃষ্টান্ত হলো, একসময় মুসলিম সেনাবাহিনী শক্তিশালী ও অপ্রতিরোধ্য একটি দুর্গকে কয়েক মাস অবরোধ করে রেখেছিল। এক রাতে একজন সৈন্য সেনাপ্রধানের কাছে এসে বলল, 'আমি তো দেয়ালে একটি ছিদ্র করেছি। সেখান দিয়ে শহরের ভেতরে প্রবেশ করা সম্ভব হবে। তাই আমার সাথে এমন কাউকে পাঠান, যে ভেতরে প্রবেশ করবে। আমরা ভেতরে ঢুকে যখন দরজা খুলে দেবো, সাথে সাথে আমাদের পুরো সেনাবাহিনী প্রবেশ করতে পারবে।' তার কথা শুনে সেনাপতি কয়েকজন সৈন্য পাঠাল। তারা ভেতরে ঢুকে দরজা খুলে দিল। অতঃপর সেনাপ্রধানসহ সকলেই শহরে প্রবেশ করল এবং রাতের মধ্যেই শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল।

দ্বিতীয় দিন দেয়ালে ছিদ্রকারী সৈন্যকে ডাকা হলো তার বীরত্বের পুরস্কার দেওয়ার জন্য। তাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করা হলো। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। তৃতীয় দিন তাকে ডাকা হলো, কোনো পুরস্কারের ঘোষণা ছাড়াই। কিন্তু কেউই সাড়া দিল না। চতুর্থ দিন যখন ডাকা হলো, তখন এক সৈনিক সেনাপ্রধানের কাছে এসে বলল, 'আমি আপনাকে ছিদ্রকারীর কাছে নিয়ে যাব।' সেনাপ্রধান বললেন, 'কোথায় সে?' সৈনিক বলল, 'আপনাকে তার কাছে যেতে হলে তার দেওয়া তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে।' সেনাপ্রধান বললেন, 'ঠিক আছে, তার

শর্ত মানব। কী কী শর্ত বলো।' সে বলল, 'তার শর্ত তিনটি হলো : তাকে তার কর্মের জন্য কোনো পুরস্কার দিতে পারবেন না, কাউকে তার কথা বলতে পারবেন না এবং দ্বিতীয়বার তাকে তলব করতে পারবেন না।' সেনাপ্রধান বললেন, 'আচ্ছা ঠিক আছে, মেনে নিলাম শর্ত।' অতঃপর সৈনিক বলল, 'আমিই ছিদ্রকারী। কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই এই ছিদ্র করেছিলাম।' অতঃপর সে চলে গেল। সেনাপ্রধান হতবাক হয়ে গেলেন তার আচরণে। অতঃপর তিনি যখনই সালাত আদায় করতেন, ছিদ্রকারীর সাথে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতেন।

## ১২. সত্যবাদিতার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে

সত্যবাদিতা শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান মাধ্যম। যে ব্যক্তি সত্যবাদিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তার সিফাতের মধ্যে পূর্ণতা আসে, চরিত্রে উন্নতি সাধিত হয় এবং সাথে সাথে সৌভাগ্যও লাভ করতে সক্ষম হয় সে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

‘এটি সেই দিন, যেদিন সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্য উদ্যান রয়েছে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত হবে।’<sup>৭৩</sup>

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَمَلُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «الصَّدْقُ، وَإِذَا صَدَقَ الْعَبْدُ بَرًّا، وَإِذَا بَرَّ آمَنَ، وَإِذَا آمَنَ دَخَلَ الْجَنَّةَ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَمَلُ النَّارِ؟ قَالَ: «الْكُذِبُ إِذَا كَذَّبَ الْعَبْدُ فَجَرَ، وَإِذَا فَجَرَ كَفَرَ، وَإِذَا كَفَرَ دَخَلَ يَغْنِي النَّارَ»

৭৩. সূরা আল-মায়িদা, ৫ : ১১৯।



‘এক ব্যক্তি নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসুল, জান্নাতে যাওয়ার আমল কী?’ তিনি বললেন, ‘সত্যবাদিতা। বান্দা যখন সত্য কথা বলে, তখন সৎ হয়ে যায়। যখন সে সৎ হয়, তখন তার ইমান পূর্ণ হয়। আর ইমান পূর্ণ হলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’ লোকটি বলল, ‘হে আল্লাহর রাসুল, কী কাজ করলে জাহান্নামে যেতে হয়?’ তিনি বললেন, ‘মিথ্যা। বান্দা যখন মিথ্যা বলে, তখন পাপী হয়। আর সে পাপী হলে কুফুরি করে এবং কুফুরি করলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।’<sup>৭৪</sup>

জৈনিক দার্শনিকের মতে, ‘মিথ্যা হলো সকল পাপের সমন্বয়কারী এবং সকল অন্যায়ের প্রধান কারণ। কেননা, মিথ্যা পরনিন্দা ডেকে আনে এবং পরনিন্দা পরস্পরের মাঝে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। আর বিদ্বেষ থেকেই তৈরি হয় একের সাথে অন্যের শত্রুতা। আর কারও মাঝে শত্রুতা তৈরি হয়ে গেলে সেখানে কোনো নিরাপত্তা ও সুখ থাকে না।’

এক বেদুইন তার ছেলেকে মিথ্যা বলতে দেখে বলল, ‘হে বৎস, মিথ্যা রবের কাছ থেকে শাস্তি ডেকে আনে। যদি সে সত্যও বলে, কেউ সত্যায়ন করে না তার কথাকে। যদি সে ভালো কিছুই ইচ্ছা করে, তা বাস্তবায়ন করার মতো তাওফিক হয় না। তার থেকে কোনো সত্য পাওয়া গেলেও তা অন্যের দিকে নিসবত করা হয় এবং অন্যের থেকে কোনো মিথ্যা প্রকাশ পেলেও তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়।’

অনেকে রসিকতা করে মিথ্যা বলাকে খুবই স্বাভাবিক মনে করে। তারা মনে করে, হেলাখেলা ও মজার ছলে মিথ্যা বলার মাঝে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু ইসলাম বিনোদনের অনুমোদন দিলেও মিথ্যার মাধ্যমে বিনোদনের অনুমোদন দেয়নি। বরং বিনোদন হতে হবে সত্যের গণ্ডির ভেতরে।

৭৪. মুসনাদু আহমাদ : ৬৬৪১।

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

وَبَلُّ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ، وَبَلُّ لَهُ وَبَلُّ لَهُ

‘ধ্বংস হোক সেই লোক, যে লোকদের হাসানোর জন্য কথা বলতে গিয়ে মিথ্যা বলে। ধ্বংস তার জন্য, ধ্বংস তার জন্য।’<sup>৭৫</sup>

তিনি আরও বলেন :

لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتْرَكَ الْكَذِبَ فِي الْمَرْجِ، وَالْإِيمَانَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا

‘বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না মজার ক্ষেত্রে মিথ্যা পরিহার করবে এবং নিজে সত্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও তর্কবিতর্ক পরিহার করবে।’<sup>৭৬</sup>

## ১৩. লজ্জাবোধের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে

বিবেক যা কিছুকে মন্দ হিসেবে গ্রহণ করে এবং খালিক ও মাখলুক যেসব কাজকে অপছন্দ করে, সেসব থেকে লজ্জা মানুষকে বাধা প্রদান করে। লজ্জাবোধ মানুষের উন্নত চরিত্রের পরিচায়ক। যা মানুষকে খারাপ ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বারণ করে। পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। সুতরাং যে ব্যক্তি লজ্জাহীন হয়ে পড়বে, সে লাঞ্ছিত এবং সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে।

আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

‘যে কেউ নিজের সংশোধন করে, সে সংশোধন করে স্বীয় কল্যাণের জন্যই। আর আল্লাহর নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন।’<sup>৭৭</sup>

৭৫. সুনানুত তিরমিজি : ২৩১৫।

৭৬. মুসনাদু আহমাদ : ৮৭৬৬।

৭৭. সুরা ফাতির, ৩৫ : ১৮।



রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ، وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَالْبَدَأُ مِنَ الْحَقَاءِ، وَالْحَقَاءُ فِي النَّارِ

‘লজ্জা ইমানের অঙ্গ। আর ইমানের স্থান জান্নাতে। অশ্লীলতা দুর্ব্যবহারের অঙ্গ। আর দুর্ব্যবহারের স্থান জাহান্নামে।’<sup>৭৮</sup>

জনৈক বিজ্ঞজন বলেছিলেন, ‘লজ্জা যে ব্যক্তির পোশাকে পরিণত হয়েছে, মানুষ কখনো তার কোনো দোষ-ত্রুটি দেখতে পাবে না।’

অপর একজন বলেন, ‘শিশুর মাঝে লজ্জাবোধ থাকা ভয়ভীতি থাকার চেয়েও উত্তম। কেননা, লজ্জাবোধ বিবেক জাগ্রত করে আর ভয়ভীতি ভীকৃত্য শেখায়।’

## ১৪. সহনশীলতার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে

মানুষের ওপর যখন ক্রোধ চেপে বসে (الْحِلْمُ) তথা সহনশীলতা তখন আত্মনিয়ন্ত্রণের কাজ করে। বহু মানুষকে দেখি, সামান্য ও তুচ্ছ কারণে ক্রোধান্বিত হয়। নিজের এবং অন্যের জীবনকে জাহান্নামে পরিণত করে! যদি তারা জানত, (الْحِلْمُ) বা সহনশীলতা হচ্ছে সর্বোচ্চ চরিত্রের পরিচায়ক, এর দ্বারা ব্যক্তি উন্নত ও সুন্দর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়, ব্যক্তিকে আল্লাহর কাছে প্রিয় করে তোলে এবং মানুষের কাছে তার সম্মান বৃদ্ধি করে, তাহলে কোনোভাবেই তারা রাগ করত না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

‘আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোলো, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ জাহিলদের থেকে দূরে সরে থাকো।’<sup>৭৯</sup>

৭৮. মুসনাদু আহমাদ : ১০৫১২, সুনানুত তিরমিযি : ২০০৯।

৭৯. সূরা আল-আরাফ, ৭ : ১৯৯।

রাসুল ﷺ বলেন :

أَلَا أُخِيرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ، عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ  
هَئِنِ سَأَلِ

‘আমি কি তোমাদের বলে দেবো না, কে জাহান্নামের জন্য হারাম অথবা কার ওপর জাহান্নাম হারাম? (জাহান্নাম হারাম) প্রত্যেক এমন ব্যক্তির ওপর, যে মানুষের নিকটবর্তী ও সহজ-সরল।’<sup>৮০</sup>

এক জনপ্রিয় ব্যক্তিকে গালি দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর সে বলল, ‘যেমনটা তুমি বললে, যদি আমি সত্যি তেমনই হয়ে থাকি, তাহলে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন। আর যদি তেমন না হই, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন।’

একদা আয়িশা সিদ্দিকা রহীমাতুল্লাহ তায়ালা তাঁর এক খাদিমের ওপর ক্রোধাধিত হয়ে পড়লেন। অতঃপর আত্মনিয়ন্ত্রণ করে বললেন, ‘তাকওয়া কতই না মহান বিষয়! রাগাধিত ব্যক্তির জন্য কোনো দুঃখ রাখেনি।’

জনৈক ব্যক্তি বলেন, ‘যদি তুমি মূর্খের কথায় চুপ থাকো, তাহলে তার কথায় প্রশস্ততার সাথে উত্তর দিলে এবং তাকে শাস্তি দিলে।’

অপর একজন বলেন, ‘তোমাকে উপেক্ষা করার মাঝে তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শান্তি রয়েছে।’

## ১৫. বিনয়ের মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে

(تَوَاضَع) বা ‘বিনয়’ একটি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য। যা মানুষের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে, আত্মাকে পবিত্রতার পোশাক পরিধান করায় এবং সুরূচি দান করে। বিনয় বহু জাতিকে ওপরে উঠিয়ে নিয়েছে; ফলে তারা হয়েছে সফল। আবার অহংকার বহু মানুষকে তলিয়ে দিয়েছে; ফলে তাদের ওপর পতিত হয়েছে দয়াময় প্রভুর শাস্তি এবং স্পষ্ট ক্ষতি। আল্লাহ তাআলা বলেন :

<sup>৮০</sup>. সুনানুত তিরমিজি : ২৪৮৮।



وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

‘রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে, “সালাম।”<sup>৮১</sup>

তিনি আরও বলেন :

بَلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا  
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

‘এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করি, যারা দুনিয়ার বুকে উদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম আল্লাহভীরুদের জন্য।’<sup>৮২</sup>

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

وَمَا تَوَاضَعْ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

‘যে কেউ আল্লাহর জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদাশীল করেন।’<sup>৮৩</sup>

## ১৬. মধ্যপন্থার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে

কার্পণ্য ও অপচয়ের মাঝে সমতা করাকে (اِفْتِصَاد) বলে। সুতরাং তোমার চেয়েও যে ব্যক্তি অধিক ধনী, বিলাসিতা, আড়ম্বরতা ও খরচের ক্ষেত্রে তার সাথে তাল মিলিয়ে চলো না। এমনটি করলে ঋণের জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে নিঃশ্বাস হয়ে যাবে। ফলে যে-ই দেখবে, তোমাকে দূরে ঠেলে দেবে। আবার এমনভাবে নিজের জন্য এবং পরিবারের জন্য খরচ করতে অধিক কৃপণতাও

৮১. সূরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৬৩।

৮২. সূরা আল-কাসাস, ২৮ : ৮৩।

৮৩. সহিহ মুসলিম : ২৫৮৮।

করবে না। দুঃ, নিঃস্ব ও অসহায়দের সহায়তা করতে কার্পণ্য দেখিয়ে না। তাহলে তার আশা ও প্রয়োজনগুলো অপূরণীয়ই থেকে যাবে এবং অশান্তি আর অনিশ্চয়তার মাঝে দিনাতিপাত করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا  
مَّخْشُورًا

‘তুমি একেবারে ব্যয়কুষ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে।’<sup>৮৪</sup>

সাইদ বিন জুবাইর রাঃ বলেছেন, ‘খারাপ কাজে ভালো সম্পদ ব্যয় করা অপচয়।’

ইবনে জিয়াদকে বলা হলো, ‘তুমি কেন দিরহামকে ভালোবাসো; অথচ এই দিরহাম তোমাকে দুনিয়ার খুব কাছে নিয়ে যায়?’ সে বলল, ‘দিরহাম আমাকে দুনিয়ার কাছে নিলেও দুনিয়া থেকে বিমুখ রাখে।’

## ১৭. ন্যায়পরায়ণতার মাঝে সৌভাগ্য রয়েছে

জীবনের প্রতিটি বিষয়ে সত্য পথকে আঁকড়ে ধরে রাখা এবং ইনসাফের পথ থেকে বিচ্যুত না হয়ে জুলুম করা থেকে বিরত থাকাকে ন্যায়পরায়ণতা বা (العَدْل) বলে। জুলুমের পথ খুবই দুর্গম এবং পিচ্ছিল। খুব কম মানুষই এই রাস্তায় সফল হতে পারে। এ পথের পথিকরা মানুষের হৃদয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর ক্রোধাব্বিত হন। যেসব জালিমরা প্রশান্তি আর সুখ বলতে কিছুই চিনে না, তাদের পাপের ও শাস্তির জঘন্যতা অনুমান করার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর ক্রোধাব্বিত হয়ে থাকেন।

৮৪. সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ২৯।



আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

‘জালিমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহকে কখনো বেখবর মনে করো না, তাদেরকে তো ওই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিক্ষোভিত হবে।’<sup>৮৫</sup>

রাসুল ﷺ বলেন :

اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْعِمَامِ يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ: وَعِزِّي وَجَلَالِي لَا تُصِرَّتْكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ

‘তোমরা মাজলুমের বদ-দুআ থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, তা মেঘমানার ওপরে উঠে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, “আমার ইজ্জত ও প্রতাপের কসম, কিছুক্ষণ পরে হলেও আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব।”’<sup>৮৬</sup>

তিনি আরও বলেন :

مَا مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلْتُ أَمْ كَثُرَتْ فَلَا يَغْدِلُ فِيهِمْ إِلَّا كَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ

‘যে কেউ এই উম্মতের কম-বেশি যেকোনো দায়িত্বে থাকা অবস্থায় যদি তাদের মাঝে ইনসাফ না করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।’<sup>৮৭</sup>

৮৫. সূরা ইবরাহিম, ১৪ : ৪২।

৮৬. আল-মুজামুল কানির লিভ-তাবারানি : ৩৭১৮।

৮৭. মুস্তাদরাকুল হাকিম : ৭০১৪।



উমর বিন আব্দুল আজিজ ؓ তাঁর এক কর্মকর্তার কাছে এই মর্মে চিঠি লিখেছেন, 'যখন তোমার সক্ষমতা তোমাকে মানুষের ওপর জুলুম করার প্রতি আহ্বান করবে, তখন তোমার ওপর আল্লাহর সক্ষমতার কথা চিন্তা করবে।'

## ১৮. সন্তানের ওপর দুটি বিষয়ে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দেওয়ার মাঝে সোভাগ্য রয়েছে

তোমার মৃত্যুর পর সন্তানের ওপর দুটি বিষয়ে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দেওয়ার বিধান দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা। প্রথমত, আল্লাহর ভয়। দ্বিতীয়ত, সত্যকথন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

'তাদের ভয় করা উচিত, যারা নিজেদের পশ্চাতে দুর্বল অক্ষম সন্তানসন্ততি ছেড়ে গেলে তাদের জন্য তারাও আশঙ্কা করে; সুতরাং তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং সংগত কথা বলে।'<sup>৮৮</sup>

উমর বিন আব্দুল আজিজ ؓ তার আট সন্তান রেখে মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে মানুষ তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'হে উমর, আপনি আপনার সন্তানদের জন্য কী রেখে যাচ্ছেন?' তিনি বললেন, 'তাদের জন্য আমি তাকওয়া রেখে যাচ্ছি। যদি তারা সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহলে আল্লাহই তাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করবেন। আর যদি এর বিপরীত হয়, তাহলে আল্লাহর অবাধ্যতার ওপর তাদের জন্য আমি কিছুই রেখে যাচ্ছি না।'

উমর বিন আব্দুল আজিজ ؓ তাঁর প্রত্যেক সন্তানের জন্য মাত্র বারো দিরহাম করে রেখে গিয়েছিলেন। খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিক তার প্রত্যেক সন্তানের জন্য এক লক্ষ দিনার করে রেখে গিয়েছেন। বিশ বছর পর উমর বিন আব্দুল আজিজ ؓ-এর প্রতিটি সন্তান আল্লাহর রাস্তায় জিন বেঁধে ঘোড়া

৮৮. সূরা আন-নিসা, ৪ : ৯।



ছুটাচ্ছিল এবং অধিক সম্পদ থেকে অব্যাহত রেখে আল্লাহর রাস্তায় দান করছিল। পক্ষান্তরে হিশাম বিন আব্দুল মালিকের সন্তানগুলো খলিফা আবু জাফর মানসুরের আমলে মসজিদে দারুস সালামের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের কাছে সম্পদ ভিক্ষা চাচ্ছিল।

## ১৯. মেকাশের মাঝেই কি নারীর প্রকৃত সৌভাগ্য?

জনৈক বৃদ্ধা বেদুইন নারী তার যৌবনের ঔজ্জ্বল্য, সৌন্দর্যের আকর্ষণ ও চেহারার দীপ্ততা ধরে রেখেছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আপনি কী ব্যবহার করে এই সৌন্দর্য ধরে রেখেছেন এবং তা কোথা থেকে সংগ্রহ করেন?' জবাবে মহিলা বললেন :

'ঠোঁটের জন্য তিজ্র হলেও সত্য কথাকে ব্যবহার করি।

গলার স্বরের জন্য সালাত, কুরআন তিলাওয়াত ও তাসবিহ ব্যবহার করি।

চোখের জন্য দয়া, সহানুভূতি এবং অবনত দৃষ্টি ব্যবহার করি।

হাতের জন্য সাধ্যানুযায়ী অন্যের প্রতি ইহসানকে ব্যবহার করি।

পায়ের জন্য সত্যের ওপর অবিচলতাকে ব্যবহার করি।

অন্তরের জন্য আল্লাহর মহক্কত লালন করি।

আর আমার স্বামী যখন আমার দিকে তাকায়, তাকে খুশি করে দিই।

আল্লাহর অবাধ্যতা ছাড়া কোনো কিছুর আদেশ দিলে তা পালন করি।

আমার স্বামী আমার সামনে থেকে চলে গেলে তার সম্পদ ও আমার সম্ভ্রম রক্ষা করি।

আর আল্লাহর সাথে মুরাকাবা করার মাধ্যমে আমি পরিপূর্ণ সুখে থাকি।

আল্লাহর হক এবং আমার স্বামীর হক কী, তা ভালোভাবে জানি এবং প্রত্যেককে তার হক যথাযথভাবে আদায় করে দিই।'



তৃতীয় অধ্যায়

## অন্যকে সুখী করো

এমন কিছু মানুষ আছে, যারা অস্তিত্বশীল জিনিসের সৌন্দর্যের মাঝে সুখ ও সৌভাগ্য দেখতে পায়। সুন্দর দৃশ্য, সঠিক চিন্তা, মিষ্টি সুর এবং শুভ সাক্ষাৎ ইত্যাদি সুখী হওয়ার জন্য উদ্দীপনা জোগায়।

কিন্তু পরস্পরের সাথে সমবেদনা ও সহানুভূতি ভাগাভাগি করে হলেও অন্য মানুষকে সুখী করা ভালো মানুষের কাছে সবচেয়ে উত্তম ও উপভোগ্য। এদের কাছে অন্যের চেহারায় সুখের আলামত দেখার চেয়ে অধিক প্রিয় আর কিছু হতে পারে না।

কিছু মানুষ স্ত্রী, পরিবার ও সন্তানসন্ততিকে খুশি রাখার মাঝে সৌভাগ্য খুঁজে পায়। যথাযথভাবে পরিবারের দেখাশুনা করতে পারলে তার কাছে সবচেয়ে বেশি আনন্দ লাগে এবং এতেই পরিপূর্ণ স্বাদ অনুভব করে। তাদের খুশি করার মাধ্যমে সে তার ব্যক্তিগত আশাগুলো পূরণ করে এবং তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে নিজেকে সুখী ভাবে।

তাই কখনো কখনো অন্যদের সুখী করার মাঝে এবং কারও সুখের জন্য কুরবানি দেওয়ার মাঝে সৌভাগ্য লুকিয়ে থাকে। বিশেষ করে যাদের আমরা গভীর থেকে ভালোবাসি, তাদের সুখ নিশ্চিত করতে পারলে মনে প্রশান্তি আসে।



জীবন থেকে হয়তো তুমি উপকৃত হবে, নয়তো অন্যদের উপকার করবে। যদি অন্যদের জন্য কল্যাণকর কিছু করতে পারো, তা দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাতে সুখী হতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি কেবল নিজের জন্যই কল্যাণকর কাজ করে থাকো, তাহলে শুধু তুমি একাই সুখী হলে। তোমার দ্বারা অন্য কেউ সুখী হতে পারল না।

ভোলটেয়ার বলেন, 'যে ব্যক্তি কারও সুখের কারণ হতে পারে, সে অবশ্যই সুখী হবে।'

এমারসন বলেন, 'সৌভাগ্য সুগন্ধির মতো। যা থেকে কয়েক ফোঁটা নিজে ব্যবহার না করলে অন্যদের ঘ্রাণ বিলাতে পারবে না।'

যেই মহিলা পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের কষ্ট অনুভব করবে এবং তার দুঃখ দূর করবে, তার সাথে তিনি কেমন আচরণ করবেন?! রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

'যে ব্যক্তি একজন মুমিনের কোনো দুনিয়াবি বিপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিবসে তার বিপদসমূহ থেকে একটি বিপদ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবীর অভাব দূর করে দেবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার অভাব দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। আর বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সহায়তা করবে, ততক্ষণ আল্লাহ বান্দাকে সহায়তা করবেন।'<sup>৮৯</sup>

## ১. মুচকি হাসি সুখ ও সৌভাগ্যের মাধ্যম

অন্যদের খুশি করার জন্য সবচেয়ে দ্রুত মাধ্যম হলো হৃদয় নিংড়ানো ও সত্য মুচকি হাসি। এর মাধ্যমে অন্যদের হৃদয়ে সুখ অনুভূত হয়।

পক্ষান্তরে মিথ্যা মৃদু হাসি অন্যের হৃদয়ে প্রভাব ফেলে না। অনেক সময় তারাও বুঝে ফেলে এই হাসি যে মিথ্যে। এমন মিথ্যা হাসি নিফাক সৃষ্টি করে। অন্য কারও কাছ থেকে কোনো উপকার বা ক্ষতি পাওয়ার ধারণা থেকে এই মিছে হাসির সৃষ্টি হয়। তাই সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এমন হাসির মাধ্যমে তাদের তোষামোদ করে, যার বাইর ও ভেতর এক নয়। অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে হয়, বর্তমানে পুরো দুনিয়াজুড়ে এসব নিফাকি হাসির জয়জয়কার!

অধিকাংশ মানুষ কেবল ঠোঁটের মাধ্যমেই দয়া ও সহানুভূতি দেখায়। তাই তোমাকে অবশ্যই এসব মিথ্যা ও নিফাকি হাসি থেকে পবিত্র থাকতে হবে। তোমার ঠোঁট যেন পবিত্র ও নিষ্কলুষ হাসি হাসে অন্যদের জন্য। যা আশেপাশের সবার হৃদয়ে সুখের পরশ হয়ে দোল খাবে।

যদি তুমি অন্যের সাথে হাস্যোজ্জ্বল ও প্রফুল্ল থাকো, তাহলে একটি সুখকর ও আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হবে। তাই অন্যদের সাথে এই বিষয়ে ঈর্ষা করো এবং প্রত্যেক জায়গায় আনন্দের বন্যা বইয়ে দাও। সব সময় মুচকি হাসো। এর দ্বারা যেভাবে তোমার ভেতরে সুখ অনুভূত হবে, তেমনই অন্যের ভেতরেও সুখের অনুভূতি জাগ্রত হবে। সাধারণত যারা মুচকি হাসি দিয়ে কথা বলে, তাদের প্রতি আমরা অনুরাগী হয়ে যাই এবং যারা গম্ভীর ও রাগান্বিত থাকে, তাদের পছন্দ করি না। তাই মুচকি হাসো। তাহলে মানুষ তোমার প্রতি আকৃষ্ট হবে।

নারী যখন মুখ কুণ্ঠিত করে, রাগান্বিত হয়ে থাকে, তখন পুরো বাড়িটা জাহান্নামে রূপান্তরিত হয়।

তাই সর্বদা মুচকি হাসো এবং ডানে বামে পুরো পথে যারাই থাকবে, সবার মাঝে সুখের পরশ বিলাও। সব সময় হাসিমুখে থাকলে তোমার কোনো ক্ষতি হয়ে যাবে না। বরং এতে তোমার ও তোমার প্রিয় মানুষদের অন্তর প্রশান্ত থাকবে।



আব্দুল্লাহ বিন হারিস বলেছেন :

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

‘আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে বেশি মুচকি হাসতে আর কাউকে দেখিনি।’<sup>৯০</sup>

## ২. সুন্দর ব্যবহারের মাঝে সুখ ও সৌভাগ্য রয়েছে

যারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী, তারা স্ত্রী, সন্তান, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন ও প্রিয় মানুষদের কাছে প্রিয় হয়ে থাকে। এমনকি সবাই তাদের সম্মান করে।

পক্ষান্তরে যারা নোংরা চরিত্র ও কঠোর আচরণের অধিকারী, যারা কারও প্রতি সহানুভূতি দেখায় না এবং তাদের প্রতিও কেউ সহানুভূতি দেখায় না, যাদেরকে তাদের স্ত্রীরাও অপছন্দ করে, সেবকরা দেখতে পারে না, সন্তানরা ঘৃণা করে এবং পরিবার ও প্রতিবেশীরা যাদের দেখে বিরক্ত হয়—তাদের বাহ্যিক কাঠামো যতই সুন্দর হোক, সম্পদ যতই বেশি হোক, তারা কখনো সুখী হতে পারে না। বরং এরা সবচেয়ে দুঃখী, হতভাগা ও দুর্ভাগা মানুষ!

প্রফুল্লতা, আনন্দ-খুশি, উত্তম চরিত্র ও ভদ্রতা ইত্যাদি সবার সাথে সুন্দরভাবে মেলামেশা ও ওঠাবসা করার লক্ষণ। জাবির বিন আব্দুল্লাহ র. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন :

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ ظَلِقٍ، وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ

‘প্রত্যেক ভালো কাজই সদাকা। তোমার মুসলিম ভাইয়ের সাথে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায়া সাক্ষাৎ করাও সদাকা। তোমার বালতি থেকে তোমার অপর ভাইয়ের পাত্র পূরণ করে দেওয়াও সদাকা।’<sup>৯১</sup>

৯০. সুনানুত তিরমিজি : ৩৬৪১।

৯১. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৭০।

(الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ، وَلَا يُؤْلَفُ) মুমিন ব্যক্তি অন্যের প্রতি অন্তরঙ্গ ও সদয় হয়। আর যে ব্যক্তি কারও প্রতি অন্তরঙ্গ ও সদয় হয় না এবং তার প্রতিও কেউ অন্তরঙ্গ ও সদয় হয় না, তার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই।<sup>৯২</sup> এ কথা বলে রাসুল ﷺ মুমিনের গুণকীর্তন করেছেন।

উমর বিন খাত্তাব র. বলেছেন, 'মুসলিম ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করার দ্বারা দুঃখ দূর হয়ে যায়।'

আলি র. তাঁর ছেলেকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'সবচেয়ে গরিব সে, যার কোনো বন্ধু নেই।'

তিনি আরও বলেছেন, 'যার দুচ্ছিত্তা বেশি, তার শরীর বেশি অসুস্থ হয়। যার চরিত্র বেশি খারাপ, তার আত্মা সর্বদা শান্তির মধ্যে থাকে। যে সর্বদা মানুষের সাথে ঝগড়া করে, তার মানবিকতা, বদান্যতা ও সম্মান চলে যায়। শ্রেষ্ঠ ইমান হলো এই বিশ্বাস থাকা যে, যেখানেই থাকি না কেন, আল্লাহ আমার সাথেই আছেন।'

## ৩. দ্বীন হচ্ছে মুআমালার

যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে, ইসলাম তার ব্যাপারে কঠোর বিধান আরোপ করেছে। তার ব্যাপারে রাসুল ﷺ বলেন :

«وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ» قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟  
قَالَ: «الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقِهِ»

'আল্লাহর কসম, সে মুমিন নয়; আল্লাহর কসম, সে মুমিন নয়; আল্লাহর কসম, সে মুমিন নয়। বলা হলো, "সে কে ইয়া রাসুল্লাহ?" রাসুল ﷺ বললেন, 'যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে না।'<sup>৯৩</sup>

৯২. শুআবুল ইমান : ৭৭৬৬।

৯৩. সহিহুল বুখারি : ৬০১৬।



কিছু মানুষ খুব সহজেই ইবাদতগুলো পালন করে এবং সমাজে ব্যাপকভাবে তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। তারাই আবার এমন এমন কাজ করে, যা উত্তম চরিত্র ও পরিপূর্ণ ইমানের পরিপন্থী।

এ বিষয়ে হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে যে,

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانَةً يُذَكِّرُ مِنْ كَثَرَةِ صَلَاتِنَا، وَصِيَامِنَا، وَصَدَقَتِنَا، غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِنَا، قَالَ: «هِيَ فِي النَّارِ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ فُلَانَةً يُذَكِّرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِنَا، وَصَدَقَتِنَا، وَصَلَاتِنَا، وَإِنَّهَا تَصَّدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ، وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِنَا، قَالَ: «هِيَ فِي الْجَنَّةِ»

‘এক ব্যক্তি বলল, “হে আল্লাহর রাসুল, অমুক মহিলার ব্যাপারে জানি যে, সে বেশি বেশি সালাত আদায় করে, রোজা রাখে এবং সদাকা করে; কিন্তু সে কথার দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়।” রাসুল ﷺ বললেন, “সে জাহান্নামি।” অতঃপর লোকটি বলল, “হে আল্লাহর রাসুল, অমুক মহিলার ব্যাপারে জানি যে, সে খুব কম রোজা রাখে, অল্প দান-খয়রাত করে এবং কম সালাত আদায় করে আর সে সামান্য পনির সদাকা করে; কিন্তু সে তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না।” রাসুল ﷺ বললেন, “সে জান্নাতি।””

আব্দুল্লাহ বিন আমর রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি রাসুল স-কে বলতে শুনেছি :

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» فَكَتَبَ الْقَوْمُ، فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَحَبُّكُمْ خُلُقًا»

“আমি কি তোমাদের বলে দেবো না যে, তোমাদের মধ্যে কে আমার অধিক প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে কাছে থাকবে?”



এ কথা তিনি দুই বা তিনবার বলেছেন। অতঃপর লোকেরা বলল,  
 “জি, অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রাসুল!” তারপর তিনি বললেন,  
 “তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি উত্তম চরিত্রের অধিকারী।”<sup>১৫</sup>

আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য স্পষ্ট করে দিতে চান, পরিশুদ্ধ আত্মা ও  
 পরিশুদ্ধ জীবনযাপনের সুদৃঢ় সম্পর্ক এবং সুন্দর আচরণ ও সুন্দর জীবনাচারের  
 মজবুত যোগসূত্র। তাই তো তিনি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, তার ব্যাপক  
 বরকত মুমিনদের ওপর নিরাপত্তা হয়ে বর্ষিত হয় এবং মুত্তাকি ও মুহসিনদের  
 ওপর অনুগ্রহ ও সদাচার হয়ে নাজিল হয়। তিনি বলেন :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

‘আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ইমান আনত এবং পরহেজগারি  
 অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানি ও পার্থিব  
 নিয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম।’<sup>১৬</sup>

## ৪. ভালো কাজ মন্দ কাজকে দূর করে দেয়

পবিত্র কুরআনে একটি মহান আয়াত আছে। যেখানে একই সঙ্গে দ্বীন ও দুনিয়ার  
 বিষয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও চমৎকার ভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে। ভুলত্রুটি বহু  
 মানুষের পদদ্বয়কে রক্তাক্ত করেছে, তাদের সুখ ও সৌভাগ্যকে পিষে দিয়েছে  
 এবং সহজ ও সাবলীল জীবনধারণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে কোনো ভুল বা পাপ করে না? না, এমন  
 কাউকে পাওয়া যাবে না। কিন্তু যখন মানুষ খারাপ কাজ করার পরপরই কোনো  
 ভালো কাজ করে নেবে, তখন আল্লাহ তাআলা তা মুছে দেবেন। আমাদের  
 সামাজিক জীবনে ও মিলবন্ধনে আল্লাহ তাআলার এই ঐশী হিদায়াতটি প্রয়োগ  
 করা খুবই প্রয়োজন। প্রতিনিয়ত মানুষ একে অন্যের সাথে খারাপ ব্যবহার  
 করছে। সহপাঠীর সাথে কোনো না কোনো ভুল আচরণ করছে, শ্রীর সাথে  
 রাগারাগি করছে, বন্ধুবান্ধবের সাথে অন্যায় করছে, সন্তানের সাথে রুঢ় আচরণ

১৫. মুসনাদু আহমাদ : ৬৭৩৫।

১৬. সূরা আল-আরাফ, ৭ : ৯৬।



দেখাচ্ছে, প্রতিবেশীকে কষ্ট দিচ্ছে ইত্যাদি এমন আরও বহু খারাপ আচরণ প্রকাশ পাচ্ছে। কখনো আমাদের মেজাজ খারাপ থাকে, কখনো শিরাগুলো ছিন্ন থাকে না, আবার কখনো ভুল বোঝাবুঝি হয়, মাঝে মাঝে শয়তান প্রভাব বিস্তার করে, কিংবা অজান্তেই মুখ দিয়ে অপ্রীতিকর কথা বেরিয়ে আসে, কখনো কারও চিন্তায় হৃদয়টা সংকীর্ণ হয়ে রয় ইত্যাদি বহু কারণে আমরা অজান্তেই অন্যের সাথে এমন আচরণ করে বসি, যার উপযুক্ত সে নয়।

এ ধরনের আচরণ প্রকাশ পাওয়া কখনোই উচিত নয়। কিন্তু তবুও প্রকাশ পেয়েই যায়। তবে এর মহৌষধ হচ্ছে, খারাপ আচরণের পরপরই কোনো ভালো আচরণ করা। তাহলেই খারাপটা মুছে যাবে। তবে তা হতে হবে উত্তম বাক্য উচ্চারণের মাধ্যমে, সুন্দর চেহারা দিয়ে, অন্তর থেকে বেরিয়ে আসা সৌহার্দ্য দিয়ে, হাস্যোজ্জ্বলভাবে, উদারতার সাথে, সত্য প্রশংসার মাধ্যমে, একনিষ্ঠতার সাথে অপারগতা প্রকাশ করার মাধ্যমে এবং অন্যদের আপত্তিগুলো অনুভব করার মাধ্যমে। কারণ, তারাও তো আমাদের মতোই মানুষ। যেভাবে আমরা ভুল করি, তারাও তো ভুল করে থাকে। কখনো তারা এমন পরিস্থিতির শিকার হয়, যা আমরা জানিই না। যেসব পরিস্থিতির কারণে তারা টেনশনে থাকে। সবচেয়ে বুদ্ধিমান মানুষ সে, যে অন্যের কাছে নিজের অক্ষমতা ও অপারগতা প্রকাশ করে। এ ধরনের মানুষ জীবনে সুখী হতে পারে। অসম্ভব কিছু তালাশ করে জীবনকে কুড়ে কুড়ে শেষ করে না।

যদি কখনো তুমি ভুল করো, তাহলে হা-হতাশ ও আক্ষেপ করেই সময় ব্যয় করো না। বরং এমনভাবে অনুতপ্ত হও, যার ফলে ভুল থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে পাও এবং উপকৃত হতে পারো। কিন্তু কখনো 'যদি এমন হতো...' ইত্যাদি কথা বোলো না। কারণ, এমন কথায় শয়তান সুযোগ পায়। রাসূল ﷺ-এর নির্দেশনা হলো, খারাপ কোনো কাজ করে ফেললে এর পরপরই ভালো কাজ করে নাও। তাহলে অচিরেই ভুল দূর হয়ে যাবে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় সামনেই সৌভাগ্য দেখতে পাবে। তিনি বলেন :

اَتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِحُلِّي  
حَسَنِي

‘যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় করো। মন্দ কাজের পরপরই ভালো কাজ করো—তাতে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে। আর মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করো।’<sup>১৭</sup>

## ৫. পিতামাতাকে সুখে রাখো

এমন কোনো মানুষ নেই, যে পিতামাতার প্রতি সন্তানের সুন্দর ব্যবহারের আবশ্যকীয়তার কথা জানে না। পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখার পেছনে একমাত্র মাধ্যম তারা দুজনই। তারা সন্তানকে সাধ্যের সবটুকু চেষ্টা বিলীন করে লালনপালন করেছেন। সন্তানের সুখ-শান্তির জন্য জীবনভর কাজ করে গেছেন। সুতরাং তাদের সম্মান করা, তাদের সাথে সদাচরণ করা বিশেষ করে বার্ষিক্যে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার ও খিদমত করা সন্তানের জন্য আবশ্যিক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا -  
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَانِي صَغِيرًا

‘তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত কোরো না এবং পিতামাতার সাথে সদ্যবহার করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ষিক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের “উহ” শব্দটিও বোলো না এবং তাদের ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বোলো। তাদের জন্য সদয়ভাবে নশ্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও আর বোলো, “হে আমার পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালনপালন করেছেন।”’<sup>১৮</sup>

১৭. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৮৭।

১৮. সূরা আল-ইসরা, ১৭ : ২৩-২৪।



রাসুল ﷺ বলেছেন :

بَرُّوا آبَاءَكُمْ تَبَرُّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ

‘তোমরা তোমাদের পিতামাতার সাথে সদাচরণ করো। তাহলে তোমাদের সন্তানরাও তোমাদের সাথে সদাচরণ করবে।’<sup>৯৯</sup>

তিনি আরও বলেন :

مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ طُوبَى لَهُ، زَادَ اللَّهُ فِي عُمْرِهِ

‘যে ব্যক্তি পিতামাতার সাথে সদাচরণ করবে, তার জন্য সুসংবাদ। আল্লাহ তাআলা তার হায়াত বাড়িয়ে দেবেন।’<sup>১০০</sup>

একদিন ইবনে উমর ﷺ এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে তার মাকে কাঁধে নিয়ে কাবা ঘর তাওয়াফ করছে। তাই সে বলল, ‘হে ইবনে উমর, আপনি কি দেখছেন না, আমি তার প্রতিদান দিয়ে দিচ্ছি?’ তিনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, ‘না, না; বরং তুমি তার সাথে সুন্দর আচরণ করছ। আর আল্লাহ তাআলা তোমাকে এই সামান্য সুন্দর আচরণের কারণে অনেক বেশি পুরস্কার দেবেন।’

## ৬. নিকটাত্মীয়দের সুখী করো

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নিকটাত্মীয়দের মাঝে সৌহার্দ্য, সহানুভূতি ও ভালোবাসার বন্ধনকে মজবুত করার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। সুতরাং যারা এসব সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার দুঃসাহস করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্কে ফাটল ধরায়, তারা আল্লাহর নীতির সীমালঙ্ঘন করল। যা-ই করুক না কেন, পরিশেষে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তিনি ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

৯৯. আল-মুজামুল আওসাত : ১০০২।

১০০. আল-মুজামুল কাবির লিখিত-তাবারানি : ৪৪৭, মুসতাদরাফুল হাকিম : ৭২৫৭।

‘হে মানবসমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দুজন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট (হক) চেয়ে থাকো এবং আত্মীয়-জ্ঞাতীদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।’<sup>১০১</sup>

রাসুল ﷺ বলেছেন :

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحْمَةً

‘যে ব্যক্তি চায় যে, তাকে তার রিজিকের প্রশস্ততা বা জীবন (বরকতময় হয়ে) দীর্ঘ হওয়া আনন্দিত করুক, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে।’<sup>১০২</sup>

তিনি আরও বলেন :

صِلَةُ الرَّجِيمِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ يُعَمِّرَنَّ الدِّيَارَ وَيَزِدَنَّ فِي الْأَعْمَارِ

‘আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখা ও উত্তম চরিত্র অবলম্বন করা দেশকে আবাদ রাখে এবং আয়ু বৃদ্ধি করে।’<sup>১০৩</sup>

১০১. সূরা আন-নিসা, ৪ : ১।

১০২. সহিহুল বুখারি : ২০৬৭।

১০৩. তআবুল ইমান : ৭৫৯৯।



## ৭. মানুষের প্রয়োজন পূরণের মাঝে সুখ ও সৌভাগ্য রয়েছে

যখন কাউকে তোমার কাছে প্রয়োজন পূরণের জন্য আসতে দেখবে, তখন 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে। কেননা, তিনি তোমাকে তার প্রয়োজনের কথা বলার পাত্র বানিয়েছেন। অতঃপর আবার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে। কারণ, তিনি তোমাকে মানুষের প্রয়োজন পূরণের তাওফিক দিয়েছেন। মসজিদে ইতিকারের চেয়েও মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য চেষ্টা করা তোমার জন্য অধিক উত্তম। তোমার কোনো মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে অথবা কোনো কাজে সহায়তা করার মাধ্যমে তাকে আনন্দ দেওয়ার মাঝে অনেক বড় সৌভাগ্য রয়েছে।

রাসূল ﷺ-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল, কারা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়?' তিনি বললেন :

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُورُ  
تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَنْظِرُ  
عَنْهُ جُوعًا، وَلَيْنَ أَمْثَلِي مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتَكِفَ  
فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ، وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ  
عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمِضِيَهُ أَمْضَاءَ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءَ  
يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يُبَيِّنَهَا لَهُ ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَهُ  
يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ

'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ তারা, যারা মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে, কোনো মুসলিমের অন্তরকে খুশি করা বা তার কোনো বিপদ দূর করে দেওয়া বা তার ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া বা তার ক্ষুধা দূর করা। কোনো ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে তার সাথে হাঁটা আমার কাছে এই মসজিদে (মসজিদে নববি) এক মাস ইতিকার করার চেয়েও অধিক প্রিয়। যে রাগ প্রশমিত করে, আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখেন। যে

ক্রোধ প্রয়োগ করার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা নিয়ন্ত্রণ করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার অন্তরকে সন্তুষ্টি দ্বারা ভরে দেবেন। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তার সাথে চলে এবং পূরণ করে দেয়, আল্লাহ তার পদদ্বয়কে সেদিন দৃঢ় রাখবেন, যেদিন (অনেকের) পাসমূহ পদস্থলিত হবে।<sup>১০৪</sup>

তিনি আরও ইরশাদ করেন :

إِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ أَقْوَامٍ نِعْمًا يُقَرُّهَا عِنْدَهُمْ مَا كَانُوا فِي حَوَائِجِ النَّاسِ، مَا لَمْ يَمْلُؤُوهُمْ فَإِذَا مَلَّوْهُمْ نَقَلَهَا مِنْ عِنْدِهِمْ إِلَى غَيْرِهِمْ

নিশ্চয় লোকদের কাছে আল্লাহর এমন কিছু নিয়ামত আছে, যা আল্লাহ তাদের কাছে স্থির রাখেন, যতক্ষণ তারা মানুষের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট থাকে; যতক্ষণ না তারা তাদের বিরক্ত করে। যখন তারা তাদের বিরক্ত করে, তখন আল্লাহ তাআলা তা অন্যদের কাছে স্থানান্তরিত করেন।<sup>১০৫</sup>

আল্লাহর জন্য ভালোবাসার একটি আলামত হলো, মুসলিম ভাইয়ের উপকার করতে পছন্দ করা এবং তার কাছে যাওয়ার জন্য প্রফুল্ল হওয়া, যেমনিভাবে তার উপকার করে আনন্দিত হও। অতএব যখন তুমি এই উপকার করতে সচেষ্ট হবে, তাহলে উত্তম আনুগত্যের মাধ্যমে এবং উন্নত প্রতিদানের অধিকারী হয়ে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করবে।

ইবনে আক্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি মসজিদে নববিতে ইতিকারত ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে সালাম দিয়ে বসল। অতঃপর ইবনে আক্বাস রাঃ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, “হে অমুক, তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হচ্ছে!” লোকটি বলল, “হে আল্লাহর রাসুলের চাচাতো ভাই, অমুকের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আমার। এই কবরওয়ালার সম্মানের শপথ, আমার কাছে এর সক্ষমতা নেই।” ইবনে আক্বাস রাঃ বললেন, “আমি কি তার ব্যাপারে তোমার সাথে

১০৪. আল-মুজামুল কাবির লিত-তাবারানি : ৮৬১।

১০৫. আল-মুজামুল আওসাত : ৮৩৫০।



কথা বলব না?" সে বলল, "যদি আপনি পছন্দ করেন তাহলে বলুন।" তারপর ইবনে আব্বাস   জুতো পরে মসজিদে থেকে বেরিয়ে আসলেন। লোকটি তাকে বলল, "আপনি কি ভুলে গেছেন, আপনি কোথায় ছিলেন?" তিনি বললেন, "না, কিন্তু আমি এই কবরের অধিবাসীকে বলতে শুনেছি যে :

مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ وَبَلَغَ فِيهَا كَانَ خَيْرًا مِنْ اغْتِكَافٍ عَشْرِ سِنِينَ،  
وَمَنْ اغْتِكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ  
خَنَادِقَ

‘কারও তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে তার সাথে চলা এবং তা পূরণ করে দেওয়া দশ বছর ইতিকার করার চেয়ে উত্তম। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য একদিন ইতিকার করে, আল্লাহ তার ও জাহান্নামের মাঝে তিন খন্দক পরিমাণ দূরত্ব করে দেন।’<sup>১০৬</sup>

অপর বর্ণনায় এসেছে,

كُلُّ خَنْدَقٍ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْخَافَقَيْنِ

‘প্রত্যেক খন্দক পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের ব্যবধানের চেয়ে অধিকতর দূরবর্তী।’<sup>১০৭</sup>

মুহাম্মাদ গাজালি   বলেন, ‘এই হাদিসে মুসলিমদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের চমৎকার উপমা ফুটে উঠেছে। আরও ফুটে উঠেছে সমাজসেবার অনুপম দৃষ্টান্ত। যা একটি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সমাজবদ্ধ মানুষের মাঝে বন্ধন অটুট রাখতে খুবই প্রয়োজন।

ইবনে আব্বাস   মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে ইতিকার ছেড়ে দেওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ইতিকার একটি ফজিলতপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহর কাছে ইতিকারের অনেক মর্যাদা রয়েছে। কেননা, ইতিকারে মানুষ সালাত, সিয়াম, জিকির-আজকার ইত্যাদি চমকপ্রদ ইবাদতে মগ্ন থাকে। তার ওপর

১০৬. শুআবুল ইমান : ৩৬৭৯।

১০৭. আল-মুজামুল আওসাত : ৭৩২৬।

যদি ইতিকাক্ষ মসজিদে নববিত্তে করা হয়। তাহলে তো অন্যান্য মসজিদে এক হাজার বার ইতিকাক্ষ করার সমান প্রতিদান পাওয়া যায়।

মসজিদে নববিত্তে ইতিকাক্ষের এত বেশি ফজিলত থাকা সত্ত্বেও ইবনে আব্বাস রা সাহায্যপ্রার্থী মুসলিম ভাইকে সহযোগিতায় এগিয়ে যাওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ স-এর কাছে এমনই শিক্ষা পেয়েছেন।<sup>১০৮</sup>

## ৮. পরস্পর হাদিয়া দেওয়ার মাঝে সুখ ও সৌভাগ্য রয়েছে

হাদিয়ার একটি জাদুময়ী প্রভাব আছে। পারস্পরিক ভালোবাসা, সৌহার্দ্য, হৃদয়তা বৃদ্ধিতে এর কার্যকারিতা অনেক। রাসূল স ইরশাদ করেছেন :

وَتَهَادُوا تَحَابُّوا، وَتَذْهَبِ الشُّحْنَاءُ

‘তোমরা হাদিয়া দাও—তাহলে পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং তা (তোমাদের মধ্যকার) বিদ্বেষ দূর করে দেবে।’<sup>১০৯</sup>

কথিত আছে, সফর থেকে আসলে পরিবারকে কিছু হাদিয়া দাও। হোক তা সামান্য পাথরের টুকরো।

১০৮. খুল্লুকুল মুসলিম, শাইখ মুহাম্মাদ আল-গাজালি।

১০৯. মুয়াত্তা মালিক : ১৬।





চতুর্থ অধ্যায়

## দাম্পত্য জীবনের সুখ

পৃথিবীর সবগুলো বাড়িঘর এক সমান নয়। সৌন্দর্য ও শান্তির দিক থেকে সবগুলো সুখী পরিবারের মতো হতে পারে না। আমরা যেখানেই সফর করি বা গমন করি, সেখানেই দেখি, সুখী পরিবারের চেয়ে সুন্দর ও উত্তম পরিবার হতেই পারে না। যদি বাবা-মা দুজনেই জানে, কীভাবে আরামদায়ক ও সুখী জীবনযাপন করতে হয়, তাহলে তাদের কাছে ‘সৌভাগ্য বা সুখ’ এবং ‘বাড়িঘর’ দুটোই সমার্থক শব্দ। অন্যথায় নয়।

যে ঘরে কোনো ঝগড়া-বিবাদ নেই, নেই কোনো কলহ, যে ঘর থেকে কর্কশ ভাষা ও তিক্ত সমালোচনার আওয়াজ আসে না, সেই ঘর সুখী। সে ঘরে পরিবারের সকল সদস্য আশ্রয় নিয়ে শান্তি পায়, আরাম ও প্রশান্তি অনুভব করে।

পারিবারিক সুখ-শান্তি বিনির্মাণের দায়িত্ব বাবা-মা দুজনেরই। অধিকাংশ পরিবার কর্কশ ও তিক্ত আচরণ এবং ঝগড়া-বিবাদের কারণে ধ্বংস হয়ে যায়। বেশির ভাগ পরিবারের সুখের ভিতগুলো নষ্ট হয়ে যায় আধিপত্যের অগ্রহ কিংবা বাবা-মা দুজনের কারও পক্ষ থেকে ইখলাসের ত্রুটি থাকার কারণে। বাবা-মায়ের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ, কর্কশ ভাষাব্যবহার ও ইখলাসহীনতা দেখে দেখে যখন সন্তানগুলো বড় হতে থাকে, তাদের মাঝেও তখন এসবের প্রভাব পড়ে। যদি এভাবেই একটি পরিবারের সদস্যরা বেড়ে উঠতে থাকে, তাহলে সৌভাগ্যের আর কোনো ছিটেফোঁটাও থাকবে না তাদের মাঝে।

বাস্তবতা হলো, আমরা কখনো আমাদের সম্ভানের চোখ ফাঁকি দিতে পারব না। কেননা, তারা আমাদের সম্পর্কে ভালোই জানে। আমাদের আচরণের প্রতিটি মুহূর্ত, পরিবার-পরিচালনার পদ্ধতি এবং অন্যদের সাথে ব্যবহারবিধি সবই তারা দেখে। অতঃপর তারা আমাদের অনুসরণ করতে থাকে এবং আমাদের সাথে যেমন আচরণ করে, অন্য মানুষের সাথেও তেমনই আচরণ করে। আমাদের প্রতি তাদের আস্থা কমে গেলে ভবিষ্যতে যাদের সাথে তারা বসবাস করবে, তাদের প্রতিও আস্থা কমে যাবে। যা তাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। দুঃখ-কষ্ট ও সৌভাগ্যহীনতা অসুস্থতা ভেকে আনে। আমাদের ভুলের কারণেই জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। অনেক সময় আমরা জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলার মতো কিংবা ক্রোধ জাগ্রত করার মতো খুবই নগণ্য ও সাধারণ বিষয়গুলোর অনুমোদন দিয়ে ফেলি। ফলে এসব বিষয় নিয়ে সারা দিন চিন্তাপাল্লা করতে হয়। অথচ এই সামান্য বিষয়ের জন্য এমনটা করার প্রয়োজনই হতো না। সারা দিন এগুলো নিয়ে চেষ্টাচেষ্টা করতে করতে রক্তচাপ বেড়ে যায়, অন্তর কেঁপে ওঠে। এভাবেই সৃষ্টি হতে থাকে নানা রোগের। যা পরবর্তী সময়ে জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে।

## ১. কীভাবে পরিবারের সুখ বিনির্মাণ করবে?

অনেকেই প্রশ্ন করে, কীভাবে পরিবারে শান্তি আনয়ন করব? কেনই বা তারা পারিবারিক শান্তি, স্থিতিশীলতা ও প্রফুল্লতা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়?!

সাইয়িদা আমিনা সায়িদা বলেন, 'সৌভাগ্য আল্লাহর দান। যাকে ইচ্ছা তাকেই তিনি দান করেন। আবার চাইলে কারও কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর ইচ্ছে মতোই পরিচালনা করেন। যদি সুখ তৈরি করা যেত, তাহলে দুনিয়ার বুকে কোনো হতভাগা থাকত না। যদি জীবনের শেষ অংশে সুখী হওয়ার নিশ্চয়তা থাকত, তাহলে প্রথম অংশে কষ্ট করে অতিবাহিত করেও মানুষ আনন্দ অনুভব করত। যদি সুখের কণাগুলো পৃথিবীর কোনো আনাচে-কানাচে লুকিয়েও থাকত, তবুও মানুষ দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে সেখানে পৌঁছার ইচ্ছা করত। যদি আগুন আর কাঁটার বিছানার ওপর দিয়েও পথ অতিক্রম করতে হতো, তবুও মানুষ পিছপা হতো না।



ঘরের মধ্যে শান্তি নিশ্চিত হলে পুরো জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। সুখ একটি মানসিক বিষয়। যা আল্লাহর ইচ্ছায় তৈরি হয়। তবে সুখ বিনির্মাণে ভাগ্য অনেক ভূমিকা রাখে। কিন্তু আমাদের আত্মপ্রচেষ্টা বলে সুখ লাভের পথ আবিষ্কার করতে হবে এবং সুখের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জীবনে একবার হলেও সুখ নিজ থেকে তোমার ঘরে এসে দেখা দেবে। কিন্তু তোমার এমনটা ভাবা ঠিক হবে না যে, তখন যদি অনুকূল ও উপযোগী পরিবেশ পাই, তাহলে তা গ্রহণ করব, অন্যথায় করব না। বুদ্ধিমান সে, যে সুযোগ পেয়ে সুখী পরিবার গঠনের মৌলিক উপাদানগুলো সংগ্রহ করেছে। মৌলিক কিছু উপাদান হলো :

**ভালোবাসা :** সুখী পরিবার গঠনের অন্যতম কার্যকর উপাদানের নাম ভালোবাসা। তবে এর দ্বারা এমন ভালোবাসা উদ্দেশ্য নয়, যা দ্রুত লাফিয়ে ওঠে, আবার ক্ষণিকের মধ্যেই নিভে যায়। বরং এখানে ভালোবাসা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পারস্পরিক আত্মিক সামঞ্জস্যতা এবং মহৎ মানসিক অনুভূতি।

সুখী পরিবার কেবল ভালোবাসার উপাদানের ওপরই নির্ভর করে থাকে না। বরং এর জন্য প্রয়োজন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পারস্পরিক ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টি।

**ক্ষমাশীলতা :** উভয়ের মাঝে আস্থা ও সুধারণার কথাগুলো বিনিময় করতে হবে। আমরা তো বাড়িতে অনেক মজা করি। যদি আমরা বিশ্বাস করি, আমরা মানুষ আর ভুল মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য—তাহলে এটা আশ্চর্যের কিছু নয় যে, সঠিক কথা বা কাজের মূল্যায়ন দুজনের কেউ না কেউ নিজের দিকে নেবে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, ভুল করার পর কেউ ভুল স্বীকার না করা কিংবা ভুল সংশোধনের চেষ্টা না করা।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, একজনের ভুল দেখে আরেকজনের মনে কষ্ট আসা এবং মনের মধ্যে তা পুষতে থাকা। অতঃপর মনের গভীরে লালিত এই কষ্ট থেকে সৃষ্টি হয় লেলিহান অগ্নিশিখা। যা পরবর্তী সময়ে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে আসে। কিন্তু যদি কষ্ট আসার সাথে সাথে একজন আরেকজনকে ক্ষমা করে দিত, তাহলে ঘরে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আসত।

সহায়তা : পারস্পরিক সহায়তা একটি আদর্শ সুখী পরিবার গঠনের অন্যতম উপাদান। এটি ছাড়া ভালোবাসা এবং ক্ষমা করার মূল্য থাকে না। এগুলো একটি আরেকটিকে শক্তিশালী করে। আর পারস্পরিক সহায়তার দুটি দিক রয়েছে। নৈতিক ও বস্তুগত। ঘরের যেকোনো সমস্যার সমাধানের জন্য উত্তম পরিকল্পনা গ্রহণ করার দ্বারা প্রথম দিকটি দৃশ্যমান হয়। স্বামী-স্ত্রী একজন আরেকজনের কষ্টে সহায়তা না করলে এবং পরস্পরকে মূল্যায়ন না করলে সবচেয়ে বেশি সমস্যা সৃষ্টি হয়। এ ছাড়াও একজন আরেকজনকে সহযোগিতা না করে কেবল নিজের অবদানের সাফাই গাওয়ার দ্বারাও দূরত্ব সৃষ্টি হয়।

বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে পারস্পরিক নির্দোষিতা ও পবিত্রতার কথা উল্লেখ না করে সুখী পরিবার গঠনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া যাবে না। কেননা, এটি সম্মানজনক জীবনযাপনের এবং মানুষের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার কেন্দ্রবিন্দু।

প্রকৃত পবিত্রতা ও নির্দোষিতা : মুখের কথা, অন্তরের চিন্তা এবং কাজকর্ম সবই এর অন্তর্ভুক্ত। কথাকে ক্রটিমুক্ত রাখার জন্য, মস্তিষ্কে বিনষ্টতা থেকে রক্ষা করার জন্য এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা নিজের ও মানুষের জন্য কল্যাণকর কাজ করা ও অকল্যাণকে প্রতিহত করার জন্য এগুলোর প্রয়োজন রয়েছে।

জনৈক সমাজবিজ্ঞানী লিখেছেন, 'অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, মতবিরোধ এড়াতে স্বামী-স্ত্রীর সবচেয়ে কার্যকর ও শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হলো, এমন কোনো অগ্নিকাণ্ড যাতে প্রজ্বলিত না হয়, যা শুরু হওয়ার সময় অল্প পানি দ্বারা নেভানো সম্ভব নয়। কেননা, অধিকাংশ পারিবারিক মতবিরোধ (যেগুলো তালাক পর্যন্তও গড়ায়) সাধারণ ও নগণ্য কিছু কারণে হয়ে থাকে। যেগুলো ধীরে ধীরে উভয়ের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে এবং একপর্যায়ে তা সংশোধন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

পারিবারিক সুখের দৃষ্টান্ত মৌমাছির নির্মিত মৌচাকের মতো। এটি নির্মাণে যত বেশি চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা হবে, তত বেশি মিষ্টতা বৃদ্ধি পাবে।



## ২. নারী ও সৌভাগ্য

প্রায়শ নারীরা নিজেদের জন্য সৌভাগ্যের উপকরণগুলো নির্ধারণ করে রাখে। একজন নারী সাধারণত যেগুলো চায়, সেগুলো হলো, শক্তিশালী একজন স্বামী, সন্তানসন্ততি, সুন্দর বাড়ি, ভালো অর্থনীতি ইত্যাদি। এই আশাগুলো সর্বদা নারীমনে ঘুরপাক খেতে থাকে। সে এগুলোর স্বপ্ন দেখে এবং জীবনে এগুলো পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করে।

অধিকাংশ নারীর চোখে একজন ভালো স্বামী হওয়া সাধারণ কোনো বিষয় নয়। অনেক পুরুষ আছে সবকিছুতে নারীর ওপরই নির্ভর করে থাকে এবং পারিবারিক যেকোনো বিষয়ে তার কোনো মূল্যায়নই থাকে না।

যেকোনো নারীই প্রত্যাশা করে, তার স্বামী যেন শক্তিশালী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও সহানুভূতিশীল হয়। যেকোনো বিষয় অনুধাবনের ক্ষেত্রে যেন মহৎ হয়। উত্তম উপদেশদাতা, বিশ্বস্ত, অন্তরঙ্গ বন্ধু, একনিষ্ঠ প্রেমিক হয় এবং স্বামী যেন এমন সুপুরুষ হয়, যার ওপর সারা জীবন ভরসা করা যায়।

## ৩. পুরুষ ও সৌভাগ্য

পুরুষরা অধিক আশা ও প্রত্যাশা করে। তারা সম্পদ, শক্তি, দাপট ও ক্ষমতাকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দেখে। যদি তাদের আশাগুলো বাস্তবায়িত হয় এবং কাঙ্ক্ষিত বস্তু পেয়ে যায়, তাহলে কি তারা প্রকৃত সুখ পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করবে?

যেসব পুরুষ মানুষের অর্থের দিকে না তাকিয়ে তাদের সম্মান পেয়ে লাভবান হতে চায়, এরা অধিকাংশই হতভাগা-দুর্ভাগা হয়। কেবল প্রসিদ্ধি ও পরিচিতি লাভের চেষ্টা করা আত্মিক প্রশান্তি ও সৌভাগ্য লাভের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। শুধু এগুলো সৌভাগ্য লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং কখনো কখনো এগুলো দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কোনো পুরুষ যদি তার স্ত্রী-সন্তানের প্রতি সমৃদ্ধ থাকে, কর্মক্ষেত্রে সফল হয়, সুখে দুঃখে, গরম ও ঠান্ডায় সব সময় হাসিখুশি থাকে, সে-ই জীবনে সুখী হতে পারবে।

পক্ষান্তরে যদি স্বামী স্ত্রীকে ঘৃণা করে, সন্তানের প্রতি আস্থাবান না হয়, কাজকর্মকে বুকের মধ্যে চেপে বসা দুঃস্বপ্নের মতো মনে করে, দিন হলে রাত আসার অপেক্ষায় এবং রাত হলে দিনের আলো ফোটার আশায় থাকে, তাদের উচিত নিজেদের একটু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং নিজেদের অবস্থাকে সংশোধন করা। অন্যথায় সব সময় দুর্ভাগ্য আর হতাশার মধ্যে কাটাতে হবে।

## ৪. স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পার্থক্য

শুরুতেই উল্লেখ্য যে, স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে ব্যক্তিগত অনেক পার্থক্য রয়েছে। যেমন : স্বামীর এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলো জন্মগতভাবে সে তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে। স্ত্রীর মাঝে সেগুলোর পরিবর্তে তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে পাওয়া অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে।

পরিবেশগত পার্থক্য থাকতে পারে। হয়তো স্বামী যেই পরিবেশে বড় হয়েছে, স্ত্রী তেমন পরিবেশে বড় হয়নি। আবার স্ত্রী যেমন পরিবেশে বড় হয়েছে, স্বামী তেমন পরিবেশে বড় হয়নি। কেউ হয়তো ধীনদার পরিবারে লালিতপালিত হয়েছে, কেউ দুনিয়াদার পরিবারে। একেক জনের অভ্যাস একেক রকম হতে পারে। উভয়ের মাঝে সামাজিকতার দিক থেকে ভিন্নতা থাকতে পারে।

প্রত্যেকের মাঝে মানসিকতার পার্থক্য থাকতে পারে। হয়তো স্বামী কিছুটা রসিক, প্রাণবন্ত ও প্রফুল্ল; কিন্তু তার স্ত্রী তার বিপরীত।

আরও থাকতে পারে চারিত্রিক পার্থক্য। কেউ হয়তো উদার এবং ক্ষমাশীল। আর অপরজন কিছুটা বিপরীত। থাকতে পারে শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য। ইত্যাদি এমন আরও বহু পার্থক্য থাকতে পারে উভয়ের মাঝে।

কিন্তু এত এত অমিল ও পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মাঝে পারস্পরিক মিল হওয়ার অনেক বড় কিছু দিক রয়েছে। যেগুলো কাজে লাগিয়ে সকল অমিলকে



পিছে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয়; যাতে উভয়ের মাঝে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায় এবং শক্তিশালী হয়। পার্থক্য ও ভিন্নতা হাজারো পয়েন্টে থাকলেও মিল হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার একটি বাণীই যথেষ্ট। তিনি ইরশাদ করেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

‘আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাব। আর তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।’<sup>১১০</sup>

সুতরাং দুজনের মাঝে ভিন্নতা থাকলেও অবশ্যই দুজনকেই শান্তি ও পূর্ণতা বাস্তবায়নের জন্য কাজ করতে হবে। প্রত্যেককেই প্রত্যেকের মধ্যে থাকা কল্যাণকর গুণগুলো দ্বারা পরস্পরকে সহায়তা করতে হবে। যাতে তাদের মাঝে কোনো ত্রুটি ও ফাটল অনুপ্রবেশ করতে না পারে। একে অপরের জন্য ব্যক্তিগত কিছু অভ্যাস ও স্বভাবকে পরিবর্তন করতে হবে। যখন তোমার স্ত্রীর সুখের জন্য তোমার কিছু ব্যক্তিগত অভ্যাস ও আত্মহ পরিবর্তন করার বিষয়টি সে জানতে পারবে, তাহলে সেও তোমার জন্য তার কিছু অভ্যাসকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে, কিছু আত্মহ ও ইচ্ছাকে কুরবান করবে।

উভয়ের মধ্যকার ভিন্নতাগুলোকে একে অপরকে আকর্ষণ করার কাজে লাগানো যায়। সুতরাং স্ত্রীর মাঝে কোনো ভিন্নতা দেখে নিজেকে দুশ্চিন্তায় ফেলো না। কেননা, তুমি তো এমন কোনো নারীকে বিয়ে করেনি, যে তোমার স্বভাবের সাথে পরিপূর্ণ মিল রাখে এবং এমন কোনো মেয়ে এনে ঘরে তোলোনি, যার শিক্ষাগত যোগ্যতা তোমার সমান। এমনটা ভাবতে পারলে তবেই পারিবারিক জীবনে সুখী হতে পারবে। জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার পদ্ধতিগুলো সুখের পথ বিনির্মাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।<sup>১১১</sup>

১১০. সূরা আর-রুম, ৩০ : ২১।

১১১. কাইফা তুয়ামিলু জাওজাতাকা, উসতাজ ইউসুফ মিখাইল আসআদ।

একটি বিষয় প্রত্যেকের জানা থাকা দরকার। সুখী পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই সেই সম্পর্ক তাকওয়া ও শরিয়াহর নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যদি সম্পর্কগুলো শরিয়াহর মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেই সম্পর্ক যেকোনো মুহূর্তে নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে।

তাই তো রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ،  
تَرَبِّثْ يَدَاكَ

‘চারটি দিক বিবেচনা করে নারীকে বিয়ে করা হয়—তার সম্পদ, বংশমর্যাদা, সৌন্দর্য ও দীনদারি (দেখে)। সুতরাং তুমি দীনদারিকে প্রাধান্য দাও। অন্যথায় ধূলিধূসরিত হোক তোমার হস্তদ্বয়।’<sup>১১২</sup>

রাসুল ﷺ আরও বলেন :

مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنَّ أَمْرَهَا أَطَاعَتُهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبْرَثُهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا

‘কোনো মুমিন ব্যক্তি আল্লাহভীতির পর উত্তম যা লাভ করে, তা হলো পুণ্যময়ী স্ত্রী। স্বামী তাকে কোনো নির্দেশ দিলে সে তা পালন করে; সে তার দিকে তাকালে (তার হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ও প্রফুল্লতা) তাকে (স্বামীকে) আনন্দিত করে এবং সে তাকে শপথ করে কিছু বললে তা পূর্ণ করে। আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে সে তার সম্ব্রম ও স্বামীর সম্পদের হিফাজত করে।’<sup>১১৩</sup>

১১২. সহিহুল বুখারি : ৫০৯০, সহিহ মুসলিম : ১৪৬৬।

১১৩. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৫৭।



## ৫. কীভাবে স্ত্রীকে সুখী রাখবে?

- স্ত্রীকে কখনো হেয়জ্ঞান কোরো না। কারণ, নারীদের কখনো হেয় প্রতিপন্ন করলে বা ছোট করলে তাদের মেধা-মস্তিষ্কে খুব প্রভাব ফেলে। যেসব অবজ্ঞার কারণে তোমার স্ত্রী তোমাকে অন্তর থেকে ক্ষমা করতে পারবে না, সেসব অবজ্ঞার ব্যাপারে সতর্ক থেকে। অনেক সময় স্ত্রী মুখে ক্ষমা করলেও অন্তরে তা থেকেই যায়। কখনো তার গায়ে হাত তুলো না, তিরস্কার কোরো না, তার বাবা-মার নাম ধরে অভিশাপ দিয়ো না, তার সম্মানে আঘাত হেনো না এবং গালি দিয়ো না।
- স্ত্রীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করো। তাহলে সেও তোমার সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে। তার ভেতরে এই অনুভূতি জাগ্রত করো যে, তুমি তোমার চেয়েও তাকে বেশি প্রাধান্য দাও, তাকে সুখী করার জন্য খুবই আগ্রহী হয়ে থাকো, তার স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখো এবং কখনো যদি সে অসুস্থ হয়, তাহলে তার সুস্থতার জন্য তোমার সাধ্যের সবটুকু কুরবান করে দেওয়ার বিশ্বাস তার ভেতরে সৃষ্টি করো।
- তোমার ব্যক্তিগত বা সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো সমান গুরুত্বারোপ করার জন্য স্ত্রীকে চাপাচাপি কোরো না। যেমন : তুমি যদি জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়ে থাকো, তাহলে নক্ষত্ররাজির প্রতি তোমার মতো গুরুত্ব তার কাছ থেকে আশা কোরো না!
- জীবনপথে অটল থাকো। দেখবে, সেও একদিন তোমার অনুকূলে চলে আসবে। রাসূল ﷺ বলেছেন, (عَفُّوا تَعِفُّ نِسَاؤُكُمْ) 'তুমি পবিত্র থাকো, তাহলে তোমার স্ত্রীও পবিত্র থাকবে।'<sup>১১৪</sup>

কখনো অবৈধ কিছুর দিকে দৃষ্টি দিয়ো না; হোক তা রাস্তায় বা টেলিভিশনের পর্দায়। আজ অধিকাংশ পারিবারিক কলহ এসব টিভি-সিরিয়ালের কারণে ঘটছে।

- কখনো স্ত্রীর আত্মর্যাদায় আঘাত দেবে না এবং কোনোভাবে তাকে ঈর্ষান্বিত করবে না। যেমন : তাকে বললে, 'আমি তো আরেকটি বিয়ে করতে যাচ্ছি' অথবা তার সামনে অন্য কোনো মহিলার প্রতি তোমার আকর্ষণের কথা প্রকাশ করা ইত্যাদি। এগুলো তার হৃদয়কে খুব গভীরভাবে দংশন করতে থাকে। অন্তর থেকে প্রশান্তি কেড়ে নেয়। দূষিততা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও সন্দেহের কারণে মন থেকে ভালোবাসা উড়ে যায়। অধিকাংশ সময় এসব অনুভূতি শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত হানে এবং অসুস্থতার সৃষ্টি করে। তারপর তোমাকেই একেকবার একেক ডাক্তারের কাছে ছোট্টাছুটি করা লাগবে তাকে নিয়ে।
- নির্দিষ্ট কোনো স্থানে প্রকাশ পাওয়া কোনো দোষ-ত্রুটি বা ভুলের কথা সেখানে যাওয়ার পর তাকে মনে করে দিয়ো না। বিশেষ করে অন্য কারও সামনে এমন কাজ কিছুতেই করবে না।
- স্ত্রীর স্বভাব-চরিত্র সংশোধন করার সময় তোমার নিজের স্বভাবগুলোও ঠিক করে নেবে। কেবল স্ত্রী তার আখলাক ও অভ্যাস ঠিক করবে আর তুমি তোমার অবস্থাতেই অটল থাকবে, তা কাম্য নয়; বরং তোমাকেও ঠিক হতে হবে।
- যেসব কারণে স্ত্রীর ক্রোধ চেপে বসে, সেগুলো থেকে দূরে থেকো। যদি তোমার কোনো মেজাজের কারণে এমনটা ঘটে, তাহলে সেটা সংশোধন করে নাও।
- তার ভালো গুণগুলো তোমার মাঝে গ্রহণ করার চেষ্টা করো। বহু পুরুষ স্ত্রীর দ্বীনের ওপর অবিচলতা ও মূল্যবোধ দেখে নিজেও দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- সর্বদা শান্ত ও ফুরফুরে মেজাজে থাকার চেষ্টা করো। কখনো ক্রোধান্বিত হোয়ো না। যেমনটি রাসূল ﷺ বলেছেন। পরস্পর বিদ্বেষ, ঘৃণা ও মতানৈক্যের প্রধান কারণ হলো রাগ। যদি স্ত্রীর সামনে কোনো ভুল করে থাকো, তাহলে তার কাছে ভুলের কথা স্বীকার করো। কোনো একটি দিন এমন অতিবাহিত করো না যে, তুমি তার ওপর রেগে আছ আর সে এই চিন্তায় কান্না করতে করতে চোখ ভিজিয়ে ফেলছে। মনে রেখো, অধিকাংশ



সময় রাগের কারণগুলো খুবই তুচ্ছ নগণ্য হয়ে থাকে। যেগুলোর কারণে রাগ দেখানো এবং সুখময় জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলা শোভা পায় না।

বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো। ক্রোধকে প্রশমিত করো। মনে রেখো, সামান্য কারণে কিছু সময় স্ত্রীর সাথে রাগারাগি করার চেয়েও তোমাদের মধ্যকার যেই প্রেম, ভালোবাসা ও সম্পর্ক রয়েছে, তা অধিক উত্তম এবং উন্নত।

- স্ত্রীকে তার নিজের প্রতি আস্থাশীল হওয়ার সুযোগ দাও। তোমার কৃতদাসী ও চাকরানি বানিয়ে না। বরং তাকে তার প্রকৃতি, কাঠামো, চিন্তাচেতনা ও নিজস্ব স্থিতিশীলতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে সাহস জোগাও। তোমার যাবতীয় বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করো। সুন্দরভাবে তার সাথে পর্যালোচনা করো। যখন দেখবে, তার দেওয়া মতামতটি অধিকতর সঠিক, তখন সেটাকে প্রাধান্য দাও এবং সাথে সাথে তাকেও জানিয়ে দাও।

- স্ত্রী প্রশংসনীয় কোনো কাজ করলে তার ব্যাপারে প্রশংসা করো। রাসূল ﷺ বলতেন :

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ

‘যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না।’<sup>১১৫</sup>

- অবজ্ঞা ও নিন্দা করা থেকে বিরত থেকে। তোমার এমন কোনো আত্মীয়ের সাথে তাকে তুলনা করো না, যাদের দেখে সে বিস্মিত হয়। তাদের অনুসরণ করে তাকে চলতে বাধ্য করো না।

- তার জন্য সেসব উপকরণ পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করার চেষ্টা করো, যেগুলো তাকে অবিচলতা, অধ্যবসায় এবং উত্তম গুণাবলি অর্জনে সহায়তা করবে। যদি সে বিদ্যাসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে সার্টিফিকেট নিতে চায়, তার জন্য তা সহজ করে দাও। তবে তার ইচ্ছা যেন কিছুতেই দ্বীনের সীমার বাইরে চলে না যায় এবং তার আসল পারিবারিক দায়িত্ব থেকে যেন দূরে সরিয়ে না দেয়।

১১৫. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৫৫।

- স্ত্রীর কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনো। এর ফলে তার ভেতরে লুকিয়ে থাকা দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও মিথ্যাভাবগুলো দূর হয়ে যাবে। অনেক মহিলা আছে, কথা থেকে বিরত থাকতে পারে না। স্বামীর পরিবারের লোকদের বা প্রতিবেশীদের নিন্দার মুখে তার ভেতর থেকে সব কথা বেরিয়ে আসে। তাই এমন পরিস্থিতিতে তোমাকে অবশ্যই হিকমতের সাথে সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
  - স্ত্রীকে এ কথা বুঝাও যে, সে সব ধরনের ঝুঁকি ও বিপদ থেকে মুক্ত এবং তুমি কখনো তাকে ছেড়ে যাবে না, তার থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না।
  - তার ভেতরে এই অনুভূতি জাগ্রত করো যে, পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, তুমি তার অর্থনৈতিক ও যাবতীয় বিষয়ের জিন্মাদার। সে তার বাবার কাছ থেকে যেই সম্পত্তির মালিক হয়েছে, সেগুলোর প্রতি কোনো লোভ দেখাবে না। শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকেও তার মালিকানাধীন সম্পদে তোমার হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।
- তার সম্পদ আছে বলে তার প্রতি খরচ করতে কার্পণ্য করো না। সে যতই ধনী হোক না কেন, তার বিশ্বাস কিন্তু এটাই যে, এতদিন যেভাবে তার বাবা তাকে দেখাশুনা করেছে, এখন সেই স্থানে তুমি রয়েছ।
- নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা থেকে অবশ্যই সতর্ক থাকবে। সব ধরনের অবৈধ সম্পর্ক থেকে বিরত থাকবে। এসব অবৈধ সম্পর্কগুলোর কারণে বহু বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট হয়।
  - মাহরাম ছাড়া তোমার ঘরে অন্য কোনো পুরুষকে প্রবেশ করার অনুমতি দেবে না; সে যে-ই হোক। রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِيَّاكُمْ وَالذَّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ

‘তোমরা (গাইরে মাহরাম) মহিলাদের কাছে (একাকী) প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকো।’<sup>১১৬</sup>



- স্ত্রী, বাবা-মা এবং পরিবারের অন্যদের প্রতি ভালোবাসার মাঝে সামঞ্জস্য রেখো। যে যতটুকু ভালোবাসার দাবিদার, তাকে ততটুকুই দিয়ো। কারও ভালোবাসা যেন কারও ওপর অতিরঞ্জিত না হয়। প্রত্যেককে তার হক যথাযথভাবে দিয়ে দেবে।
- তুমি তোমার স্ত্রীর হয়ে যাও, যেমনিভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে তোমার হয়ে যেতে চায়। তুমি যেমন চাও, সে পরিপূর্ণভাবে তোমার হয়ে যাক— তেমনই সেও চায়, তুমি তার হয়ে যাও।
- মাঝে মাঝে স্ত্রীকে বাড়ির বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেয়ো। একটু বেশি আনন্দ ও প্রফুল্লতা দেওয়ার জন্য। বিশেষ করে সন্তান আসার পূর্বে। কেননা, তখন সন্তানকে নিয়েই ব্যস্ত থাকা লাগে।
- যেসব বিষয়ে তুমি তার আবেগ-অনুভূতির ভাগ নিতে চাও, সেসব বিষয়ে তার সাথে তোমার আবেগ-অনুভূতিগুলো শেয়ার করো। মাঝে মাঝে তার পরিবারের লোকদের গিয়ে দেখে এসো। এই বিষয়ে রাসূল ﷺ-এর জীবনীর প্রতি লক্ষ্য করতে পারো।
- প্রয়োজনের বাইরে তোমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থেকে না। এতে করে তার মাঝে ঈর্ষা জাগে। কাজের ফাঁকে তাকেও সময় দাও। সারাক্ষণ নিজের কাজেই ব্যস্ত পড়ে থেকে না। বিশেষ করে সাপ্তাহিক ছুটির দিন। ছুটির দিনটিতে তাকে তোমার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত কোরো না। এই দিনে তাকে সময় দাও; হোক তা বাড়িতে বা বাইরে কোথাও। কিছুতেই যেন তার ভেতরে তোমার প্রতি বিরক্তি কাজ না করে।
- একগুঁয়েমি করে নিজের সিদ্ধান্তের ওপর অটল থেকে না; বরং তার সাথে পরামর্শ করো। তার মতামত জানার চেষ্টা করো। যদি সঠিক ও সুন্দর হয়, তাহলে তার মত গ্রহণ করো। আর যদি তার মতের বিপরীত সিদ্ধান্ত নিতে চাও, তাহলে কোমলতা ও বিচক্ষণতার সাথে তাকে তোমার মতের প্রতি সহনশীল করে নাও।

- ঘর থেকে বের হওয়ার সময় মুচকি হাসি দিয়ে এবং দুআর আবেদন জানিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় নাও। আবার ঘরে ফেরার পর তোমার সাক্ষাতের জন্য সে প্রস্তুত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করো না। স্ত্রীও যেন এমন কোনো অবস্থায় না থাকে, যে অবস্থায় তুমি তাকে এই মুহূর্তে দেখতে পছন্দ করো না। বিশেষ করে কোনো সফর থেকে ফেরার পর।

- দুজনেই ইসলামের আয়না দিয়ে জীবনের অলিগলিগুলো অবলোকন করো। তবে ভুলে যেয়ো না, তুমি যে তার চেয়ে শক্তিশালী। রাসুল ﷺ বলেছেন, (ارْفُقِي بِالْقَوَارِيرِ) 'কাঁচের বোতলের সাথে (অর্থাৎ নারীদের) সদয় আচরণ করো।'<sup>১১৭</sup>

তিনি আরও বলেন :

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ

'নারীরা তো পুরুষের সহোদরা।'<sup>১১৮</sup>

তিনি আরও বলেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُوْذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا،

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ইমান রাখে, যে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।'<sup>১১৯</sup> মহিলাদের উত্তম উপদেশ দাও।'<sup>১২০</sup>

- ঘরের বিভিন্ন কাজে স্ত্রীকে সাহায্য করার চেষ্টা করো। কেননা, রাসুল ﷺ-এর উন্নত চরিত্রের একটি অংশ ছিল, তিনি ঘরের কাজে স্ত্রীদের সহায়তা করতেন। আয়িশা সিদ্দিকা ؓ বলেন :

كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

১১৭. মুসনাদু আহমাদ : ১২৭৬১।

১১৮. সুনানু আবি দাউদ : ২৩৬, মুসনাদু আহমাদ : ২৬১৯৫।

১১৯. সহিহুল বুখারি : ৫১৮৫।

১২০. সহিহুল বুখারি : ৫১৮৬।



‘রাসুল ﷺ ঘরের কাজে সহযোগিতা করতেন। অতঃপর যখন সালাতের সময় হয়ে যেত, তখন সালাতের জন্য বেরিয়ে যেতেন।’<sup>১২১</sup>

- স্ত্রীর বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি দেখেও চোখ অবনত করে রাখার চেষ্টা করবে এবং এই দোষগুলোকে ভুলে থাকার জন্য তার উন্নত ও সুন্দর দিকগুলো নিয়ে ভাববে। সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

‘কোনো মুমিন যেন কোনো মুমিনাকে অবজ্ঞা না করে। যদি সে তার কোনো আচরণে অসম্মত হয়, তবে অন্য আচরণে সম্মত হবে।’<sup>১২২</sup>

- স্ত্রীর সাথে সদয় ব্যবহার করা এবং রসিকতা করা স্বামীর কর্তব্য। রাসুল ﷺ বলেছেন :

فَهَلَا يَكْرَاهُ تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ

‘কুমারী বিয়ে করলে না কেন? তুমি তার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করতে আর সেও তোমার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করত।’<sup>১২৩</sup>

উমর রَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-এর মতো শক্ত দিলের মানুষও বলতেন, ‘পুরুষের জন্য ঘরে শিশুর মতো থাকা উচিত।’ অর্থাৎ সরলতা ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে। অতঃপর যখন জাতির সামনে যাবে, তখন বীরপুরুষের রূপ নেবে।

- যেকোনো মতামত বা কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে উদারতার সাথে স্ত্রীর কাছ থেকে সমালোচনাগুলো শোনো। কেননা, রাসুল ﷺ-এর স্ত্রীগণ মতামতকে পুনঃপর্যালোচনা করতেন। এতে তিনি রাগান্বিত হতেন না।
- স্ত্রীর নির্বুদ্ধিতাসুলভ আচরণ বা কথাগুলো নিয়ে অথবা তার পরিবার, নিকটাত্মীয়দের সাথে শত্রুতা করে কিংবা বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার সাথে বাড়াবাড়ি করো না।

১২১. সহিহুল বুখারি : ৬৭৬।

১২২. সহিহ মুসলিম : ১৪৬৯।

১২৩. সহিহুল বুখারি : ৫২৪৭।

- স্ত্রীকে পরিপূর্ণ হিসেবে ধরে নিয়ো না। তার কাছ থেকে সব সময় যেকোনো কাজ সঠিকভাবে হওয়ার আশা রেখো না। কেননা, সেও একজন মানুষ। আর মানুষমাত্রই ভুল হতে পারে।
- সৌন্দর্য, চলাফেরা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থ-সম্পদ অথবা পারিবারিক দিক থেকে কখনো স্ত্রীকে আশেপাশের বা নির্দিষ্ট কোনো মহিলার সাথে তুলনা করে তার ভেতরে কষ্ট জাগ্রত করো না। এ ধরনের কথা থেকে বিরত থাকা এগুলো বলার পর তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেয়ে অনেক উত্তম।
- কারও সামনে তার দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করো না। কেননা, তুমি আর তোমার স্ত্রীর অবস্থান এক পাল্লাতে আর পুরো বিশ্ববাসীর অবস্থান আরেক পাল্লাতে।
- অর্থের লালসায় স্ত্রী, পরিবার ও সন্তানদের ছেড়ে প্রবাসে যেয়ো না। মনে রেখো, কোনো গরিব মানুষও শুধু রুটি খেয়ে বাঁচে না। দেশে থেকে অনাহারে থাকতে হবে না। আর হ্যাঁ, যারাই সন্তানসন্ততি ও স্ত্রী-পরিবার রেখে প্রবাসে পাড়ি জমিয়েছে, বিপদের ঘণ্টা তাদের দরজায় সব সময় কড়া নেড়েছে।
- স্ত্রীকে ছেড়ে বিদেশ না গিয়ে দেশে কোনো কাজ করো। এতেই কল্যাণ রয়েছে। মনে রেখো, তুমি পরিবার ছেড়ে দীর্ঘ বছর প্রবাসে থেকে যদি পুরো দুনিয়ার সব সম্পদ এনে তাদের সামনে দাও, তবুও তাদের কাছে তোমার নষ্ট হয়ে যাওয়া মূল্য আর ফিরে পাবে না। যত সম্পদ নিয়েই দেশে ফিরো, তাদের কাছে তুমি একজন নগণ্য মেহমান বৈ কিছু নও। যে কিছুক্ষণ পরেই আবার প্রবাসে ফিরে যাবে সবাইকে ছেড়ে।
- স্ত্রীর দোষারোপগুলোকে পরিবারের বা পরিবারের বাইরের কারও সাথে তুলনা করো না। অতঃপর না জেনে না বুঝে হট করে তার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ো না। বরং তোমার উচিত অপেক্ষা করা, বিষয়টি যাচাই বাছাই করে খতিয়ে দেখা এবং সঠিক তথ্য জানা। পবিত্র কুরআনে দুজন মহিলা একজন পুরুষের সমান হওয়ার ঘোষণা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো।



## ৬. স্ত্রী কীভাবে স্বামীকে খুশি করবে?

(হে বোন,) তোমার স্বামী ও সন্তানদের খুশি করা তোমার কর্তব্য। মনে রেখো, তোমার প্রতি স্বামীর সম্ভৃষ্টি তোমার জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম। রাসূল ﷺ বলেছেন :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَرَزُوجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

‘কোনো মহিলা যদি এমতাবস্থায় মারা যায় যে, তার স্বামী তার প্রতি সম্ভৃষ্টি থাকে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’<sup>১২৪</sup>

- স্বামীর সাধ্যের বাইরে তার ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দিয়ো না। আল্লাহ তাআলা বলেন : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) ‘আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না।’<sup>১২৫</sup> সুতরাং তোমার ইচ্ছা, আগ্রহ ও প্রয়োজনগুলো জমিয়ে রেখে একত্রে তার কাছে প্রকাশ কোরো না; যাতে স্বামীর কাছে বাড়াবাড়ি মনে হয় এবং তোমার আশাগুলোও অপূরণীয় থেকে না যায়। যদি তুমি তোমার সবগুলো ইচ্ছা একত্রে পূরণ করার জন্য জিদ ধরো, তাহলে সে কোনোরূপ পরিতাপ ছাড়াই তোমাকে ও তোমার ইচ্ছাগুলো একত্রে প্রত্যাখ্যান করবে।

উমর বিন আব্দুল আজিজ ؓ-এর কথাটি স্মরণ রেখো! তিনি তার সন্তানকে বলেছেন, ‘আমার ভয় হয়, না যেন আমি মানুষকে একযোগে হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে বলি এবং তারাও একযোগে হককে প্রত্যাখ্যান করে।’

- তার মাঝে যেসব সিফাত ও গুণাবলি থাকাকে তুমি পছন্দ করো, সবগুলো একত্রে গ্রহণ করার জন্য তাকে চাপাচাপি কোরো না। একজন মানুষের মধ্যে সকল সিফাত একত্রিত হওয়ার ঘটনা খুবই বিরল।
- তোমার সৌন্দর্য, লাবণ্য, স্বাস্থ্যের সতেজতা, চলাফেরার কমনীয়তা, কথার মিষ্টতা ইত্যাদির প্রতি যত্নবান হও। কর্কশ স্বরে কথা বোলো না। অশ্লীল কথা বোলো না। এমন কথা বোলো না, যা সে অপছন্দ করে। কুরুচিপূর্ণ

১২৪. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৫৪, সুনানুত তিরমিজি : ১১৬১।

১২৫. সূরা আল-বাকারাহ, ২ : ২৮৬।

পদ্ধতিতে ঢেকুর তুলো না। যদি এসব নারীসুলভ গুণাবলি তোমার মাঝে না থাকে  
অথবা এগুলোকে অবহেলা করো, তাহলে স্বামীর কাছে তোমার  
সৌন্দর্যের পতন ঘটবে এবং একজন পুরুষ একজন নারীর মধ্যে যেসব  
চমৎকার গুণাবলি পেতে চায়, সেগুলো থেকে দূরে সরে যাবে।

রাসুল ﷺ সৎ নারীর সিফাত বর্ণনা করে বলেন :

إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ

‘আর যখন সে তার স্ত্রীর দিকে তাকায়, সে তাকে আনন্দিত করে।’<sup>১২৬</sup>

- বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে স্বীনের প্রতি যত্নবান হও। পরিপূর্ণ ইসলামি পর্দা  
মেনে চলো। কোনো চাকর, চালক বা অন্য কেউ তোমার অবহেলার কারণে  
যেন এক পলকের জন্যও শরীরের কোনো অংশ না দেখে। তোমার স্বামী চায়  
না, তোমাকে মাহরাম ছাড়া অন্য কেউ দেখুক।

এক ব্যক্তি এক মেয়েকে বিয়ে করার জন্য মোবাইলে কথা বলল। অতঃপর  
তার মধ্যে উদ্যম ও স্বীনদারি দেখে সে খুবই অভিভূত হলো। তখন মেয়েটি  
তাকে বলল, (قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا) ‘বলুন, “আল্লাহ আমাদের  
জন্য যা কিছু লিখে রেখেছেন, তা ছাড়া আর কিছুই আমাদের আক্রান্ত করতে  
পারবে না।’<sup>১২৭</sup> সে তাকে বলল, ‘সে সব সময় তাকে একটি উন্নত ও পবিত্র  
অবয়বে চিন্তা করে। যে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস লালন করে, তাঁর সিদ্ধান্তের  
প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, ইসলামের বিধিবিধান ভালোভাবে মেনে চলে এবং পবিত্র  
চিন্তা লালন করে।’

হে বোন, হয়তো তোমার স্বামীও তোমার ব্যাপারে এমন ধারণাই পোষণ  
করে। সুতরাং তার চিন্তায় আঁকা অবয়বকে ধ্বংস করে দিয়ো না।

- সন্ধ্যায় স্বামী ঘরে ফেরার আগে সুসজ্জিত হয়ে থেকো। যাতে স্বামী  
এসেই তোমাকে খুব সুন্দর অবয়বে দেখতে পায়। পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয়

১২৬. সুন্নাহু আবি দাউদ : ১৬৬৪।

১২৭. সূরা আত-তাওবা, ৯ : ৫১।



পোশাক পরিধান করো। তার পছন্দের পারফিউম ব্যবহার করো। তার দেওয়া কোনো উপহার শরীরে বুলিয়ে রাখো। কারণ, পুরুষ সব সময় তার দেওয়া গিফটগুলো ব্যবহার করতে দেখতে পছন্দ করে। কোনো বান্ধবী বা আত্মীয়ের বাসায় যাওয়ার সময় যেভাবে সাজগোছ করে বের হও, ঠিক সেভাবে সেজে থাকবে।

- স্বামীকে রেখে বাড়ির কাজে ব্যস্ত হয়ে থেকো না। যখন সে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে, তখন যেন তোমার রান্নাবান্না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও গোছগাছ করার কাজ না থাকে। সে এসে যেন তোমাকে রান্নাঘরে, জামাকাপড় ভাঁজ করতে বা অন্য কোনো কাজে না দেখে। বরং এগুলো সে যখন থাকবে না, তখন সেরে নিয়ো।
- ঘরকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখো। আসবাবপত্রের স্থানে মাঝে মাঝে পরিবর্তন আনো। তোমার হস্তশিল্প, পেইন্টিং ইত্যাদি ঘরে সাজিয়ে রেখো।
- বিয়ের আগে শিখায়িত আবেগ, উপচে পড়া ভালোবাসার অনুভূতি এবং যেসব দ্বিবাধ্বপ্নের মাঝে দিনাতিপাত করতে, সেগুলোর জন্য আফসোস কোরো না। বিয়ের পর সেগুলো প্রশমিত হয়ে যায় এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ শান্তিময় অবস্থার সৃষ্টি হয়।
- যেসব চলাফেরার কারণে স্বামীর অনীহা বা রাগ চেপে বসে, সেগুলো পরিহার করো।
- বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যদি পুরুষ প্রথম প্রস্তাব দিয়ে থাকে, তাহলে বিবাহের ক্ষেত্রে সমতার দিকে লক্ষ রাখার দায়িত্ব তোমার। তুমি যতই জ্ঞান-বিজ্ঞান, বংশমর্যাদা ও ক্ষমতার অধিকারীই হও না কেন, বিয়ের পর তোমার জন্য কর্তব্য হলো, স্বামীর আনুগত্য স্বীকার করা, তার সাথে মতানৈক্য না করা এবং তার সাথে সুন্দরভাবে তোমার চিন্তাগুলো আদানপ্রদান করা। এতেই কল্যাণ রয়েছে।
- স্বামীর মনে এই অনুভূতি জাগ্রত করো যে, সে একটি আরামদায়ক ও শান্তিশিষ্ট জান্নাতে বসবাস করছে। তাহলে সে শান্ত মেজাজে তোমার ও পরিবারের

সবার জন্য কাজ করতে সক্ষম হবে। ফলে তোমাদের জীবন হয়ে উঠবে সুখময়।

- তার সাথে উপকারী ও মিষ্টি কথা বলার চেষ্টা করো। তার সামনে উজ্জ্বল ও মুক্তা বিচ্ছুরণকারী প্রাণবন্ত হাসি দাও। এমনভাবে রসিকতা করো, যাতে সে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পায়। উপভোগ্য ও প্রফুল্লতার হাসি ফুটাও মুখে। দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা, নিরর্থক ও বাজে কথা, বিষণ্ণতা ও মলিন মুখ এবং হতাশা ও অবসাদ থেকে দূরে থাকো।
- স্বামীর জন্য তোমার সবটুকু দক্ষতা, যোগ্যতা, শ্রেষ্ঠত্ব ফুটিয়ে তোলো। স্বামীর কাছে নিজেকে সকল নারীর চেয়ে উত্তম হিসেবে প্রকাশ করো। তাহলে সে তোমাকে আরও শক্তভাগে আঁকড়ে ধরবে, তোমাকে নিয়ে গর্ব করবে।
- বান্ধবীদের সাথে মোবাইলে কথা বলে, ভালোবাসা আর প্রেমাবেগের উপন্যাস পড়ে এবং অপ্রয়োজনীয় ম্যাগাজিন পড়ে সময় নষ্ট করো না। যেগুলোতে শুধু নায়ক-নায়িকা ও গায়ক-গায়িকাদের অযথা খবরের ছড়াছড়ি। বর্তমানে এসব পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে বাজার সয়লাব। আমাদের নারীরাও এগুলোর পেছনে দিনের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দেয়।
- পত্রিকা বা ম্যাগাজিনে যেগুলো তোমার জন্য উপকারী সেগুলো পড়ো। যেগুলো পড়লে জ্ঞান সমৃদ্ধ হবে, অন্তরে প্রশান্তি আসবে এবং পরিবার ও সন্তানসন্ততি সামলানোর কৌশল শেখা যাবে, সেগুলো অধ্যয়ন করো।
- টেলিভিশনের যেসব প্রোগ্রাম জ্ঞান-বিদ্যা, অভিজ্ঞতা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি শিক্ষা দেয়, সেগুলো দেখতে পারো। তবে বিভিন্ন ফিল্ম ও পারিবারিক সম্পর্ক বিনষ্টকারী সিরিয়াল দেখে সময় নষ্ট করো না।
- স্বামীকে খেলাধুলা ও শারীরিক ব্যায়ামে উদ্বুদ্ধ করো। সম্ভব হলে তুমিও তার সাথে ব্যায়াম করো। ছুটির দিনটিকে প্রাণবন্ত করতে তার সাথে হাঁটো এবং দুজনে মুক্ত বাতাস উপভোগ করো।
- স্বামীকে বুঝাও, তার আবেগ-অনুভূতিতে, আনন্দ-প্রফুল্লতায়, ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে এবং অনুভবে-অনুরাগে শুধুই তুমি বিরাজ করছ।



- পারিবারিক সমস্যাগুলোর মধ্যে যেগুলোর সমাধান করতে পারবে না, সেগুলো তার কাছে বলার জন্য এবং সমাধানের জন্য সকালে কাজে বের হওয়ার আগেই উপযুক্ত সময় বেছে নেবে। সন্ধ্যায় যখন সে ক্লান্ত-শ্রান্ত দেহ আর মলিন চেহারা নিয়ে ঘরে ফিরবে, তখন কোনো সমস্যার কথা না বলাই ভালো। বরং রাতের অন্য কোনো সময়ে যাবতীয় সমস্যা ও সমাধান নিয়ে আলোচনা করলেই বেশি সুন্দর হবে। সন্তানদের সামনে তাদের সমস্যা নিয়ে কথা বোলো না। তাদেরকে লালনপালনের কষ্ট যেন তারা বুঝতে না পারে। তাদের মনে যেন এমন ধারণা না আসে যে, তারা তোমাদের দুজনের জন্য অনেক ভারী বোঝা এবং তোমাদের মাঝে মতবিরোধ ও অনেক দ্বন্দ্বের কারণ তারা।
  - ঘরে প্রবেশের সাথে সাথে তড়িঘড়ি করে তুচ্ছ ও সাধারণ বিষয়ের অভিযোগ করা থেকে বিরত থেকো। যেমন : বাচ্চাদের চিল্পাপাল্লার অভিযোগ করা এবং বাবাকে তাদের সামনে পুলিশ বা বিচারক বানিয়ে তাদের মধ্যে যে অপরাধী তাকে শাস্তি দেওয়া ইত্যাদি। অবশ্যই এসব এড়িয়ে চলতে হবে।
  - সন্তানের সামনে স্বামীর চলাফেরার খুঁত খুঁজতে যেয়ো না। তাদের সামনে এমন কোনো শব্দে তাকে সম্বোধন করো না, যা অপ্রীতিকর এবং অনুপযুক্ত। কারণ, সন্তানও বাবা-মার আড়ালে এসব বলার চেষ্টা করতে পারে।
- পড়ালেখার সময় বাচ্চারা অলসতা দেখালে কিছু কিছু মা তাদের বলে, 'তুই জীবনে কখনো সফল হতে পারবি না। কারণ, তুই তোর বাবার মতো অলস' ইত্যাদি। আবার কখনো যদি স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ে, তার প্রতি খুবই কম গুরুত্ব দেয়। স্বামী তাকে কোনো গল্প শোনাতে গেলে 'উহ! এটা আগে শুনেছি' বলে কেটে পড়ে। এমন আরও বহু আচরণ করে, যেগুলো স্বামীর মনের মধ্যে অস্থিরতা আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। এগুলো থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।
- গায়রত এবং তিরস্কারের ক্ষেত্রে কখনো বাড়াবাড়ি করো না। আব্দুল্লাহ বিন আবু তালিব তার ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেন, 'অবশ্যই গায়রত থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, এটি তালাকের চাবি। অবশ্যই অধিক তিরস্কার থেকে বিরত থাকবে। কেননা, এর কারণে বিদ্বেষ তৈরি হয়।'

- বাবা-মায়ের প্রতি স্বামীর ভালোবাসার মধ্যে তোমার ঈর্ষা করা চলবে না। স্বামী তার বাবা-মাকে ভালোবাসবেই। কীভাবে আমরা একজন মুসলিম রমণীর কাছ থেকে এমন আচরণ সহ্য করতে পারি? এই ভালোবাসা তো সৃষ্টিগত। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলিমের ওপর তা আবশ্যিক করে দিয়েছেন। কাছে বা দূরে যেখানেই থাকুক না কেন, এই ভালোবাসা থাকবেই। কীভাবে আমরা একজন মুসলিম নারীর কাছ থেকে এমন ব্যবহার মেনে নেবো যে, সে তার স্বামীর সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা দিয়ে সম্পর্ক শুরু করবে?! একজন মুসলিম নারী কখনো স্বামীকে এমন কাজ করতে বাধ্য করতে পারে না যে, তুমি তোমার বাবা-মায়ের অবাধ্যতা করো, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করো!

রাসুল ﷺ মুসলিমদের চরিত্র ও অবস্থা পরিবর্তন হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، وَعَقَى أُمَّهُ، وَبَرَّ صَدِيقَهُ، وَجَفَّ أَبَاهُ

“(এমন সময় আসবে যে, তখন) পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং তার মায়ের অবাধ্যতা করবে, বন্ধুদের সাথে ভালো ব্যবহার দেখাবে; কিন্তু বাবার সাথে খারাপ ব্যবহার করবে।”<sup>১২৮</sup>

- ঘরের সমস্যার কথা তোমার বাবা-মায়ের কাছে জানাবে না। এতে তোমার স্বামীর প্রতি তাদের হৃদয়ে বক্রতা ও শত্রুতা সৃষ্টি হবে। বরং দুজনে বসে সহমর্মিতার সাথে সমাধান করে নেবে।

- স্বামীর চেয়েও তুমি অধিক ধনবান, বংশমর্যাদা ও শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে থাকলেও তার ওপর বড়াই কোরো না। তাকে ছোট করে দেখা, অবমূল্যায়ন করা এবং তার ওপর বড়াই করা জায়িজ নয়। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِرِزْقِهَا وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ



‘আল্লাহ তাআলা এমন নারীর দিকে তাকান না, যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না; অথচ সে তার থেকে অমুখাপেক্ষী নয়।’<sup>১২৯</sup>

- স্বামীকে শারীরিক মেলামেশা করতে বাধা প্রদান করো না। রাসুল ﷺ বলেন :

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا  
الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

‘যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকা সত্ত্বেও সে না আসে এবং সে স্ত্রীর ওপর রাগান্বিত হয়ে রাত্রিযাপন করে, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা এমন স্ত্রীর ওপর অভিশাপ দিতে থাকে।’<sup>১৩০</sup>

- মনে রেখো, স্ত্রীর ওপর স্বামীর সর্বপ্রথম হক হচ্ছে আনুগত্য। রাসুল ﷺ বলেন :

لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

‘যদি আমি কাউকে (আল্লাহ ছাড়া) কারও প্রতি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে অবশ্যই স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রতি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম।’<sup>১৩১</sup>

এমনকি রাসুল ﷺ পর্যন্ত স্বামীর আনুগত্যকে জিহাদের সাথে তুলনা করেছেন। এক মহিলা রাসুল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসুল, আমি আপনার কাছে সকল নারীদের পক্ষ থেকে দূত হয়ে এসেছি। আল্লাহ তাআলা পুরুষদের জন্য জিহাদ ফরজ করেছেন। যদি তারা ময়দানে আক্রান্ত হয়, তাহলে প্রতিদান পায় আর শহিদ হলে আল্লাহর কাছে জীবিত থেকে রিজিকপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু আমরা নারীরা তো তাদের অধীনস্থ। আমাদের কী করণীয়?’ অতঃপর রাসুল ﷺ বললেন :

১২৯. মুসনাদুল বাজ্জার : ২৩৪৯, মুসতাদরাবুল হাকিম : ২৭৭১।

১৩০. সহিহুল বুখারি : ৩২৩৭, সহিহ মুসলিম : ১৪৩৬।

১৩১. সুনানুত তিরমিজি : ১১৫৯।

أُبْلِغِي مَنْ لَقِيتِ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّ طَاعَةَ الزَّوْجِ وَاعْتِرَافًا بِحَقِّهِ يَغْدِلُ ذَلِكَ  
وَقَلِيلٌ مِنْكُمْ مَنْ يَفْعَلُهُ

‘তোমার সাথে যেই নারীর সাথেই সাক্ষাৎ হবে, তাকে বলে দেবে : মহিলারা স্বামীর আনুগত্য করা ও তার হকের স্বীকারোক্তি দেওয়া জিহাদের সমতুল্য। আর তোমাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকই তা করে।’<sup>১৩২</sup>

- তোমার ওপর স্বামীর অনুগ্রহের কথা ভুলে যেয়ো না। রাসুল ﷺ-এর ভাষ্যমতে মহিলারা স্বামীর অনুগ্রহের কথা ভুলে যাওয়া জাহান্নামে প্রবেশের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। শুধু তা-ই নয়, তিনি এমন আচরণকে কুফুরি বলে অভিহিত করেছেন। ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন :

«أَرَيْتِ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ» قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

‘আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে। সেখানে দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী নারী। তারা অস্বীকার করে।’ বলা হলো, ‘তারা কি আল্লাহকে অস্বীকার করে?’ রাসুল ﷺ বললেন, ‘তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং ইহসান অস্বীকার করে। তুমি যদি তাদের কারও প্রতি যুগ যুগ ধরে ইহসান করে থাকো, অতঃপর সে তোমার কাছ থেকে সামান্য অবহেলা দেখতে পেলেই বলে ফেলে, “আমি তো কখনো তোমার কাছ থেকে ভালো কিছু দেখিইনি।”’<sup>১৩৩</sup>

- স্বামীর সম্পদের হিফাজত করবে। অনুমতি ছাড়া এবং তার সম্ভূষ্টির ব্যাপারে পরিপূর্ণ আস্থা অর্জন না করে তার কোনো সম্পদ ব্যবহার করবে না। রাসুল ﷺ বলেছেন :

১৩২. মুসনাদুল বাজ্জার : ৫২০৯।

১৩৩. সহিহুল বুখারি : ২৯।



لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا  
الطَّعَامُ؟ قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا

‘কোনো মহিলা যেন স্বামীর অনুমতি না নিয়ে তার ঘর থেকে কিছু দান না করে।’ বলা হলো, ‘হে আল্লাহর রাসুল, খাবারও কি নয়?’ তিনি বললেন, ‘সেটা তো আমাদের উত্তম সম্পদ।’<sup>১৩৪</sup>

- স্বামী যদি অসচ্ছল হয়, তাহলে তোমার সম্পদ থেকে তাকে কিছু দান করো। আর তোমারও যদি কোনো সম্পদ না থাকে, তাহলে তার সাথে কষ্ট করে ধৈর্যধারণ করো। হয়তো আল্লাহ তাআলা কষ্ট লাঘবের কোনো ব্যবস্থা করে দেবেন।

- স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোজা রেখো না। রাসুল ﷺ বলেছেন :

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا  
بِإِذْنِهِ،

‘স্বামীর উপস্থিতিতে কোনো মহিলার জন্য তার অনুমতি ছাড়া (নফল) রোজা রাখা বৈধ নয় এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার বাড়িতে কাউকে প্রবেশের অনুমতি দেবে না।’<sup>১৩৫</sup>

- আত্মীয়স্বজনের সাথে তোমার সম্পর্কে এবং তোমার পরিবারের লোকজনকে দেখতে যাওয়ায় যাতে কোনো সীমালঙ্ঘন না হয়।

- স্বামীকে তার পরিবারের লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ করতে বাধা দিয়ো না। বরং তাকে এই কাজে উৎসাহ দেবে।

- যদি তুমি চাকুরিজীবী মা হয়ে থাকো, তাহলে কখনো ভেবো না, স্বামীর শুধু অর্থই প্রয়োজন। যদি এমনটা ভাবো, তবে তোমার মধ্যে মাতৃসুলভ আচরণের মাঝে ত্রুটি দেখা দেবে। তবে মনে রেখো, সন্তানের জন্য কখনো

১৩৪. সুনানুত তিরমিজি : ৬৭০।

১৩৫. সহিহুল বুখারি : ৫১৯৫।

বাজারে বিক্রিত দুধ আর মায়ের প্রাকৃতিক দুধ, সেবিকার রান্না করা খাবার আর পরিচ্ছন্ন স্ত্রীর রান্না করা খাবার এবং অঙ্ক চাকরানির লালনপালন আর আল্লাহভীরু মায়ের লালনপালন সমান হতে পারে না।

- কখনো স্বামীর কর্মের প্রতি বিরক্ত হবে না। কিছু মহিলা এমনটি করে থাকে। এভাবে স্বামীর কাজের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করা খুবই নিকৃষ্ট আচরণ। একেক সময় একেকভাবে বিরক্তি প্রকাশ করে। কখনো বদমেজাজ দেখিয়ে। কেউ কেউ স্বামীর কাজের প্রতি সব সময় অভিযোগের আঙুল তুলে বিরক্তি প্রকাশ করে। কিংবা তার প্রতি স্বামীর গুরুত্বহীনতার অপবাদ দিয়ে অথবা রাগান্বিত হয়ে বাবার বাড়িতে চলে যাওয়ার মাধ্যমে প্রকাশ করে।
- মনে রেখো, যে ঘর হরেক রকম গোশত, মাছ ও সুস্বাদু খাবারে পরিপূর্ণ— অথচ সেখানে সারাক্ষণ ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকে—সেই ঘরের চেয়েও যে ঘরে খাবার হিসেবে সামান্য কয়েক টুকরো রুটি আছে—তবে সেখানে ভালোবাসা, শান্তি, অন্তরঙ্গতা, সম্মানবোধ এবং পারস্পরিক মূলবোধে পরিপূর্ণ—তা অধিক উত্তম।
- যে স্বামী বিয়ের আগ পর্যন্ত দেখে এসেছে, প্রতিদিন সকালে মা সবার আগে ঘুম থেকে উঠে ঘরের সবাইকে জাগিয়ে দেয়, অতঃপর সকালের নাস্তা প্রস্তুত করে এবং ছোটদের স্কুলে যাওয়ার জন্য জামাকাপড় পরিয়ে প্রস্তুত করে দেয়, সেই স্বামী কখনো এমন স্ত্রী দেখে সন্তুষ্ট হবে না, যে সূর্য মাঝ আকাশে উঠে গেলে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়।

## ৭. স্বামী বদমেজাজি হলে করণীয়

- যদি স্বামী গরম প্রকৃতির, রাগী বা বদমেজাজি হয়, তাহলে তোমাকে ধৈর্যশীল হতে হবে। তার গরম মেজাজের এবং রেগে যাওয়ার কারণ অন্বেষণ করো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিশেষ ও কঠিন পরিস্থিতির কারণে এমনটা সৃষ্টি হয়। অথবা এমনটা হয়ে থাকে ছোটবেলায় খুব বেশি কষ্ট ও অশান্তিকর পরিবেশে জীবনযাপনের কারণে। তাই তোমাকে তার প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। তার প্রতি তোমার ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য দেখাতে হবে। এ ধরনের পুরুষরা ছোটবেলাতেই মায়ামমতা ও প্রেমাবেগ হারিয়ে ফেলে।



স্বামীর মূল্য অনুধাবন করার চেষ্টা করবে। মনে রেখো, সে তোমার জীবনের আলো। তবে তোমার নিজের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য ভুলে গেলে চলবে না।

- তার বদমেজাজ দেখে তুমি কখনো উত্তেজিত হয়ে যেয়ো না। সে যখন চেষ্টামেচি করবে, তুমিও তার সাথে চেষ্টামেচি করবে না। অবশ্যই মনে রাখবে যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হলো সম্মান ও ভালোবাসার।
- মানুষের সামনে সে ভুল করলে তুমি তাকে ভুল বুঝো না। আবার তাকে ভুলের জন্য উৎসাহ কিম্বদেওয়া যাবে না। বরং চুপ থাকার চেষ্টা করবে।
- স্বামীর ছোটখাটো ভুলের কারণে হৃদয়ের মণিকোঠায় তার মান ক্ষুণ্ণ কোরো না। তাকে ছোট করে দেখো না।
- উপযুক্ত সময় পেলে স্বামীর সাথে তার দোষ-ত্রুটি নিয়ে পর্যালোচনা করবে। তবে তার অনুভূতিতে আঘাত দিয়ো না। যখন তার কোনো দোষ ধরিয়ে দিতে চাইবে, তখন এভাবে কথা শুরু করতে পারো যে, 'আপনি যা করেছেন, তা ঠিক আছে—তবে এমন হলেও সুন্দর হতো।'... ইত্যাদি।
- স্বামীর ত্রুটিগুলো প্রকাশ করার সময় তার প্রতি তোমার একনিষ্ঠতা, মেধা, বুদ্ধি ও ভালোবাসাকে কাজে লাগাবে এবং তাকে এক এক করে ধীরে ধীরে ত্রুটিগুলো থেকে মুক্ত হয়ে ভালো অভ্যাস গ্রহণের প্রতি উৎসাহ দেবে।
- স্বামীর এলোমেলো চলাফেরা ও অস্থিরতা দেখে তার প্রতি দুঃখ বা তিরস্কার ভাব প্রকাশ কোরো না। তোমার তিরস্কার তার কোনো উপকার করবে না। বরং এতে করে উদ্ভট চলাফেরার প্রবণতা ও বদমেজাজ আরও বৃদ্ধি পাবে।
- তার আত্মবিশ্বাস ও মনোবল বৃদ্ধি করার চেষ্টা করবে। তাকে তার শ্রেষ্ঠত্ব, তোমার বা পরিবারের জন্য তার অবদান এবং পরোপকারের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। তাহলে আশা করা যায় তার বদমেজাজ কিছুটা কমবে এবং সুবুদ্ধির উদয় হবে।
- সুন্দর জীবনযাপন ও আশাবাদী হওয়ার ক্ষেত্রে স্বামী ও সন্তানদের কাছে নিজেকে তুমি একটি আদর্শ হিসেবে ফুটিয়ে তোলো।

- যখন তার সাথে ঝগড়া বাধবে, বা সে তোমার ওপর রেগে যাবে, তখন দেরি না করে তাকে সম্ভট করার চেষ্টা করবে।

আনাস বিন মালিক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন, (أَلَا أُخِيرُكُمْ) 'আমি কি তোমাদের জান্নাতি নারীদের খবর দেবো না?' (يَسْأَلُكُمْ فِي الْجَنَّةِ؟) আমরা বললাম, 'হ্যাঁ, বলুন।' তিনি বললেন :

كُلُّ وَدُودٍ وَلُودٍ إِذَا غَضِبْتُ أَوْ أَسِئَءَ إِلَيْهَا قَالَتْ: هَذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ، لَا أَكْتَحِلُ بِغَضٍّ حَتَّى تَرْضَى

'প্রত্যেক অতি সোহাগিনী অধিক সন্তান প্রসবকারিণী রমণী, যখন সে রাগ করে বা তার প্রতি তার স্বামী মনঃক্ষুণ্ণ হয়, তখন সে বলে, "এই আমার হাত আপনার হাতে; আপনি সম্ভট না হওয়া পর্যন্ত আমি নিদ্রা যাব না।" ১৩৬

রাসুল ﷺ আরও বলেছেন :

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارٍ، وَلَا تَخْرُجَ وَهُوَ كَارٍ، وَلَا تُطِيعَ فِيهِ أَحَدًا، وَلَا تُحْشَنَ بِصَدْرِهِ، وَلَا تَعْتَزَلَ فِرَاشَهُ، وَلَا تَضْرِبَهُ، فَإِنْ كَانَ هُوَ أَظْلَمَ، فَلَتَاتِهِ حَتَّى تَرْضِيَهُ، فَإِنْ كَانَ هُوَ قَبِيلَ، فَبَيْتًا وَنِعْمَتَ، وَقَبِيلَ اللَّهِ عُذْرَهَا، وَأَفْلَحَ حُجَّتُهَا، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ هُوَ أَبِي بِرِضَاهَا عَنْهَا، فَقَدْ أَبْلَغَتْ عِنْدَ اللَّهِ عُذْرَهَا

'আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এমন নারীর জন্য বৈধ নয় যে, তার স্বামীর অপছন্দ অবস্থায় কাউকে তার বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দেবে এবং তার স্বামীর অপছন্দ অবস্থায় বাড়ি থেকে বের হবে; আর সে সেখানে অন্য লোকের আনুগত্য করবে না; স্বামীর বন্ধকে ক্রোধ দ্বারা ভরবে না, তার বিছানা থেকে পৃথক হবে না এবং সে স্বামীকে আঘাত করবে না—যদিও নাকি স্বামী স্ত্রী থেকে



বেশি অত্যাচারী হয়—তবুও স্বামী তার কাছে আসবে, এমনকি তাকে সমুদ্র করে তুলবে; আর যদি স্বামী স্বীকার ওজর কবুল করে, তবে তা-ই হবে এবং তা উত্তম হবে; আর আল্লাহও তার ওজর কবুল করবেন এবং তিনি তার (ওই স্বীকার ওজরের) দলিল প্রকাশ করবেন। এতে তার কোনো গুনাহ হবে না। আর যদি তার স্বামী তার থেকে সমুদ্র হতে অস্বীকার করে, তবে সে (স্বামী) তো তার ওজর আল্লাহর কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছে।<sup>১৩৭</sup>

যদি কেউ কাউকে কোনো কাজের জন্য ভর্ৎসনা করতেই হয়, তাহলে মেজাজ স্বাভাবিক হওয়ার পর ভর্ৎসনা করা যেতে পারে। তবে তা হতে হবে আনন্দ, প্রফুল্লতা ও হাসিখুশির সাথে এবং উপযুক্ত সময়ে। কোনোরূপ হিংসা-বিদ্বেষ বা তিক্ততা দেখানো যাবে না।

## ৮. যাদের আত্মশুদ্ধি রাগ চলে আসে তাদের করণীয়

- তুচ্ছ বিষয়ের জন্য অনেক বেশি রেগে যেয়ো না এবং উত্তেজিত হোয়ো না। রাগের সময় কী করণীয়, তা জেনে আমল করবে এবং সব সময় রাগকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করবে।
- রাগ পরিপূর্ণ স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত মনোযোগ অন্য দিকে ফেরানোর চেষ্টা করবে।
- রাগের অবস্থাকে কোনো উপকারী কাজে ব্যয় করবে। যেমন : শারীরিক ব্যায়াম করা, ঘরের আসবাবপত্র গোছানো, জামাকাপড় সেলাই করা কিংবা যেকোনো কষ্টসাধ্য কাজ করা।
- দৃষ্টি অন্যদিকে নিবদ্ধ করবে। যখন কাউকে অপছন্দ করবে বা কারও প্রতি ক্রোধান্বিত হবে, তখন তার মাঝে এমন কোনো কারণ খুঁজে বের করবে, যা তাকে বিগ্নিত এবং সমুদ্র করতে পারবে। তাহলে তার প্রতি রাগ-ক্ষোভ প্রশমিত হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

‘আর মানুষকে তাদের পণ্যে কম দিয়ো না।’<sup>১৩৮</sup>

- যদি কখনো নিজের মধ্যে কোনো ত্রুটি দেখার পর নিজের প্রতিই রাগ চেপে বসে, তাহলে তোমার ভেতরে লুকিয়ে থাকা প্রতিভা, আল্লাহর দেওয়া দান-অনুদান ও সৌন্দর্য খুঁজে বের করো। যেগুলো তোমার কাছে তোমার মূল্য আরও বৃদ্ধি করবে। অতঃপর ত্রুটির অনুভূতি কেটে যাবে।
- রাগের সময় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে। বরং ক্রোধ প্রশমিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অতঃপর ঠান্ডা মস্তিষ্কে পুনর্বিবেচনা করবে।
- যেসব কাজ করলে বা যেসব স্থানে গমন করলে রাগ আসে, সেগুলো থেকে দূরে থাকবে।
- কখনো রাগের কারণে কান্না এলে অশ্রু আটকে রেখো না। তবে কান্নায় অতিরঞ্জিতও কোরো না। এর ফলে অন্তরে প্রশান্তি আসবে এবং রাগ প্রশমিত হবে।
- গড়িয়ে পড়া অশ্রুর সাথে হৃদয়ে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত কষ্টগুলো উড়ে যাবে। কিন্তু অশ্রুগুলো ভেতরে রেখে দিলে নানা রোগের সৃষ্টি হতে পারে।
- আল্লাহর প্রতি ইমান ও আস্থা বৃদ্ধি করো এবং মনকে বোঝাও—

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا - إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

‘সুতরাং কষ্টের সাথেই স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।’<sup>১৩৯</sup>

১৩৮. সূরা আল-আরাফ, ৭ : ৮৫।

১৩৯. সূরা আশ-শারহ, ৯৪ : ৫-৬।



## ৯. বৈবাহিক জীবনে কিছু যৌথ দায়িত্ব

এখানে কিছু দায়িত্বের কথা তুলে ধরব। যেগুলো স্বামী-স্ত্রী দুজনের জন্যই পালনীয়।

- সন্তানকে ইসলামি কালচারের ওপর লালনপালন করা স্বামী-স্ত্রী দুজনের যৌথ দায়িত্ব। বিশেষ করে ছোটবেলায় এই দায়িত্বের বড় একটি অংশ স্ত্রীর ওপর রয়ে যায়। তবে স্বামীকে অবশ্যই এ কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা করতে হবে। অতঃপর যখন কিছুটা বড় হয়ে যাবে, তখন পরিপূর্ণভাবে সন্তানকে মানুষ করার দায়িত্ব স্বামীর ওপর বর্তাবে।
- উভয়ে উভয়ের এবং সন্তানের আত্মসম্মানের প্রতি যত্নবান হতে হবে। তবে তা হতে হবে আল্লাহর বিধানকে আঁকড়ে ধরে। তিনি ইরশাদ করেন :

وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

‘...যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক জিকিরকারী পুরুষ ও জিকিরকারী নারী—তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।’<sup>১৪০</sup>

এ জন্যই স্বামীর অনুমতি ছাড়া কিছুতেই স্ত্রী কাউকে ঘরে প্রবেশ করাতে পারবে না। স্বামীর অনুমতি ছাড়া কেউ তাদের বিছানায় বসতে পারবে না, তার অনুমতি ছাড়া কোনো পুরুষকে স্বাগত জানানো যাবে না—তবে যদি বিশেষ কোনো প্রয়োজনে স্বামী অনুমতি দেয়, তখন পরিপূর্ণ ইসলামি বিধান মেনে স্বাগত জানানো যাবে।

সহিহ বুখারিতে আছে, রাসুল ﷺ বলেছেন :

«إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْرُ؟ قَالَ: «الْحَمْرُ الْمَوْتُ»

‘তোমরা অবশ্যই (গাইরে মাহরাম) মহিলাদের কাছে (একাকী) প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকবে।’ জনৈক আনসার বললেন, “হে আল্লাহর রাসুল, الحَمُو (দেবর)-এর ব্যাপারে কী বলেন?’ তিনি বললেন, ‘الحَمُو (দেবর) হচ্ছে মৃত্যুতুল্য।’<sup>১৪১</sup>

স্বামীর নিকটাত্মীয়দের (الحَمُو) বলে। যেমন : তার ভাই, ভতিজা, চাচা ইত্যাদি। আর স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর সাথে এদের ওঠাবসা ও চলাফেরা করাকে রাসুল ﷺ মৃত্যুর সাথে তুলনা দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন :

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

‘মাহরামের বিনা উপস্থিতিতে কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে সাক্ষাৎ করবে না।’<sup>১৪২</sup>

- স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই একে অপরের জন্য সাজ-সৌন্দর্য গ্রহণ করতে হবে। ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, ‘যেমনভাবে আমার জন্য আমার স্ত্রী সজ্জিত হয়ে থাকাকে আমি পছন্দ করি, তেমনই তার জন্যও আমি নিজেকে সজ্জিত রাখাকে পছন্দ করি।’
- যদি স্ত্রীর দায়িত্ব হয়, তার কাছে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত দ্বারা স্বামীকে খুশি করা, তাহলে স্বামীরও দায়িত্ব হলো, স্ত্রীকে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত দ্বারা শান্তি দেওয়া। কেউ যেন কাউকে কষ্ট না দেয়।
- যদি আল্লাহর অবাধ্যতা ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য করতে হয়, তাহলে স্বামীকেও শরিয়াহর সীমায় থেকে এবং পরিবারের জন্য উপকারী বিষয়ে স্ত্রীর কথা শুনতে হবে। কারণ, দুজনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য একটাই। তা হলো, দুজনের প্রতিটি কথা ও কাজে আল্লাহকে সন্তুষ্ট রেখে পারিবারিক জীবনে সৌভাগ্য লাভ করা। যেন দুজনেরই লক্ষ্য, কর্মপন্থা ও

১৪১. সহিহুল বুখারি : ৫২৩২।

১৪২. সহিহুল বুখারি : ৫২৩৩, সহিহ মুসলিম : ১৩৪১।



চিন্তাচেতনা এক। তাদের দৃষ্টান্ত একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো।

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া-বিবাদ ও বিদ্বেষ ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকে তখন, যখন কেউ একজন আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে। অতএব এ ধরনের বিবাদ থেকে বাঁচতে হলে খুব দ্রুত প্রবৃত্তিপূজা ছেড়ে আল্লাহর হুকুমের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

- যদি স্বামী কাজেকর্মে আল্লাহকে ভয় করে, তাহলে সেটা হবে তার জন্য উত্তম ও হালাল রিজিক। যদি বিনোদন ও আনন্দের মুহূর্তে সুন্যাহর অনুসরণ করে, তবে তা হবে তার সৌভাগ্য। যা হৃদয়কে উন্মোচন করে।
- স্বামীর সম্পদ পাহারা দিয়ে রাখা স্ত্রীর কর্তব্য। কেননা, স্বামীর সম্পদের মধ্যে তার ও পুরো পরিবারের রিজিক রয়েছে। সম্পদ হিফাজত করা যেমন ফরজ, তেমনই অপচয় করাও হারাম। একইভাবে স্বামীর কর্তব্য হলো, স্ত্রীর সম্পদের হিফাজত করা। তা থেকে খরচ করতে হলে আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজে এবং পরিবারের জন্য খরচ করতে হবে। কোনোভাবে তাদের থেকে উদাসীন হওয়া যাবে না। তাদের কোনো দায়িত্বে অবহেলা করা যাবে না।
- স্বামী যখন দুঃখিত বা বিষণ্ণ থাকবে, তখন তার সামনে স্ত্রী আনন্দ-উল্লাস করা থেকে বিরত থাকা এবং যখন হাসিখুশি বা আনন্দিত থাকবে, তখন তার সামনে বিষণ্ণ হয়ে না থাকা ভালো। একইভাবে স্বামীর জন্যও স্ত্রীর আনন্দের সময় বিষণ্ণ থাকা বা বিষণ্ণতার সময়ে আনন্দ প্রকাশ করা কোনোভাবেই উচিত নয়।
- স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই হিংসা ও বেশি বেশি নিন্দা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বিশেষ করে স্বামীকে অবশ্যই এই দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ, সে আবেগ-অনুভূতি নিয়ন্ত্রণে স্ত্রীর চেয়ে বেশি শক্তিশালী।
- স্বামীর জন্য একজন স্ত্রীকে যেমনিভাবে স্ত্রী ও মায়ের দায়িত্ব পালন করতে হবে, তেমনভাবে স্বামীকেও স্ত্রীর জন্য স্বামী এবং বাবার দায়িত্ব পালন করতে হবে। কারণ, একজন স্বামী তার স্ত্রীর ভবিষ্যৎ। তার চোখে সে-ই সবকিছু এবং পুরো পরিবারের পরিচালক।

- স্ত্রী যেভাবে স্বামীকে পরিবার পরিচালনায় এবং কাজেকর্মে আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে সতর্ক করিয়ে দেবে, তেমনিভাবে স্বামীও স্ত্রীকে আল্লাহর আনুগত্য ও পরিবারের দেখাশুনার ব্যাপারে তাঁর বিধিনিষেধের প্রতি তাগিদ দেবে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

‘আপনি আপনার পরিবারের লোকদের নামাজের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোনো রিজিক চাই না। আমি আপনাকে রিজিক দিই এবং আল্লাহভীরুতার পরিণাম শুভ।’<sup>১৪৩</sup>

- দুজনকেই দুজনের একান্ত গোপন আলাপ অন্য কারও কাছে ফাঁস করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা, এগুলো উভয়ের কাছে উভয়ের আমানত এবং তা প্রকাশ করে দেওয়া খিয়ানত।

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

‘কিয়ামত দিবসে সে ব্যক্তি হবে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম পর্যায়ে, যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলিত হয়, অতঃপর সে তার স্ত্রীর গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়।’<sup>১৪৪</sup>

- স্বামী-স্ত্রী দুজনকেই জানতে হবে, সব সময় সুখে থাকার জন্য সবচেয়ে কার্যকর উপাদান হলো, উত্তম সাহচর্য ও বন্ধুত্ব। অর্থাৎ উভয়ে কাছাকাছি থাকা এবং দুজন দুজনার কথাগুলো শেয়ার করা। অতঃপর প্রত্যেকে

১৪৩. সূরা তহা, ২০ : ১৩২।

১৪৪. সহিহ মুসলিম : ১৪৩৭।



প্রত্যেকের আবেগ-অনুভূতি, রুচি, স্বাদ, স্বভাব ও মতামতের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। উন্নত চরিত্র গ্রহণ করতে হবে এবং একে অপরের জন্য প্রাণ-উৎসর্জক হতে হবে। অংশীদারত্ব দুজনকে সবচেয়ে বেশি কাছে টেনে আনে; হোক তা সুখ-দুঃখের কথার অংশীদারত্ব বা খাবারদাবারের অংশীদারত্ব।





পঞ্চম অধ্যায়

## হতাশা ও বিষণ্ণতা

### ১. হতাশা ও বিষণ্ণতার উৎপত্তি

যদি হতাশা, একাকিত্ব বা বিষণ্ণতা অনুভব করো, সুখ খুঁজে না পাও এবং হতাশা এসে বারবার আঘাত হানে, তাহলে সুদূর অতীতে ফিরে যাও। হয়তো দেখতে পাবে, অতীতে তোমার সুখ থেকে বঞ্চিত হওয়া আজকের ব্যর্থতার কারণ। বারবার সুখী হতে যেয়েও সুখ খুঁজে পাও না; তাই মানুষকে কষ্ট দেওয়া বা মানুষ থেকে আলাদা থাকাকে পছন্দ করছ।

এই অবস্থার সবচেয়ে উত্তম চিকিৎসা হচ্ছে, মনকে এ কথা বোঝানো যে, আমি তো কোনো উপেক্ষিত মানুষ নই। অন্যদের মতো আমার জীবনের একটি লক্ষ্য আছে। এই সমাজের আমাকে খুব প্রয়োজন। সমাজ যেমন অন্যদের মুখাপেক্ষী, তেমনই আমারও মুখাপেক্ষী এবং দিনদিন এই মুখাপেক্ষিতা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যখন মনের গভীরে এ কথাগুলো বেশি বেশি ভাবতে থাকবে, দেখবে ধীরে ধীরে সেখানে আনন্দের জোয়ার আসবে। অতঃপর এই আনন্দ তোমাকে ছাড়িয়ে অন্যদের মাঝেও বিরাজ করবে।

কানকে অবশ্যই মনের এমন কথা শোনা থেকে বিরত রাখবে যে, তুমি একজন ব্যর্থ মানুষ। তোমার অস্তিত্ব কারও কোনো কাজেই আসে না। সঙ্গীসাথিরা তোমার চেয়েও শ্রেষ্ঠ, যোগ্য ও মেধাবী। সকলে তো তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে। এসব শোনা থেকে একেবারে বিরত থাকবে।





একজন বিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর মতে, পোলক্রেস্টের মতো জটিলতা সৌভাগ্যের সবচেয়ে বড় বাধা।

পোলক্রেস্ট ছিল একজন স্বৈরাচারী শাসক। আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে তার শাসন ছিল। সাফল্য, সম্পদ, সম্মান, প্রতিপত্তি ও প্রতাপ কোনো কিছুতে তার কমতি ছিল না। কিন্তু সে সব সময় ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয় করত।... তার দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার সুযোগে শত্রুরা তার ওপর বিজয়ী হয়ে যায় এবং তার সিংহাসন ভেঙে চুরমার করে দেয়।

এই মনোবিজ্ঞানী বলেন, 'পোলক্রেস্টের মতো অনেক মানুষ আছে। এদের কাছে সুখের উপকরণ কোনোদিক থেকেই কম নেই। কিন্তু তবুও কখনো সুখ, শান্তি ও প্রশান্তির চেহারা দেখে না তারা। কারণ, তারা সব সময় ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করে এবং তাদের কাছে যা কিছু আছে, তা হারিয়ে ফেলার ভয় করে। ফলে মনের মধ্যে কষ্ট অনুভব করে, নির্ঘুম রাত কাটায়, মাথাব্যথা ও বদহজম শুরু হয় তাদের। এভাবে আরও বহু রোগের সৃষ্টি হয়। তাই তারা কখনো সুখী হতে পারে না।'

## ২. বিষণ্ণতা থেকে মুক্তির উপায়

বিষণ্ণতা একটু বিস্তৃত ব্যাধি। প্রতি ২৫ জনের মধ্যে একজন এই রোগে আক্রান্ত। কিছু কিছু পরিসংখ্যান সংস্থা তো বলে, 'প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজন জীবনের কোনো না কোনো সময়ে বিষণ্ণতায় আক্রান্ত।'

(الْاِكْتِنَاب) বা 'বিষণ্ণতা' অর্থ হচ্ছে, দুঃখ, কষ্ট, একাকিত্ব, অসম্মতি এবং বিষাদগ্রস্ততা অনুভব করা।

মানুষ যখন জীবনে কোনো কঠিন পরিস্থিতির শিকার হয়, অথবা যখন তার মনে হয়, আমি তো অমুক ভুলের ওপর আছি, তখনই এ ধরনের মানসিকতা চেপে বসে। নিজেকে অসুখী ও হতাশ মনে হয়। প্রিয় কিছু হারালে মানুষ সবচেয়ে বেশি এই পরিস্থিতির শিকার হয়।

যখন তোমার মাঝে এসব মানসিকতা শক্তভাবে ভর করবে এবং দীর্ঘ সময় থাকবে, তখন ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। ডাক্তার তোমাকে দুশ্চিন্তা, হতাশা ও বিষণ্ণতা কাটিয়ে ওঠার জন্য সর্বোত্তম কিছু কৌশল বলে দেবেন। কিছুক্ষণ কথা বললেই তোমার সমস্যা অনুধাবন করতে পারবেন তিনি।

বিষণ্ণ ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে খারাপ কাজ হচ্ছে, মানুষ ও সমাজ থেকে দূরে গিয়ে একাকী পড়ে থাকা। এসব পরিস্থিতিতে মানুষের থেকে আলাদা হওয়া বা ঘরে একা পড়ে থাকা দুঃখ-দুশ্চিন্তা আরও বৃদ্ধি করে। তবে সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত হলো, এই সময়গুলোতে একাকী সময় না কাটিয়ে দেহ-মনকে কোনো ভালো কাজে ব্যস্ত রাখা।

বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ এই সমস্যার শিকার। কেউ এর থেকে মুক্ত নয়।

(الْاكتئاب) বা 'বিষণ্ণতা'র আরেকটি প্রকার হচ্ছে, Clinical depression। এতক্ষণ যা আলোচনা করেছি, এটি তার বিপরীত। এই প্রকারের বিষণ্ণতা কোনো ঘটনা বা নির্দিষ্ট বিপদের পর আসে না। বরং এটি একটি অসুস্থাবস্থা। যা জীবনে বারবার যেকোনো সময় আসতে পারে। কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে গেলে, ব্যর্থতার কারণে বা জীবনে কোনো কঠিন পরিস্থিতির শিকার হলে যা হয়, এটি তার বিপরীত।

তবে Clinical depression-এর সাথে পূর্বের আলোচিত বিষয়ের সাথে কিছুটা মিল থাকতে পারে। তবুও এটি আগেরটির চেয়েও অনেক শক্তিশালী ও কষ্টদায়ক।

Clinical depression-এ আক্রান্ত ব্যক্তি প্রচণ্ড দুঃখ ও তিক্ত কষ্ট অনুভব করে। যা তার জীবনের প্রতিটি অংশে প্রভাব ফেলে। আত্মমূল্যায়ন থেকে শুরু করে অতীতের বিভিন্ন ঘটনার মধ্যেও প্রভাব ফেলে। ফলে ব্যক্তি কোনো সুখের ঘটনা চিন্তাই করতে পারে না। ভবিষ্যৎ জীবনেও এর প্রভাব পড়ে। নিজেকে সে খুবই মূল্যহীন মনে করে, কোনো স্বপ্ন হারিয়ে ফেলে। তার জীবনের লক্ষ্যগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। হতাশা, নিরাশা আর ব্যর্থতা তাকে কাবু করে ফেলে।



এই রোগে আক্রান্ত অধিকাংশ রোগী হয়তো জীবনে ঘটে যাওয়া এমন নির্দিষ্ট কোনো ঘটনা খুঁজতে থাকে, যে ঘটনার কারণে আজ সে এমন বিষণ্ণতার শিকার। অনেকে আবার এমন ঘটনা খুঁজেও পায়। তবে বাস্তবতা হলো, বিষণ্ণ মানুষগুলো নিজেদের দোষী অনুভব করে। তাই যেকোনো ছোট-বড় কারণে নিজেরাই নিজেদের তিরস্কার করে। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং মনে করে, তারা কোনো কাজ করতে বা সমাজকে কিছু দিতে সক্ষম নয়। এরই সাথে যোগ হয় ক্লান্তি, দুর্বলতা ও কঠিন অক্ষমতা। ফলে তারা নিজেদের শারীরিকভাবেও রোগাক্রান্ত ভাবে।

প্রতিদিন সকালে এসব ভাবনা মাথায় চেপে বসে। ফলে ঘুম আর খাওয়াদাওয়ার কোনো খবরই থাকে না। অনেকে কোনো খাবারেই স্বাদ পায় না।

অতীতে যেসব বিষয়ে খুব মজা পেত এবং মনভরে উপভোগ করত, সেগুলোতে অসুস্থ হওয়ার পর আর আগ্রহ জাগে না।

Clinical depression-এর কয়েকটি স্তর রয়েছে। কখনো কখনো এটি হালকা হয়। তেমন মারাত্মক আকার ধারণ করে না। এই অবস্থায় রোগী কিছুটা স্বাভাবিক ও ভালো জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। আবার অনেকেরটা কঠিন হয়ে যায়। যা খুবই মারাত্মক আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় অনেকেই জীবনের প্রতি আগ্রহবোধ হারিয়ে ফেলে। অনেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মানুষকে জানতে হবে, বিষণ্ণতা একটি চিকিৎসাযোগ্য রোগ। এই রোগ চিকিৎসায় ভালো হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। এমনকি কঠিন পরিস্থিতির দিকে গড়ালেও সঠিক ও উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসা গ্রহণের দ্বারা আরোগ্য পাওয়া যায়।

সুতরাং যখন কেউ এই রোগে আক্রান্ত হবে, অবশ্যই তাকে মনে রাখতে হবে, এই রোগের চিকিৎসা খুব কঠিন নয়। এমন বহু ধরনের ওষুধ আছে, যেগুলো উক্ত রোগকে লাঘব করতে সক্ষম। এই ওষুধগুলো মস্তিষ্কে ক্রিয়া করে এবং সমস্যার জায়গাগুলোতে পৌঁছে সমাধান করে।

অনেক সময় কঠিন শারীরিক ব্যায়ামের মাধ্যমে বিষণ্ণতা কিছুটা হালকা হয়। কঠিন শারীরিক পরিশ্রম মস্তিষ্কে হালকা করে এবং মেজাজ কিছুটা ফুরফুরে করে।

অনেক সময় এই রোগের প্রভাব পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মাঝে এবং বন্ধুদের মাঝেও পড়ে। তাই তারা তোমাকে কিছুটা উদ্যমী হতে, তোমার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার আবেদন করবে এবং রোগের সমাধানের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বলবে। তাই এ কথা স্পষ্ট যে, Clinical depression রোগটি শারীরিক রোগ। এর কারণে অনেক রোগের উৎপত্তি হয়। এটি মস্তিষ্কের কিছু রাসায়নিক ব্যাধি থেকে সৃষ্ট। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির কোনো দোষ নেই। তাই পরিবারের সদস্যরা এবং আশপাশের বন্ধুবান্ধব যেন তাকে তিরস্কার না করে। কেননা, রোগের ওপর তার কোনো কর্তৃত্ব নেই। তার কাছে পরিবর্তন করার মতো কোনো শক্তি নেই।

### ৩. মজবুত ইমানের ভূমিকা

বিষণ্ণতার সবচেয়ে কার্যকর ও শক্তিশালী ওষুধ হচ্ছে মজবুত ইমান। এর অনিষ্টতা থেকে বাঁচার সবচেয়ে সুন্দর রক্ষাকবচ এটি। জার্মানি মনোবিজ্ঞানী ড. ফ্রান্স লোবাখ বলেন, ‘তোমার যতই একাকিত্বের অনুভূতি সৃষ্টি হোক, মনে রেখো, তুমি কখনোই একা নও। যখন একাকী রাস্তায় বা কোথাও হাঁটাচলা করতে থাকবে, তখন মনে রাখবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তোমার সাথে আছেন।’

এক পশ্চিমা সাহিত্যিক বলেছেন, ‘বর্ষবরণের এক রাতে আমি দরজায় দাঁড়ানো এক ব্যক্তিকে বললাম, “আমাকে একটু আলো দাও। রাস্তার অন্ধকারে তোমার আলো দিয়ে পথ চলব।” সে বলল, “তোমার হাত আল্লাহর হাতে রাখো। তিনি তোমাকে সঠিক পথ দেখিয়ে দেবেন।”

যে ব্যক্তি কুরআনে কারিমে আল্লাহর এই বাণী পাঠ করে, সে কীভাবে নিজেকে একাকী ভাবে? তিনি বলেন :



وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

‘পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা যেকোনো দিক ফেরাবে, সেটা আল্লাহরই দিক। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।’<sup>১৪৫</sup>

তিনি আরও বলেন :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ  
يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ  
فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

‘তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, অতঃপর আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন। তিনি জানেন, জমিনে যা কিছু প্রবেশ করে এবং তা থেকে যা কিছু বের হয়; আর আকাশ থেকে যা কিছু অবতীর্ণ হয় এবং তাতে যা কিছু উত্থিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাকো। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা দেখেন।’<sup>১৪৬</sup>

মুসা ﷺ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁর সাথে মহান আল্লাহ তাআলা রয়েছেন। তাই তো তিনি বনি ইসরাইলকে বলেছেন (كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ) ‘কক্ষনো নয়; নিশ্চয় আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। শীঘ্রই তিনি আমাকে পথ-নির্দেশ করবেন।’<sup>১৪৭</sup>

রাসূল ﷺ যখন হিজরতের সময় হেরাওহায় আশ্রয় নিয়েছেন, তখন আবু বকর ﷺ-কে বলেছেন, (لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا) ‘বিষণ্ন হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।’<sup>১৪৮</sup>

১৪৫. সূরা আন-বাকারা, ২ : ১১৫।

১৪৬. সূরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ৪।

১৪৭. সূরা আশ-শুআরা, ২৬ : ৬২।

১৪৮. সূরা আত-তাওবা, ৯ : ৪০।

অনুবাদকের কথা...

আমরা যত প্রচেষ্টা আর পরিশ্রমই ব্যয় করি, সবই করি এ আশায় যে, আমাদের তনুমন প্রশান্তি পাবে অনাবিল সুখ আর সৌভাগ্যের ছোঁয়ায়। দুনিয়াতে এমন কোনো নির্বোধ নেই, যে হতভাগা হয়ে জীবন কাটাতে চায়। এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে স্বেচ্ছায় দুর্ভাগ্য বরণ করতে চায়। হ্যাঁ, সবাই চায় সুখ আর সৌভাগ্যের দেখা পেতে। কিন্তু আমরা অনেকেই ভুল করি—ভুল পথে সুখ আর সৌভাগ্যের তালাশ করি! ফলে অনেক প্রচেষ্টার পরও অনেক ক্ষেত্রেই সুখ আর সৌভাগ্য আমাদের কাছে অধরাই থেকে যায়।

প্রিয় পাঠক, কীভাবে আমরা পরকালীন পাথেয় সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি জীবনের প্রতিটি ধাপে সুখ আর সৌভাগ্যের পরশে ধন্য হতে পারি, কীভাবে অপরের হৃদয়ে সুখের সঞ্চার করতে পারি, চমৎকার এ বিষয়টি নিয়েই উসতাজ হাসসান শামসি পাশা রচনা করেছেন (أسعد نفسك وأسعد الآخرين) গ্রন্থটি। অনন্যসাধারণ এ গ্রন্থটিই আমরা আপনাদের জন্য প্রকাশ করেছি 'সৌভাগ্যের হাতছানি' নামে। পড়ে দেখুন, খুঁজে পাবেন সুখ আর সৌভাগ্য লাভের দারুণ কিছু উপায়।...

-হাসান মাসরুর



অনেক কিছু মালিক হওয়ার মাঝে প্রকৃত সৌভাগ্য নয়; বরং সেগুলোর সুন্দর ও সুষ্ঠু ব্যবহার করে উপকৃত হওয়ার মাঝেই প্রকৃত সুখ ও সৌভাগ্য। যা অর্জন করতে চাও, কেবল তা অর্জন করে ফেলার মাঝেই সুখ নয়; বরং উদ্দিষ্ট বস্তু থেকে কীভাবে উপকৃত হবে, তা জানার মাঝেই আসল সুখ। সুস্থতা, যৌবন, ধন-সম্পদ ইত্যাদি তো কেবলই কিছু মাধ্যম। তাই এগুলো দ্বারা সুখী হতে চাইলে প্রথমে তোমাকে জানতে হবে, কীভাবে এগুলো দ্বারা উপকৃত হতে হয় এবং কোনটির উপযুক্ত ও যথাযথ ব্যবহার কীভাবে করতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে মুমিন ব্যক্তির সৌভাগ্য তো সুখ-আনন্দে কৃতজ্ঞতা আদায় এবং বিপদ ও কষ্টের সময় ধৈর্যধারণের মাঝে। বরং এই উভয় অবস্থায় আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা সৌভাগ্যের অন্যতম আলামত। আর এটি সবরের সর্বোচ্চ স্তরও বটে।...